

# এইচ এস সি পৌরনীতি ও সুশাসন

## অধ্যায়-৪: বাংলাদেশের সংবিধান

**প্রশ্ন ১** রক্তাক্ত সংগ্রামের পর 'ক' রাষ্ট্র স্বাধীনতা লাভ করে। স্বাধীনতা লাভের এক বছরের মধ্যেই তারা পৃথিবীর একটি অন্যতম সেরা সংবিধান প্রণয়ন করতে সক্ষম হয়। যা গোটা বিশ্বে প্রশংসিত হয়।

(রা. বো. ১৭। প্রশ্ন নং ১০।)

- ক. বাংলাদেশ সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি কয়টি? ১
- খ. মৌলিক অধিকার বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. উদ্দীপকে বর্ণিত সংবিধানের সাথে তোমার পঠিত কোনো দেশের সংবিধানের সাদৃশ্য আছে কি? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত সংবিধান অনুযায়ী "জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস"— বিশ্লেষণ করো। ৪

### ১ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** বাংলাদেশ সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হলো চারটি।

**খ** মৌলিক অধিকার বলতে রাষ্ট্রপ্রদত্ত সেসব সুযোগ-সুবিধাকে বোঝায় যা ব্যতীত নাগরিকদের ব্যক্তিত্বের বিকাশ সম্ভব নয়।

মানুষের ব্যক্তিত্ব ও মেধা বিকাশের জন্য একান্তভাবে অপরিহার্য যে সকল অধিকার রাষ্ট্র কর্তৃক বলবৎ হয় সেইগুলোই মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত। মৌলিক অধিকার ব্যতীত সভ্য জীবনযাপন করা সম্ভব নয়। সকল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই জনগণের মৌলিক অধিকারসমূহ তাদের শাসনতন্ত্রে সন্নিবেশিত থাকে। গণতান্ত্রিক সমাজের মূলভিত্তি হলো মৌলিক অধিকার।

**গ** হ্যাঁ, উদ্দীপকের সংবিধানের সাথে আমার পঠিত বাংলাদেশের সংবিধানের সাদৃশ্য রয়েছে।

প্রতিটি স্বাধীন রাষ্ট্রেরই একটি সংবিধান থাকে। কারণ সংবিধানের ভিত্তিতেই একটি রাষ্ট্রের সকল কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। এ কারণেই স্বাধীনতার পর পরই বাংলাদেশের একটি সংবিধান প্রণীত হয়। এই সংবিধানের বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলনই 'ক' রাষ্ট্রের সংবিধানের ক্ষেত্রে লক্ষণীয়।

উদ্দীপকে 'ক' রাষ্ট্রটি স্বাধীনতা লাভের পর দ্রুততম সময়ের মধ্যে একটি সংবিধান প্রণয়ন করে। এর মূলনীতি হিসেবে যে বিষয়গুলোকে গণ্য করা হয় সেগুলো হলো জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা। বাংলাদেশের সংবিধানের ক্ষেত্রেও এ বিষয়গুলো দৃষ্টিগোচর হয়। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়। আর ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করে। এরপর ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বদেশে ফিরে আসেন। দেশে ফেরার পর পরই তিনি স্বাধীন রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য অনতিবিলম্বে সংবিধান প্রণয়নে মনোনিবেশ করেন। ১৯৭২ সালের ১১ জানুয়ারি রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের অস্থায়ী সংবিধান আদেশ জারি করেন। ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর এটি গণপরিষদ কর্তৃক চূড়ান্তভাবে গৃহীত হয়। এই সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে ৪টি বিষয়কে নির্দিষ্ট করা হয়। এগুলো হলো বাঙালি জাতির ঐক্য ও সংহতির ভিত্তিতে গড়ে ওঠা বাঙালি জাতীয়তাবাদ। শোষণহীন সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার লক্ষ্যে সমাজতন্ত্র। মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা প্রদান এবং জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়ার লক্ষ্যে গণতন্ত্র। সকল প্রকার সাম্প্রদায়িকতা বিলোপ ও সকল ধর্মের মানুষের সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ধর্মনিরপেক্ষতা। এ আলোচনা থেকে বাংলাদেশের সংবিধান এবং 'ক' রাষ্ট্রের সংবিধানের সাদৃশ্য প্রমাণিত হয়।

**ঘ** উদ্দীপকে বর্ণিত সংবিধান অনুযায়ী অর্থাৎ বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী 'জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস'— বক্তব্যটি যথার্থ।

বাংলাদেশ সংবিধানের একটি অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এ সংবিধানে জনগণের সার্বভৌমত্বকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। সংবিধানে বলা হয়েছে— 'জনগণই সকল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার উৎস'। জনগণ প্রত্যক্ষভাবে প্রতিনিধি নির্বাচনের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা পরিচালনা করবে। অর্থাৎ এ সংবিধানে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন রয়েছে। গণতন্ত্রকে রাষ্ট্রের অন্যতম মূল চালিকাশক্তি হিসেবে ঘোষণা করে সংবিধানের ১১নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'প্রজাতন্ত্র হবে একটি গণতন্ত্র, যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকবে। প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবে।

বাংলাদেশের সংবিধানে জনগণের ক্ষমতায়ন স্বীকার করে নেয়ার পাশাপাশি মৌলিক অধিকারকেও প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী। আইন ব্যতীত এমন কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে না যাতে ব্যক্তির জীবন, স্বাধীনতা, দেহ, সুনাম বা সম্পত্তির হানি ঘটে। সর্বক্ষেত্রে জনগণের ক্ষমতায়ন হলেও দেশ আইনের মাধ্যমে পরিচালিত হবে। আইনের দ্বারা প্রত্যেক নাগরিকের সম্পত্তি অর্জন, ধারণ, হস্তান্তর ও অন্যভাবে বিধিব্যবস্থা করার অধিকার থাকবে। জনস্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসংগত বাধা-নিষেধ সাপেক্ষে দেশের সর্বত্র অবাদে চলাফেরা, এর যে কোনো স্থানে বসবাস, শান্তিপূর্ণভাবে সমবেত হওয়ার, শোভাযাত্রায় যোগদান করার অধিকার সকলের থাকবে।

পরিশেষে বলা যায়, গণতন্ত্রের মূল কথাই হচ্ছে জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস। এর প্রতি অদম্য স্পৃহাই বাঙালি জাতিকে স্বাধীনতা সংগ্রামে অনুপ্রাণিত করেছিল। তাই সংবিধানে গণতন্ত্র তথা জনগণের ক্ষমতায়নকে রাষ্ট্রের অন্যতম মূল স্তম্ভ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

### প্রশ্ন ২



(ক্. বো. ১৭। প্রশ্ন নং ৮; ক্. বো. ১৭। প্রশ্ন নং ৪।)

- ক. প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল কাকে বলে? ১
- খ. স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন কেন প্রয়োজন? ২
- গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত '?' চিহ্নিত স্থানে রাষ্ট্র পরিচালনার কোন বিষয়টি ইঙ্গিত করা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ধর্মনিরপেক্ষতার তাৎপর্য মূল্যায়ন করো। ৪

### ২ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** প্রজাতন্ত্রের কাজে নিযুক্ত ব্যক্তিদের কর্মের শর্তাবলি, নিয়োগ, বদলি, বরখাস্ত বা অবসর, অর্থদণ্ড, কর্মের মেয়াদ ইত্যাদি যে প্রতিষ্ঠান নির্ধারণ করে তাকে প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল বলে।

**খ** ভূনমূল পর্যায়ে বিদ্যমান সমস্যাগুলোর দ্রুত সমাধান এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন অত্যন্ত জরুরি।



কোনো এলাকার সমস্যা স্থানীয় সরকারই ভালোভাবে উপলব্ধি করতে এবং সে অনুযায়ী সমাধানের ব্যবস্থাও দ্রুততার সাথে গ্রহণ করতে পারে। এমনকি স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলো বিভিন্ন সমস্যা সমাধান এবং কার্যক্রমের মাধ্যমে তুনমূল পর্যায়ে নেতৃত্বের বিকাশ ঘটায়। এসব প্রতিষ্ঠান গণতন্ত্রের খুঁটিস্বরূপ এবং এগুলোর মাধ্যমে গণতন্ত্র বিকশিত হয়। তাই বলা যায়, আধুনিককালে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের গুরুত্ব অপরিসীম।

**গ** উদ্দীপকের '৭' চিহ্নিত স্থানে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

১৯৭২ সালে প্রণীত বাংলাদেশ সংবিধানের প্রস্তাবনায় রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি ঘোষণা করা হয়েছে। সংবিধানের ৮ম থেকে ২৫তম অনুচ্ছেদে এগুলোর উল্লেখ রয়েছে। এ সম্পর্কে সংবিধানের প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে, যে সব মহান আদর্শ আমাদের বীর জনগণকে জাতীয় মুক্তির জন্য যুদ্ধে আত্মনিয়োগ ও প্রাণোৎসর্গ করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল সেগুলো হলো জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতা। এ সকল আদর্শ এই সংবিধানের মূলনীতি হবে। উদ্দীপকে এ মূলনীতিগুলোরই উল্লেখ রয়েছে।

উদ্দীপকে জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা এ চারটি বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে, যা বাংলাদেশে সংবিধানের মূলনীতি। জাতীয়তাবাদ বাংলাদেশ সংবিধানের চারটি মূলনীতির প্রধান ও প্রথম নীতি। একই মূল্যবোধ ও মানসিকতার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা যে ঐক্য তাই বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদের প্রাণ। ১৯৭২-এর বাংলাদেশে সংবিধানে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শোষণমুক্ত ও ন্যায়ানুগ রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছে। সাধারণত এ মূলনীতিটি সংক্ষেপে সমাজতন্ত্র হিসেবে পরিচিত। সমাজতান্ত্রিক আদর্শ অনুযায়ী রাষ্ট্রের উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থার মালিক হবে জনগণ তথা রাষ্ট্র। তবে ব্যক্তিগত মালিকানা বহাল থাকবে। আবার বাংলাদেশ সংবিধানে গণতন্ত্রকেও রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। সংবিধান অনুযায়ী বাংলাদেশের রাষ্ট্রব্যবস্থা গণতান্ত্রিক কাঠামোর ওপর প্রতিষ্ঠিত। এছাড়া ১৯৭২ সালের মূল সংবিধানের ১২ নম্বর অনুচ্ছেদে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের চালিকাশক্তি হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলা হয়েছে। উপরে আলোচিত এ চারটি বিষয়ই উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়।

**ঘ** উদ্দীপকে উল্লিখিত ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থাৎ সংবিধানের মূলনীতি হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষতার তাৎপর্য অপরিসীম।

সংবিধান হলো রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য লিখিত বা অলিখিত বিধি-বিধানের সমষ্টি। একটি রাষ্ট্রের সংবিধানে শাসকের ক্ষমতা, শাসিতের অধিকার ও কর্তব্য এবং উভয়ের সম্পর্কের প্রকৃতি সুস্পষ্টভাবে লেখা থাকে। বাংলাদেশের শাসন পরিচালনার জন্যেও ১৯৭২ সালে একটি সংবিধান প্রণয়ন করা হয়েছে। এ সংবিধানে চারটি মূলনীতির কথা বলা হয়েছে। যথা- জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা। আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সাংবিধানিক মূলনীতি হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষতার গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

১৯৭২ সালের সংবিধানের ১২ নম্বর অনুচ্ছেদে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের চালিকাশক্তি হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলা হয়েছে। এ নীতি অনুযায়ী বাংলাদেশে কোনো বিশেষ ধর্মকে রাষ্ট্র ধর্ম হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া যাবে না। এখানে জনগণের পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা থাকবে এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ধর্মের অপব্যবহার বিলোপ করা হবে। এ দেশে বসাবাসরত প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজস্ব পছন্দ অনুযায়ী ধর্ম পালন, চর্চা ও প্রচার করতে পারবে। এক্ষেত্রে কোনো বিশেষ ধর্মাবলম্বীকে যেমন অতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধা দেওয়া যাবে না তেমনি তার প্রতি কোনো প্রকার বৈষম্যমূলক আচরণও করা যাবে না। মোটকথা, সমাজজীবন থেকে সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িকতার অবসান ঘটিয়ে একটি ধর্মনিরপেক্ষ সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করাই হবে এ রাষ্ট্রের মূল লক্ষ্য।

তাই বলা যায়, রাষ্ট্র পরিচালনায় সংবিধানের মূলনীতি হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষতার তাৎপর্য অপরিসীম। এর মাধ্যমে রাষ্ট্রের সকল মানুষ সমান সুযোগ-সুবিধা লাভ করে এবং কারও প্রতি কোনোরূপ ধর্মীয় বৈষম্য করা হয় না।

**প্রশ্ন ৩** জনাব রশিদ একটি সংগঠনের প্রধান নির্বাহী। দায়িত্ব নেবার পর তিনি সংগঠনটি পরিচালনার জন্য একটি নীতিমালা তৈরি করেন। সংগঠনটির সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা ও অন্যান্য সংগঠনের নীতিমালা পর্যালোচনা করে নীতিমালাটি তৈরি করা হয়। নীতিমালায় সদস্যদের অধিকার ও কর্তব্য, সংগঠন পরিচালনার মূলনীতি লিপিবদ্ধ করা হয়। জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি লক্ষ রেখে নীতিমালাটি বেশ কয়েকবার সংশোধন করা হয়েছে।

(সি. বো. ১৭১ এর নং ৫)

- ক. স্থানীয় শাসন কাকে বলে? ১
- খ. মৌলিক অধিকার কেন প্রয়োজন? ২
- গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত নীতিমালার সাথে বাংলাদেশ সংবিধান প্রতিষ্ঠার পন্থতিগত মিল কোথায়? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. “উক্ত নীতিমালাটির সংশোধন সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক”—  
বিশ্লেষণ করো। ৪

### ৩ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে স্থানীয় পর্যায়ে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, রাজস্ব আদায় এবং সরকারি নীতি, আদর্শ ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নকে স্থানীয় শাসন বলে।

**খ** মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকা এবং সুস্থ, সুন্দর জীবন পরিচালনার জন্য মৌলিক অধিকার প্রয়োজন।

যেসব অধিকার পূরণ ব্যতীত মানুষের বেঁচে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়ে তাই মৌলিক অধিকার। যেমন— খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানের অধিকার। এসব অধিকার পূরণ ছাড়া নাগরিকরা সুস্থ, স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকতে পারে না। তাই বাংলাদেশ সংবিধানের ১৫নং অনুচ্ছেদে মৌলিক অধিকার পূরণের নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে।

**গ** আলোচনা-আলোচনার মাধ্যমে নীতিমালা প্রণয়ন ও সংশোধনের দিক বিবেচনায় উদ্দীপকের নীতিমালার সাথে বাংলাদেশ সংবিধানের পন্থতিগত মিল রয়েছে।

১৯৭১ সালে সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটি পরিচালনার মূল দলিল হিসেবে রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একটি সংবিধান প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি ১৯৭২ সালের ১১ জানুয়ারি অস্থায়ী সংবিধান আদেশ জারি করেন। এরই ধারাবাহিকতায় পরে গণপরিষদ আদেশ জারি ও সংবিধান কমিটি গঠন করা হয় এবং যাচাই-বাছাই শেষে বাংলাদেশের জন্য একটি সংবিধান প্রণয়ন করা হয়। এ সংবিধানে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার পূর্ণ প্রতিফলন ঘটেছিল। উদ্দীপকের নীতিমালা প্রণয়নের ক্ষেত্রেও এ ধরনের কর্মতৎপরতা লক্ষ্য করা যায়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, সংগঠনের প্রধান নির্বাহী হিসেবে জনাব রশিদ সংগঠনটি পরিচালনার জন্য একটি নীতিমালা প্রণয়ন করেন। এক্ষেত্রে সদস্যদের সাথে আলোচনা, অন্যান্য সংগঠনের নীতিমালা পর্যালোচনা প্রভৃতি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। বাংলাদেশ সংবিধান প্রণয়নের ক্ষেত্রেও একই প্রক্রিয়া লক্ষ করা যায়। সংবিধান রচনার জন্য ১৯৭২ সালের ২৩ মার্চ রাষ্ট্রপতি ‘গণপরিষদ আদেশ’ জারি করেন। এ আদেশবলে গণপরিষদ প্রথম অধিবেশনে আইনমন্ত্রী ড. কামাল হোসেনের নেতৃত্বে ৩৪ সদস্যবিশিষ্ট একটি সংবিধান প্রণয়ন কমিটি গঠন করে। সংবিধান প্রণয়ন কমিটির কয়েকজন সদস্য যুক্তরাজ্যসহ বিভিন্ন দেশ সফর করে তাদের সংবিধান পর্যালোচনা করেন। ১৯৭২ সালের ১২ অক্টোবর



গণপরিষদে তারা একটি খসড়া সংবিধান বিল উত্থাপন করেন। এটি প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় পাঠ শেষে সর্বসম্মতিক্রমে ৪ নভেম্বর গৃহীত হওয়ার পর ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর থেকে কার্যকর হয়। জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার সাথে সংগতি রেখে এটি এ পর্যন্ত ১৭ বার সংশোধিত হয়েছে। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের নীতিমালা প্রণয়নের সাথে বাংলাদেশ সংবিধান প্রণয়নের সুস্পষ্ট প্রতিফলন রয়েছে।

**২** উক্ত নীতিমালাটির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ বাংলাদেশের সংবিধান সংশোধন সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক— উক্তিটি যথার্থ।

সরকারের বিভিন্ন কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার মনোভাব, আইনের শাসন, শাসনকার্যে জনগণের অংশগ্রহণ এসব সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক। সুশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সরকারের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পায়, আইনের শাসন নিশ্চিত হয় এবং মানুষের মৌলিক অধিকার একটি নিরাপত্তা বলয়ের মধ্যে আসে। এজন্য সংবিধানকে গতিশীল ও যুগোপযোগী করা আবশ্যিক।

সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অন্যতম সহায়ক শক্তি হচ্ছে একটি উত্তম সংবিধান। সমাজ ও রাজনীতি যেমন পরিবর্তনশীল তেমনি সংবিধানও নিয়ত পরিবর্তনশীল। গতিশীল রাজনীতি ও সমাজব্যবস্থার সাথে রাষ্ট্রীয় নীতিমালাকে খাপখাওয়াতে কখনো কখনো দেশের সংবিধান সংশোধন প্রয়োজন হয়ে পড়ে। সমাজ ও রাজনীতির অগ্রগতি ও প্রগতির সাথে সাথে যদি সংবিধানের প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সূচিত না হয় তাহলে সমাজ স্থবির হয়ে পড়ে এবং বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়; রাষ্ট্রীয় কল্যাণ ব্যাহত হয়। সর্বোপরি রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠা বাধাগ্রস্ত হয়। কাজেই সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সংবিধানে পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন ও বিয়োজন করা হয়। সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি দেশের সংবিধানে সংশোধনী এসেছে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও বিষয়টি সমানভাবে প্রযোজ্য। পরিশেষে বলা যায়, সংবিধান সংশোধন যদি জনগণের কল্যাণে হয় তবে সংবিধান সংশোধন সুশাসন বয়ে আনে।

**প্রশ্ন ৮** 'ক' রাষ্ট্রের স্বাধীনতার পর রাষ্ট্রটি দ্রুততম সময়ের মধ্যে একটি সংবিধান প্রণয়ন করে। সংবিধানে জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাকে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে গণ্য করা হয়।

- |  |   |
|--|---|
| ক. মৌলিক অধিকার কী?  | ১ |
| খ. দুম্পরিবর্তনীয় সংবিধান বলতে কী বোঝায়?   | ২ |
| গ. উদ্দীপকের সাথে তোমার পঠিত কোনো সংবিধানের সাদৃশ্য আছে কি? ব্যাখ্যা করো।            | ৩ |
| ঘ. উদ্দীপকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ সংবিধান পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংবিধান— বিশ্লেষণ করো। | ৪ |

#### ৪ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** মৌলিক অধিকার হলো রাষ্ট্র প্রদত্ত সেসব সুযোগ-সুবিধা, যা নাগরিকদের ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য অপরিহার্য।

**খ** দুম্পরিবর্তনীয় সংবিধান বলতে এমন সংবিধানকে বোঝায় যা সহজে পরিবর্তন করা যায় না। দুম্পরিবর্তনীয় সংবিধানের পরিবর্তন পদ্ধতি জটিল হয়। সাধারণ আইন তৈরির পদ্ধতিতে এ সংবিধান পরিবর্তন করা যায় না। উদাহরণস্বরূপ— বাংলাদেশের সংবিধানের কথা বলা যায়। এ সংবিধানের কোনো ধারার পরিবর্তন করতে হলে জাতীয় সংসদ সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশের সম্মতি প্রয়োজন। এটি কার্যকর করার জন্য রাষ্ট্রপতির সম্মতিও থাকতে হবে। সংবিধানের ১৪২নং অনুচ্ছেদে এ সংক্রান্ত বিধান সংযোজন করা হয়েছে।

**গ** সৃজনশীল ১ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

**২** উদ্দীপকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ সংবিধান অর্থাৎ বাংলাদেশের সংবিধান পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংবিধান।

সংবিধান হলো রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি সংবলিত সর্বোচ্চ দলিল। এর মাধ্যমেই জনগণের দাবি পূরণ, রাষ্ট্রের উন্নয়ন তথা রাষ্ট্রের সার্বিক কার্য সম্পাদিত হয়। তাই সংবিধান এমন হওয়া প্রয়োজন যাতে জনগণের স্বার্থ রক্ষা হয়। বাংলাদেশের সংবিধানের ক্ষেত্রে জনগণের স্বার্থ রক্ষার বিষয়টিই পরিলক্ষিত হয়।

বাংলাদেশের সংবিধানে গণতন্ত্রকে রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতি করা হয়েছে। এতে জনগণের মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা রয়েছে। এ সংবিধানে প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধানে বাঙালি জাতীয়তাবাদ অর্থাৎ বাঙালি জাতির ঐক্য ও সংহতিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। এছাড়া শোষণমুক্ত, ন্যায়ানুগ ও সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠার নিশ্চয়তা পাওয়া যায় বাংলাদেশের সংবিধান থেকে। এছাড়া এ সংবিধানে সাম্প্রদায়িকতা পরিহার তথা সকল প্রকার ধর্মীয় বৈষম্য বিলোপের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। সংবিধানে জনগণের জীবনযাত্রার বস্তুগত ও সংস্কৃতিগত উন্নতি সাধনের কথা বলা হয়েছে। এতে জনগণের সব ধরনের অধিকার রক্ষার নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে।

বাংলাদেশের সংবিধানে গ্রামীণ উন্নয়ন, কৃষি বিপ্লব, অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য ইত্যাদি বিষয়কে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এমন পদক্ষেপের কথা বলা হয়েছে যা রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রের জনগণের সার্বিক স্বার্থ রক্ষায় অগ্রণী ভূমিকা রাখতে সক্ষম। তাই বলা যায়, বাংলাদেশের সংবিধান একটি শ্রেষ্ঠ সংবিধান।

**প্রশ্ন ৫** সুমাইয়ার দেশের সংবিধান একটি লিখিত সংবিধান। সংসদীয় পদ্ধতির সরকার, দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ইত্যাদি এ 'সংবিধানের' মূল বৈশিষ্ট্য। এ সংবিধান সংশোধনের জন্য আইনসভার তিন-চতুর্থাংশের সদস্যদের সমর্থন প্রয়োজন। সংবিধানটিতে জনগণের মৌলিক অধিকারের উল্লেখ থাকলেও রাষ্ট্র চালনার 'মূলনীতির' কোনো উল্লেখ নেই। /ঢা. বো. ২০১৬/ প্রশ্ন নং ৪; চ. বো. ২০১৬/ প্রশ্ন নং ৬/

- |  |   |
|--|---|
| ক. সংবিধানের কোন সংশোধনীর মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাতিল করা হয়?                         | ১ |
| খ. বাংলাদেশ সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীর মূল বিষয়বস্তু কী ছিল? ব্যাখ্যা করো।                   | ২ |
| গ. সুমাইয়ার দেশের সংবিধানের সাথে বাংলাদেশ সংবিধানের সাদৃশ্য দেখাও।                          | ৩ |
| ঘ. বাংলাদেশের সংবিধান সুমাইয়ার দেশের সংবিধান অপেক্ষা উত্তম-তুমি কি একমত? যুক্তি দিয়ে দেখো। | ৪ |

#### ৫ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাতিল করা হয়।

**খ** বাংলাদেশ সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীর মূল বিষয়বস্তু হলো রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকারের পরিবর্তে মন্ত্রিপরিষদ শাসিত ব্যবস্থা প্রবর্তন। নতুন এ ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতির পরিবর্তে প্রধানমন্ত্রী সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকার লাভ করেন। এ ব্যবস্থা অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশে একটি মন্ত্রিসভা থাকবে বলে বলা হয়। মন্ত্রিপরিষদ তার কার্য ও নীতির জন্য আইনসভার নিকট দায়ী থাকবে। মোটকথা, দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাকে সংকুচিত করে প্রধানমন্ত্রীকে অসীম ক্ষমতালী করা হয়।



**গ** উদ্দীপকে সুমাইয়ার দেশের সংবিধানের সাথে বাংলাদেশের সংবিধানের বেশ কিছু সাদৃশ্য রয়েছে।

বাংলাদেশের সংবিধান একটি লিখিত সংবিধান। সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা চালু হয়েছে। সংবিধানের ২২নং অনুচ্ছেদে বিচার বিভাগের স্বাধীনতার স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশ সংবিধানে মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে ২৬-৪৭নং অনুচ্ছেদে।

উদ্দীপকের সুমাইয়ার দেশের সংবিধানের মূল বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে লিখিত সংবিধান, সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও জনগণের মৌলিক অধিকারের উল্লেখ রয়েছে, যেগুলোর সাথে বাংলাদেশের সংবিধানের সাদৃশ্য রয়েছে।

**ঘ** বাংলাদেশের সংবিধান সুমাইয়ার দেশের সংবিধান অপেক্ষা উত্তম-বক্তব্যটির সাথে আমি একমত।

উদ্দীপকে সুমাইয়ার দেশের সংবিধানের সাথে বাংলাদেশের সংবিধানের যেসব বিষয়ে সাদৃশ্য রয়েছে তা হলো— লিখিত সংবিধান, সংসদীয় সরকার, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, মৌলিক অধিকার। তথাপি উদ্দীপকের সুমাইয়ার দেশের সংবিধান অপেক্ষা বাংলাদেশের সংবিধান উত্তম। কেননা, বাংলাদেশের সংবিধানে রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতিসমূহ সন্নিবেশিত আছে; যা সুমাইয়ার দেশের সংবিধানে নেই। এই দিক থেকে বাংলাদেশের সংবিধান উত্তম। বাংলাদেশের সংবিধানের ২য় ভাগে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিসমূহ লিপিবদ্ধ করা আছে। বাংলাদেশের রাষ্ট্র পরিচালনার চারটি মূলনীতি হলো— জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা।

বাংলাদেশের আইনসভা এককক্ষ বিশিষ্ট। এবং বাংলাদেশের সংবিধান সংশোধন পদ্ধতিও সামঞ্জস্যপূর্ণ। সহজও নয়, আবার কঠিনও নয়। যা সুমাইয়ার দেশের সংবিধান সংশোধন পদ্ধতি অপেক্ষা শ্রেয়। এই দিক থেকেও বাংলাদেশের সংবিধান উত্তম। তাই উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতির উল্লেখ থাকায় বাংলাদেশের সংবিধান উদ্দীপকের সুমাইয়ার দেশের সংবিধান অপেক্ষা উত্তম।

**প্রশ্ন ৬** রাইমার দেশের সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি, নাগরিকদের মৌলিক অধিকার এবং শক্তিশালী মন্ত্রিপরিষদ গঠনের কথা বলা হয়েছে। আইনসভার সদস্যদের সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে সংবিধান পরিবর্তনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। *[রা. বো. ২০১৬/১ প্রশ্ন নং ৪]*

ক. কত তারিখে বাংলাদেশের সংবিধান কার্যকর হয়? ১

খ. পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে বাংলাদেশ সংবিধানের মূলনীতিতে কী পরিবর্তন আনা হয়েছিল? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সংবিধানে বাংলাদেশ সংবিধানের কোন বৈশিষ্ট্যগুলো প্রতিফলিত হয়নি? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. রাইমার দেশের সংবিধান সংশোধন পদ্ধতির তুলনায় তোমার দেশের সংবিধান সংশোধন পদ্ধতি অধিকতর গ্রহণযোগ্য।  
উক্তিটির সপক্ষে তোমার মতামত পেশ করো। ৪

#### ৬ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের সংবিধান কার্যকর হয়।

**খ** পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে বাংলাদেশ সংবিধানের ৪টি মূলনীতির মধ্যে গণতন্ত্র ছাড়া বাকি তিনটিতেই পরিবর্তন আনা হয়েছিল।

পঞ্চম সংশোধনীতে জাতীয়তাবাদের পরিবর্তে বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদের ধারণা আনা হয়। ধর্মনিরপেক্ষতার পরিবর্তে সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস আনা হয়। পঞ্চম সংশোধনীতে সমাজতন্ত্রকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায়বিচার হিসেবে রাষ্ট্রীয় মূলনীতি করা হয়।

**গ** উদ্দীপকে উল্লিখিত রাইমার দেশের সংবিধানে বাংলাদেশ সংবিধানের অনেকগুলো বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়নি। নিচে এ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করা হলো—

১. **সর্বোচ্চ আইন** : বাংলাদেশের সংবিধান রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন। কারণ বাংলাদেশের সংবিধানের সাথে দেশের প্রচলিত কোনো আইনের সংঘাত সৃষ্টি হলে সেক্ষেত্রে সংবিধান প্রাধান্য পাবে। অর্থাৎ যদি কোনো আইন সংবিধানের সাথে সামঞ্জস্যহীন হয়, তাহলে ঐ আইনের যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ ততখানি বাতিল হয়ে যাবে। রাইমার দেশের সংবিধানে এ ধরনের কিছু বলা হয়নি।

২. **প্রজাতন্ত্র** : বাংলাদেশের সংবিধানের প্রথম ভাগ ছিল নতুন প্রজাতন্ত্রের সুনির্দিষ্ট এবং আনুষ্ঠানিক বহিঃপ্রকাশ। এটি বাংলাদেশকে একটি একক, স্বাধীন ও সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র হিসেবে ঘোষণা করে। এতে প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় সীমানা, রাষ্ট্রভাষা, জাতীয় সঙ্গীত, জাতীয় পতাকা, জাতীয় প্রতীক, জাতীয় ফুল এবং জাতীয় স্বাতন্ত্র্যকে সংজ্ঞায়িত করা হয়। রাইমার দেশের সংবিধানে প্রজাতন্ত্র সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি।

৩. **বিচার বিভাগের স্বাধীনতা** : রাইমার দেশের সংবিধানে বিচার বিভাগের স্বাধীনতার কথা কিছু না বলা হলেও বাংলাদেশের সংবিধানে বিচার বিভাগের স্বাধীনতার কথা নিশ্চিত করা হয়েছে। সংবিধানে ২২নং অনুচ্ছেদে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট বিধান রয়েছে। সংবিধান অনুযায়ী বাংলাদেশে একটি সর্বোচ্চ আদালত স্থাপনের ব্যবস্থা করা হয়। বলা হয় এর নাম হবে সুপ্রিম কোর্ট।

পরিশেষে বলা যায় যে, উল্লিখিত বৈশিষ্ট্য ছাড়াও বাংলাদেশের সংবিধানের আরো অনেক বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা রাইমার দেশের সংবিধানে বলা হয়নি।

**ঘ** রাইমার দেশের সংবিধান সংশোধন পদ্ধতির তুলনায় আমার দেশের সংবিধান সংশোধন পদ্ধতি অধিকতর গ্রহণযোগ্য। আমি উক্তিটির সাথে একমত।

উদ্দীপকের বর্ণনায় দেখা যায় যে, রাইমার দেশের আইনসভার সদস্যদের সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে সংবিধান পরিবর্তনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এ বিধি অনুযায়ী সংবিধান পরিবর্তন করতে সবসময় সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোট পাওয়া একটি দুঃসাধ্য বিষয়। মোটকথা, এটি আধুনিককালে গ্রহণযোগ্য কোনো পদ্ধতি হতে পারে না। পক্ষান্তরে, বাংলাদেশের সংবিধান সংশোধন করতে একটি সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয়। যেমন- বাংলাদেশ সংবিধানের ১৪২ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে,

(১) এই সংবিধানে যা বলা হয়েছে, তা সত্ত্বেও

(ক) সংসদের আইনের দ্বারা এই সংবিধানের কোনো বিধান সংযোজন, পরিবর্তন, প্রতিস্থাপন বা রহিতকরণের দ্বারা সংশোধিত হতে পারবে।

তবে শর্ত থাকে যে,

(অ) অনুরূপ সংশোধনীর জন্য আনীত কোনো বিলের সম্পূর্ণ শিরোনামায় এই সংবিধানের কোনো বিধান সংশোধন করা হবে বলে স্পষ্টরূপে উল্লেখ না থাকলে বিলটি বিবেচনার জন্য গ্রহণ করা যাবে না;

(আ) সংসদের মোট সদস্য সংখ্যার অন্যান্য দুই তৃতীয়াংশ গৃহীত না হলে অনুরূপ কোনো বিলে সম্মতিদানের জন্য তা রাষ্ট্রপতির নিকট উপস্থাপিত হবে না;

(খ) উপরিউক্ত উপায়ে কোনো বিল গৃহীত হবার পর সম্মতির জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট তা উপস্থাপিত হলে উপস্থাপনের সাত দিনের মধ্যে তিনি তা করতে অসমর্থ হলে উক্ত মেয়াদের অবসানে তিনি বিলটিতে সম্মতিদান করেছেন বলে গণ্য হবে।

উপরিউক্ত বর্ণনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, রাইমার দেশের তুলনায় বাংলাদেশের সংবিধান সংশোধন পদ্ধতি অধিকতর গ্রহণযোগ্য।



**প্রশ্ন ৭** রক্তাক্ত সংগ্রামের পর 'ক' রাষ্ট্র স্বাধীনতা লাভ করে। স্বাধীনতা লাভের এক বৎসরের মধ্যে তারা পৃথিবীর একটি অন্যতম সেরা সংবিধান প্রণয়ন করতে সক্ষম হয়। এই সংবিধানে উল্লেখ আছে যে, 'জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস।'

[দি. বো. ২০১৬। প্রশ্ন নং ৯]

- ক. সংবিধান কী? ১
- খ. সংসদীয় গণতন্ত্র বলতে কী বোঝ? ২
- গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সংবিধানের সাথে কোন দেশের সংবিধানের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত উক্তিটি বাংলাদেশের সংবিধানের বৈশিষ্ট্যের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

#### ৭ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য লিখিত ও অলিখিত কিছু মৌলিক নিয়ম-নীতি হলো সংবিধান।

**খ** সংসদীয় গণতন্ত্র এমন এক ধরনের শাসন ব্যবস্থা যেখানে প্রধানমন্ত্রী প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী ক্ষমতার অধিকারী। এখানে শাসন বিভাগ বা নির্বাহী বিভাগ তাদের গৃহীত নীতি ও সিদ্ধান্ত বা কাজকর্মের জন্য আইনবিভাগের নিকট দায়বদ্ধ। কারণ তারা একই সাথে শাসনবিভাগের এবং আইনবিভাগের সদস্য। এছাড়া সংসদীয় গণতন্ত্রে রাষ্ট্রপতি নামমাত্র রাষ্ট্রপ্রধান এবং প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী মন্ত্রিপরিষদ।

**গ** সৃজনশীল ১ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

**ঘ** সৃজনশীল ১ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

**প্রশ্ন ৮** দীর্ঘ নয় মাস সংগ্রাম করে 'ক' রাষ্ট্র স্বাধীনতা অর্জন করে। তারপর কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিবৃন্দের সমন্বয়ে একটি সংবিধান প্রণয়ন কমিটি গঠিত হয়। উক্ত কমিটি ব্রিটেন ও ভারতের সংবিধানের উত্তম বিষয়সমূহের অনুকরণে একটি সংবিধান রচনার উদ্যোগ গ্রহণ করে। এতে জনগণের মৌলিক অধিকারসহ রাষ্ট্রীয় কার্যাবলির সকল বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়। উক্ত সংবিধানে সংসদীয় ব্যবস্থার উত্তম বৈশিষ্ট্যসমূহও প্রতিফলিত হয়। এ সংবিধান দুই-তৃতীয়াংশ সংসদ সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে সংশোধন করা যায়।

[দি. বো. ২০১৬। প্রশ্ন নং ৭]

- ক. বাংলাদেশ সংবিধান কবে হতে কার্যকর হয়? ১
- খ. বাংলাদেশের সংবিধানের যে কোনো একটি মূলনীতি ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. উদ্দীপকে বর্ণিত দেশটির সংবিধানের সাথে বাংলাদেশের সংবিধানের সাদৃশ্যসমূহ আলোচনা করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত সংবিধানটি কি উত্তম সংবিধান? তবে কেন? যুক্তি দাও। ৪

#### ৮ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** বাংলাদেশের সংবিধান ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর থেকে কার্যকর হয়।

**খ** বাংলাদেশের অন্যতম মূলনীতি হলো জাতীয়তাবাদ।

বাংলাদেশের সংবিধানের ৯ম অনুচ্ছেদে জাতীয়তাবাদের ধারণা পাওয়া যায়। এখানে বলা আছে যে, ভাষাগত ও সংস্কৃতিগত একক সত্তাবিশিষ্ট যে বাঙালি জাতি ঐক্যবদ্ধ ও সংগ্রাম করে জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অর্জন করেছে; বাঙালি জাতির সেই ঐক্য ও সংহতিই হবে বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তি। আমরা বাঙালি, আমাদের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ভাষা অন্যান্য সম্প্রদায় থেকে স্বতন্ত্র। এ জাতীয়তাবাদ এটাই প্রমাণ করে যে, আমরা বাঙালি, বাংলা আমাদের মাতৃভাষা, বাংলাদেশ আমাদের মাতৃভূমি, আমরা একটি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র জাতি।

**গ** সৃজনশীল ১ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

**ঘ** সৃজনশীল ৪ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

**প্রশ্ন ৯** মজিদ মোস্তা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনশাস্ত্রে অধ্যয়নরত। বিভিন্ন দেশের সংবিধানের বিবর্তনের ইতিহাস পড়তে গিয়ে সে দেখল একটি দেশ অতি দ্রুততার সাথে একটি অনন্য প্রকৃতির সংবিধান রচনা করেছে। সংবিধানে নাগরিকদের আইনের দৃষ্টিতে সমতা, চলাফেরার স্বাধীনতা, ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং সংগঠনের স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে।

[দি. বো. ২০১৬। প্রশ্ন নং ৪]

- ক. বাংলাদেশ সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী পাস হয় কোন সালে? ১
- খ. বাংলাদেশ সংবিধানের যেকোনো একটি রাষ্ট্রীয় মূলনীতি ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত দেশটির সাথে কোন দেশের সংবিধান রচনার মিল পাওয়া যায়? বর্ণনা করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকের দেশটির সংবিধানে প্রদত্ত মৌলিক অধিকার ছাড়াও তোমার দেশের সংবিধানে আর যেসব মৌলিক অধিকার প্রদান করা হয়েছে তা বিশ্লেষণ করো। ৪

#### ৯ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** বাংলাদেশ সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী পাস হয় ৩০ জুন, ২০১১ সালে।

**খ** বাংলাদেশে সংবিধানের ৪টি মূলনীতির অন্যতম হলো জাতীয়তাবাদ। বাংলাদেশ সংবিধানের ৯ম অনুচ্ছেদে জাতীয়তাবাদের ধারণা পাওয়া যায়। এখানে বলা আছে যে, ভাষাগত ও সংস্কৃতিগত একক সত্তাবিশিষ্ট যে বাঙালি জাতি ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম করে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অর্জন করেছে; সেই ঐক্য ও সংহতিই হবে বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তি। আমরা বাঙালি, আমাদের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ভাষা অন্যান্য সম্প্রদায় থেকে আলাদা। এ জাতীয়তাবাদ এটাই প্রমাণ করে, আমরা বাঙালি, বাংলা আমাদের মাতৃভাষা, বাংলাদেশ আমাদের মাতৃভূমি, আমরা একটি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র জাতি।

**গ** উদ্দীপকে উল্লিখিত দেশটির সাথে বাংলাদেশের সংবিধান রচনার মিল পাওয়া যায়। কারণ বাংলাদেশ অতি দ্রুততার সাথে একটি অনন্য প্রকৃতির সংবিধান রচনা করেছে। বাংলাদেশের সংবিধান রচনা করতে মাত্র নয় মাস সময় লাগে এবং সেখানে জনগণের সকল অধিকার সম্পূর্ণ সংরক্ষণ করা হয়েছে।

১৯৭২ সালের ১০ এপ্রিল অনুষ্ঠিত গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে আইন মন্ত্রী ড. কামাল হোসেনের নেতৃত্বে ৩৪ সদস্য বিশিষ্ট খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটি গঠিত হয়। এ কমিটি ৭৪টি বৈঠকে মিলিত হয়ে ১২ অক্টোবর গণপরিষদে খসড়া সংবিধান বিল উত্থাপন করে যা, গণপরিষদে বিস্তারিত আলোচনা শেষে ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর গৃহীত হয় এবং ১৬ ডিসেম্বর কার্যকর হয়।

সুতরাং এ কথা স্পষ্ট যে, উদ্দীপকের দেশটির সংবিধান রচনার সাথে বাংলাদেশের সংবিধান রচনার সাদৃশ্য রয়েছে।

**ঘ** উদ্দীপকের দেশটির সংবিধানে, প্রদত্ত মৌলিক অধিকারের সাথে আমার দেশের সংবিধানের মিল রয়েছে। উদ্দীপকে উল্লিখিত মৌলিক অধিকার ছাড়াও বাংলাদেশের সংবিধানে আরো কিছু মৌলিক অধিকার সন্নিবেশিত আছে। এগুলো হলো—

১) সংবিধানের ২৭ অনুচ্ছেদে এবং পাশাপাশি ২৮ থেকে ৩০ অনুচ্ছেদে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৈষম্য নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ২৮: কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষ বা জন্মস্থানের কারণে কোনো নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করবে না, রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী পুরুষ সমান অধিকার লাভ করবেন।

অনুচ্ছেদ ২৯ : প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ লাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকবে।

অনুচ্ছেদ ৩১ : আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার।



- অনুচ্ছেদ ৩২ : জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার।  
 অনুচ্ছেদ ৩৩ : গ্রেফতার ও আটক সম্পর্কে রক্ষাকবচ।  
 অনুচ্ছেদ ৩৪ : জবরদস্তি শ্রম নিষিদ্ধকরণ।  
 অনুচ্ছেদ ৩৭ : সমাবেশের স্বাধীনতা।  
 অনুচ্ছেদ ৩৯ : চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা এবং বাক স্বাধীনতা।  
 অনুচ্ছেদ ৪০ : পেশা বা বৃত্তির স্বাধীনতা।  
 অনুচ্ছেদ ৪২ : সম্পত্তির অধিকার।  
 অনুচ্ছেদ ৪৩ : গৃহ ও যোগাযোগের রক্ষণ।  
 অনুচ্ছেদ ১০২ : মৌলিক অধিকার বলবৎকরণ।

**প্রশ্ন ১০** আয়ান উচ্চ শিক্ষার্থে ইংল্যান্ড যায়। সেই দেশের সংবিধান অলিখিত ও সুপরিবর্তনীয়। শাসন ব্যবস্থা এককেন্দ্রিক ও মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার। সেখানে দ্বিদলীয় ব্যবস্থা বিদ্যমান ও আইনসভা এক কক্ষবিশিষ্ট। সে দেশে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র প্রচলিত থাকলেও শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক অবস্থা বিদ্যমান। /ব. বো. ২০১৬। প্রশ্ন নং ৫; আলবেনিয়া একাত্তমি (স্কুল এন্ড কলেজ), বেঙ্গা, পাবনা। প্রশ্ন নং ৫।

- ক. মৌলিক অধিকার কী? ১  
 খ. রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি বলতে কী বোঝ? ২  
 গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের সংবিধানের কোন কোন বৈশিষ্ট্যের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩  
 ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের সংবিধানের যেসব বৈসাদৃশ্য লক্ষ কর, তার বর্ণনা দাও। ৪

#### ১০ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** রাষ্ট্রপ্রদত্ত যেসব সুযোগ-সুবিধা নাগরিকদের ব্যক্তিগত ও মেধা বিকাশের জন্য একাত্তভাবে অপরিহার্য সেগুলোই মৌলিক অধিকার।

**খ** আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হলো কল্যাণমূলক রাষ্ট্র। জনগণের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধন করাই এ রাষ্ট্রের মূল লক্ষ্য। এ জন্য সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য কতকগুলো মৌলিক নীতি নির্ধারণ করা থাকে। এ নীতিগুলো হচ্ছে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি। সরকার এই মূলনীতি অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করেন।

**গ** উদ্দীপকে উল্লিখিত ইংল্যান্ড নামক দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের সংবিধানের যেসব বৈশিষ্ট্যের মিল রয়েছে তা হলো—  
 প্রথমত, উদ্দীপকে উক্ত দেশের মত বাংলাদেশেও মন্ত্রিপরিষদ শাসিত বা সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা রয়েছে। এখানে রাষ্ট্রপতি হবেন নামমাত্র শাসক। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা রাষ্ট্রপতির নামে যাবতীয় ক্ষমতা ভোগ করেন। দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশের সংবিধান উদ্দীপকের দেশের ন্যায় এককেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করে এবং সকল সরকারি ক্ষমতা একটি কেন্দ্রে কেন্দ্রীভূত করে।

তৃতীয়ত, উক্ত দেশের ন্যায় বাংলাদেশে সংবিধান অনুসারে এক কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা প্রবর্তন করা হয়েছে।

চতুর্থত, বাংলাদেশ সংবিধানে বলা হয়েছে যে, জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস। এতে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে। সরকারের সকল কার্যাবলি পরিচালিত হবে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে।

পঞ্চমত, বাংলাদেশ সংবিধানে প্রাপ্ত বয়স্ক সকল নর-নারীর ভোটাধিকার প্রদান করা হয়েছে। এতে কোনো রকম বৈষম্য করা হয় নি। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে প্রাপ্তবয়স্ক সকল নাগরিক ভোটাধিকার লাভ করবে।

**ঘ** উদ্দীপকে উল্লিখিত ইংল্যান্ড নামক দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের সংবিধানের যেসব বৈসাদৃশ্য লক্ষ করা যায়, নিম্নে তার বর্ণনা দেওয়া হলো:

১. ইংল্যান্ডের সংবিধান অলিখিত। প্রথা, রীতিনীতি এবং আদর্শের উপর ভিত্তি করে দেশটি পরিচালিত হয়। অন্যদিকে বাংলাদেশের সংবিধান লিখিত এবং সংক্ষিপ্ত।

২. যেহেতু ইংল্যান্ডের সংবিধান অলিখিত, সেহেতু এই দেশের সংবিধান সুপরিবর্তনীয়। অপরদিকে বাংলাদেশের সংবিধান লিখিত হওয়ায় এটি দুস্পরিবর্তনীয়। এই সংবিধান পরিবর্তন বা সংশোধন করতে হলে এক বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয়। সংবিধানের যেকোনো সংশোধনী প্রস্তাব জাতীয় সংসদের দুই তৃতীয়াংশের সমর্থনে গৃহীত ও কার্যকর হয়।

৩. উদ্দীপকে উল্লিখিত দেশে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র প্রচলিত রয়েছে। এতে রাজা বা রানি রাষ্ট্রপ্রধান। অন্যদিকে বাংলাদেশ সংবিধানে প্রদত্ত রাষ্ট্রপ্রতি পদটি নামমাত্র। তার নামে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে সকল রাষ্ট্রীয় কার্যাবলি পরিচালিত হয়।

**প্রশ্ন ১১** সুফিয়া অর্থাভাবে তার ১২ বছরের মেয়ে কাজলীর পড়ালেখার খরচ বহন করতে পারছিল না। তাই সে সাহায্যের জন্য শহরে তার ধনী আত্মীয়ের বাড়ি যায়। তিনি তার মেয়ের পড়াশোনার ভার নেন। মেয়েকে আত্মীয়ের বাড়িতে রেখে নিশ্চিত মনে বাড়ি ফিরে যায়। এক বছর পর সে জানতে পারে কাজলী লেখাপড়ার কোনো সুযোগই পায়নি। তাকে জোরপূর্বক বাড়ির সব কাজ করানো হয়। তাই সুফিয়া এই অন্যায়ের প্রতিকার চেয়ে বাংলাদেশের একটি আদালতের শরণাপন্ন হয়।

/ব. বো. ২০১৬। প্রশ্ন নং ৪।

- ক. মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক প্রধান কে? ১  
 খ. গণভোট বলতে কী বোঝ? ২  
 গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত কাজলী বাংলাদেশের সংবিধানে বর্ণিত কোন অধিকার হতে বঞ্চিত? সেই অধিকারসমূহ উল্লেখ করো। ৩  
 ঘ. উদ্দীপকে কাজলীর মতো অসহায় মেয়েদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালতের কোন বিভাগ সক্রিয় ভূমিকা রাখতে পারে এবং কীভাবে তা ব্যাখ্যা করো। ৪

#### ১১ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক প্রধান হলেন সচিব।

**খ** গণভোট বলতে কোনো বিষয়ে জনমত যাচাইকে বোঝানো হয়। যদি কোনো বিধান সংশোধনের জন্য জাতীয় সংসদের আইনই যথেষ্ট বলে মনে না হয়, সেক্ষেত্রে এরূপ কোনো বিলে সম্মতিদানের পূর্বে রাষ্ট্রপতি জনমত যাচাইয়ের ব্যবস্থা করেন। এটাই গণভোট নামে পরিচিত।

**গ** উদ্দীপকে উল্লিখিত কাজলী বাংলাদেশের সংবিধানে বর্ণিত মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত। মানুষের বেঁচে থাকার জন্য যেসব অধিকার পূরণ করা অপরিহার্য সেগুলোই মৌলিক অধিকার। বাংলাদেশে সংবিধানের ১৫নং অনুচ্ছেদে মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে।

এখানে বলা হয়েছে রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হবে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশের মাধ্যমে উৎপাদনশক্তির ক্রমবৃদ্ধি সাধন এবং জনগণের জীবনযাত্রার বহুগত ও সংস্কৃতিগত মানের দৃঢ় উন্নতি সাধন। এক্ষেত্রে বলা হয়েছে রাষ্ট্র নাগরিকের অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবনধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা করবে। এছাড়া নাগরিকের কর্মের অধিকার থাকবে এবং রাষ্ট্র যুক্তিসংগত মজুরির বিনিময়ে তাদের কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা দিবে। পাশাপাশি নাগরিকের বিশ্রাম, বিনোদন ও অবকাশের অধিকার থাকবে। তাছাড়া রাষ্ট্র নাগরিকের সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবে। এছাড়া সংবিধানে তৃতীয় ভাগে কতিপয় মৌলিক অধিকারের কথা বলা হয়েছে। এগুলো হলো—

১. আইনের দৃষ্টিতে সমতা, ধর্ম প্রভৃতি কারণে বৈষম্য, ২. সরকারি নিয়োগ লাভে সুযোগের সমতা, ৩. উপাধী, সম্মান ও ভূষণের বিলোপ সাধন, ৪. আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার, ৫. জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতা, ৬. গ্রেফতার বা আটক সম্পর্কে রক্ষাকবচ, ৭. জবরদস্তি শ্রম নিষিদ্ধকরণ, ৮. বিচার ও দণ্ড সম্পর্কে রক্ষণ, ৯. চলাফেরার স্বাধীনতা, ১০. সমাবেশের



স্বাধীনতা, ১১. সংগঠনের স্বাধীনতা, ১২. চিত্রা ও বিবেকের স্বাধীনতা এবং বাক স্বাধীনতা, ১৩. পেশা বা বৃত্তির স্বাধীনতা, ১৪. ধর্মীয় স্বাধীনতা, ১৫. সম্পত্তির অধিকার, ১৬. গৃহ ও যোগাযোগের রক্ষণ ইত্যাদি।

উদ্দীপকে দেখা যায়, কাজলী শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তাছাড়া তাকে দিয়ে জোরপূর্বক বাড়ির কাজ করানো হচ্ছে। সুতরাং বলা যায়, কাজলী সংবিধানে বর্ণিত মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত।

**ঘ** উদ্দীপকে কাজলীর মতো অসহায় মেয়েদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ সক্রিয় ভূমিকা রাখতে পারে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী মৌলিক অধিকারসমূহ কার্যকর করার সকল দায়িত্ব হাইকোর্ট বিভাগের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। এ মর্মে সংবিধানের ১০২ নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কোনো সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির আবেদনক্রমে নাগরিকদের মৌলিক অধিকারসমূহের কোনো একটি বলবৎ করার জন্য এবং প্রজাতন্ত্রের বিষয়াবলির সাথে সম্পর্কিত কোনো দায়িত্ব পালনকারী ব্যক্তিসহ যে কোনো ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষকে হাইকোর্ট বিভাগ উপযুক্ত আদেশ প্রদান করতে পারবে।

এক্ষেত্রে উদ্দীপকের কাজলী তার মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের ব্যাপারে উক্ত বিভাগের শরণাপন্ন হতে পারবে। অপরদিকে যেহেতু হাইকোর্ট বিভাগ দেশের সকল অধস্তন আদালত ও ট্রাইব্যুনালের ওপর তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা প্রয়োগ করে থাকেন; সেহেতু উদ্দীপকের কাজলী অধস্তন আদালতের মাধ্যমেও হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক মৌলিক অধিকার ফিরে পেতে পারে।

**প্রশ্ন ১২** অধ্যাপক নাজমা আক্তার শ্রেণীকক্ষে পাঠদান করতে গিয়ে বলেন যে, বাংলাদেশের সংবিধান লিখিত ও দুম্পরিবর্তনীয়। ইচ্ছে করলেই সংবিধান সংশোধন করা যায় না। এটি সংশোধন করার পদ্ধতি স্পষ্ট করে সংবিধানের 'দশম ভাগ' এ উল্লেখ রয়েছে। সেখানে সংবিধান সংশোধনের জন্য বিশেষ পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে। সংবিধান পরিবর্তন, সংশোধন ও পরিমার্জন করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের ক্ষমতাই চরম ও চূড়ান্ত।

(রাজটেক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নং ৮)

- ক. বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আইন কোনটি? ১
- খ. প্রজাতন্ত্র বলতে কি বোঝায়? ২
- গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বাংলাদেশ সংবিধান সংশোধনের বিশেষ পদ্ধতি ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. বাংলাদেশ সংবিধান পরিবর্তন ও পরিমার্জন করার ক্ষেত্রে উদ্দীপকে উল্লিখিত জাতীয় সংসদের ক্ষমতা বিশ্লেষণ করো। ৪

### ১২ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আইন হলো সংবিধান।

**খ** যে শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রপ্রধান জনগণের দ্বারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন তাকে প্রজাতন্ত্র বলে।

প্রজাতান্ত্রিক সরকার গণতান্ত্রিক সরকারের একটি রূপ। তবে সব প্রজাতন্ত্রে রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচনের পদ্ধতি একইরূপ নয়। কোনো কোনো প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হয়ে থাকে।

**গ** উদ্দীপকে উল্লিখিত বাংলাদেশ সংবিধান সংশোধনের বিশেষ পদ্ধতিটি হলো সংশোধন প্রক্রিয়া।

প্রত্যেক দেশের সংবিধানে এর সংশোধনের বিধান থাকে। বাংলাদেশের সংবিধানও এর ব্যতিক্রম নয়। বাংলাদেশের সংবিধানের ১৪২নং অনুচ্ছেদে সংশোধনের নিয়মাবলি বিস্তারিতভাবে লিখিত আছে। বাংলাদেশ সংবিধান দুম্পরিবর্তনীয় এবং একে সাধারণ আইন প্রণয়ন পদ্ধতিতে সংশোধন করা যায় না, বরং বিশেষ পদ্ধতির মাধ্যমেই সংশোধন করা যায়। সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীতে ১৪২নং অনুচ্ছেদের প্রতিস্থাপন করে বলা হয়েছে যে, জাতীয় সংসদ সংবিধানের যেকোনো বিধানকে সংশোধন করতে পারে।

সংবিধান সংশোধনের কোনো বিলই সংসদের বিবেচনার জন্য গ্রহণ করা হবে না, যদি না উক্ত বিলের শিরোনামে সংবিধানের কোনো বিধান সংশোধন করা হবে তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ না থাকে। সংবিধান সংশোধনের বিল সংসদের মোট সদস্যের অন্তত দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে গৃহীত হতে হবে। এভাবে কোনো বিল গৃহীত হলে সেই বিল রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য তাঁর নিকট পেশ করা হবে। এরূপে সংসদে গৃহীত কোনো সংবিধান সংশোধনী বিল যখন রাষ্ট্রপতির নিকট পাঠানো হয় তখন তিনি সাত দিনের মধ্যে বিলটিতে সম্মতিদান করবেন। কিন্তু তিনি তা করতে অসমর্থ হলে উক্ত সময় অতিবাহিত হওয়ার পর তিনি বিলটিতে সম্মতিদান করেছেন বলে গণ্য করা হবে।

**ঘ** বাংলাদেশের সংবিধান পরিবর্তন ও পরিমার্জনের ক্ষমতা শুধু জাতীয় সংসদের।

বাংলাদেশ সংবিধান দুম্পরিবর্তনীয়। সংবিধানে লিখিত আছে যে, জাতীয় সংসদ সংবিধানের যেকোনো বিধানকে সংশোধন করতে পারে। সংবিধান সংশোধনের বিল সংসদের মোট সদস্যের অন্তত দুই-তৃতীয়াংশ বা সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে গৃহীত হতে হবে। এভাবে কোনো বিল গৃহীত হলে সেই বিল রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য তাঁর নিকট পেশ করা হবে। সংবিধানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, "এরূপ কোনো বিলই সম্মতির জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হবে না, যদি না এটি সংসদের মোট সদস্যের অন্তত দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের ভোটে গৃহীত হয়।" এভাবে সংসদে গৃহীত কোনো সংশোধনী বিল যখন রাষ্ট্রপতির নিকট পাঠানো হয়, তখন তিনি সাত দিনের মধ্যে বিলটিতে সম্মতি দান করবেন। তিনি তা করতে অসমর্থ হলে উক্ত সময় অতিবাহিত হওয়ার পর তিনি বিলটিতে সম্মতি দান করেছেন বলে গণ্য করা হবে। বিলটি বিধিবিম্ব ও কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির ১৫তম সংশোধন আদেশে (১৯৭৮) বলা হয়, "সংবিধান প্রস্তাবনা, রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি, রাষ্ট্রপতির নির্বাচন ও ক্ষমতা সম্পর্কে কোনো সংশোধন প্রস্তাব সংসদ কর্তৃক গৃহীত হয়ে রাষ্ট্রপতির নিকট সম্মতির জন্য উপস্থাপিত হলে রাষ্ট্রপতি এক গণভোটের আয়োজন করবেন। গণভোটে ওই প্রস্তাব সংখ্যাগরিষ্ঠের দ্বারা সমর্থিত হলে রাষ্ট্রপতি সম্মতি দিয়েছেন বলে ধরতে হবে। অন্যথায়, তা রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করবে না।" স্বাদশ সংশোধন আইনের ক্ষেত্রে এভাবে গণভোট অনুষ্ঠিত হয় ১৯৯১ সালের ১৫ অক্টোবর। তবে ২০১১ সালে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে 'গণভোট' ব্যবস্থা বাতিল করা হয়।

বাংলাদেশে সংবিধান সংশোধনের উপর্যুক্ত নিয়মাবলি থেকে স্পষ্টত বোঝা যায় যে, একমাত্র জাতীয় সংসদই মূলত সংবিধান সংশোধন বা রহিত করতে পারে।

**প্রশ্ন ১৩** ১৯৭২ সালের ১১ এপ্রিল ড. কামাল হোসেনকে সভাপতি করে ৩৪ সদস্যবিশিষ্ট খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটি গঠিত হয়। এ কমিটি ১০ জুন সংবিধানের খসড়া প্রণয়ন করে। ৪ নভেম্বর খসড়া সংবিধান গণপরিষদ কর্তৃক গৃহীত হয় এবং তা ১৬ ডিসেম্বর থেকে কার্যকর করা হয়। এ পর্যন্ত এ সংবিধানের ষোলটি সংশোধনী করা হয়েছে। অতি সম্প্রতি দেশের সর্বোচ্চ আদালত বাংলাদেশ সংবিধানের একটি সংশোধনীকে অবৈধ ও বাতিল ঘোষণা করেছে। উক্ত সংশোধনী রাষ্ট্রীয় মূলনীতির আমূল পরিবর্তন এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে বিনষ্ট করেছিলো।

(রাজটেক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নং ৯)

- ক. কে, কখন 'অস্থায়ী সংবিধান আদেশ' জারি করেন? ১
- খ. গণপরিষদ গঠন করা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. রাষ্ট্রীয় মূলনীতি প্রসঙ্গে বাংলাদেশ সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীর পূর্বের ও পরের অবস্থানের তুলনা করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বাংলাদেশ সংবিধানের কোন সংশোধনীকে সর্বোচ্চ আদালত অবৈধ ঘোষণা করেছে এবং তা কিভাবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে বিনষ্ট করেছিল? তোমার মতামতের সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করো। ৪



### ১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালের ১১ জানুয়ারি বাংলাদেশে অস্থায়ী সংবিধান অধ্যাদেশ জারি করেন।

**খ** সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে গণপরিষদ গঠন করা হয়।

সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত বাংলাদেশের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের লক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালের ২৩ মার্চ 'বাংলাদেশ গণপরিষদ আদেশ' জারি করেন। তিনি ঘোষণা করেন যে, এ আদেশ ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ থেকে কার্যকর হবে। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে নির্বাচিত জাতীয় পরিষদের ১৬৯ জন এবং প্রাদেশিক পরিষদের ৩০০ জন সদস্য, সর্বমোট ৪৬৯ জন সদস্যের মধ্য থেকে ৪০৩ জন সদস্য নিয়ে গণপরিষদ গঠিত হয়। এর মধ্যে ৪০০ জন ছিলেন আওয়ামী লীগ দলীয়, একজন ন্যাপ (মোজাফফর) এবং অন্য ২ জন ছিলেন স্বতন্ত্র।

**গ** রাষ্ট্রীয় মূলনীতি প্রসঙ্গে বাংলাদেশ সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীর পূর্বের ও পরের অবস্থানের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য ছিল।

জাতীয়তাবাদ বাংলাদেশের সংবিধানের চারটি মূলনীতির প্রধান ও প্রথম নীতি। সংবিধানের ৯ নম্বর অনুচ্ছেদে বাঙালি জাতীয়তাবাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল। ১৯৭৯ সালে পঞ্চম সংশোধনী দ্বারা বাংলাদেশ সংবিধানের ৯ নম্বর অনুচ্ছেদে সংযোজিত 'বাঙালি জাতীয়তাবাদ' সংশোধন করে 'বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ' করা হয়েছিল। কিন্তু ২০১১ সালে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী দ্বারা পুনরায় 'বাঙালি জাতীয়তাবাদ'কে রাষ্ট্রের অন্যতম মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। পঞ্চম সংশোধনী দ্বারা সংবিধানের প্রারম্ভে প্রস্তাবনার আগে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' (পরম দয়ালু ও করুণাময় আল্লাহর নামে শুরু করছি) কথাগুলো সংযোজন করা হয়। রাষ্ট্রীয় মূলনীতি 'ধর্মনিরপেক্ষতা' সংশোধন করে 'সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালার ওপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস' এবং 'সমাজতন্ত্রের' স্থলে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায়বিচার-সংযোজন করা হয়। এছাড়া সংবিধানের প্রস্তাবনায় 'মুক্তি সংগ্রাম' এর পরিবর্তে 'স্বাধীনতায়ুদ্ধ' শব্দগুচ্ছ সন্নিবেশিত হয়। কিন্তু ২০১১ সালে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী দ্বারা ধর্মনিরপেক্ষতাকে পুনরায় রাষ্ট্রের মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে এবং ১৯৭২ সালের সংবিধানের মূলনীতিগুলো ফিরিয়ে আনা হয়।

**ঘ** উদ্দীপকে উল্লিখিত বাংলাদেশ সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীকে সর্বোচ্চ আদালত অবৈধ ঘোষণা করেছে এবং উক্ত সংশোধনী মূলনীতিগুলো পরিবর্তনের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে বিনষ্ট করেছিল। জাতীয়তাবাদ বাংলাদেশের সংবিধানের চারটি মূলনীতির প্রধান ও প্রথম নীতি। সংবিধানে বর্ণিত আছে যে, ভাষা ও সংস্কৃতিগত একক সত্তাবিশিষ্ট যে বাঙালি জাতি ঐক্যবন্ধ ও সংকল্পবন্ধ সংগ্রাম করে জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অর্জন করেছে, বাঙালি জাতির সেই ঐক্য ও সংহতি হবে বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তি। ১৯৭২ সালের মূল সংবিধানের ১২ নম্বর অনুচ্ছেদে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের চালিকাশক্তি হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলা হয়েছে। এখানে জনগণের পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা থাকবে এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ধর্মের অপব্যবহার বিলোপ করা হবে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের সকল ধর্মের মানুষ ধর্মীয় ও জাতিগত ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ হয়ে মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। তাদের আসল পরিচয় ছিল তারা বাঙালি। ধর্ম নিরপেক্ষ এবং অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মুক্তিযোদ্ধারা জীবন বাজি রেখে স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল। কিন্তু সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের এই চেতনাকে বিনষ্ট করা হয়েছিল। ওই সময়ের শাসকরা সংবিধান সংশোধন করে বাংলাদেশকে একটি সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল।

ওপরের আলোচনার আলোকে বলা যায়, সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে বিনষ্ট করা হয়েছিল।

**প্রশ্ন ১৪** এক রক্তাক্ত সংগ্রামের পর 'ক' রাষ্ট্রে স্বাধীনতা লাভ করে। স্বাধীনতা লাভের এক বছরের মধ্যে তারা পৃথিবীর একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংবিধান প্রণয়নে সক্ষম হয়। সংবিধানটি ছিল লিখিত এবং এতে ১৫৩টি অনুচ্ছেদ রয়েছে। এই সংবিধানে উল্লেখ আছে যে, জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস।

[আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা। প্রশ্ন নং ২]

**ক** শহীদ তিতুমীরের নাম কী? ১

**খ** '৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইনের প্রধান দুইটি বৈশিষ্ট্য লেখ। ২

**গ** উদ্দীপকের সংবিধানের সাথে যে দেশের সংবিধানের মিল আছে তার বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করো। ৩

**ঘ** উদ্দীপকে উল্লিখিত শেষ উক্তিটি বাংলাদেশের সংবিধানের বৈশিষ্ট্যের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

### ১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** শহীদ তিতুমীরের নাম ছিল সৈয়দ মীর নিসার আলী ওরফে তিতুমীর।

**খ** ১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইনের প্রধান দুটি বৈশিষ্ট্য হলো:

১. ১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইন উক্ত সালের ১৪ আগস্ট হতে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটায় এবং ভারতবর্ষকে বিভক্ত করে পাকিস্তান এবং ভারত ইউনিয়ন নামক দুটি নতুন ডোমিনিয়ন সৃষ্টি করে। আইনটি ডোমিনিয়ন দুটির আইনগত সার্বভৌমত্বও সেই সাথে স্বীকার করে নেয়।

২. ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীনতা আইন দুটি— ডোমিনিয়নের জন্য দুটি পৃথক গণপরিষদ গঠন করে। এই গণপরিষদ দুটির উপর দুই দেশের শাসনতন্ত্র রচনার ভার অর্পণ করা হয়। যতদিন পর্যন্ত শাসনতন্ত্র প্রণীত না হবে ততদিন পর্যন্ত উক্ত গণপরিষদ দুটি স্ব স্ব দেশের কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ রূপে কাজ করবে।

**গ** সৃজনশীল ১ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

**ঘ** সৃজনশীল ১ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

**প্রশ্ন ১৫** 'ক' রাষ্ট্রের স্বাধীনতার পর রাষ্ট্রটি দ্রুততম সময়ের মধ্যে একটি সংবিধান প্রণয়ন করে। সংবিধানে জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাকে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে গণ্য করা হয়।

[ঢাকা রেপ্লিকেনসিয়াল মডেল কলেজ। প্রশ্ন নং ৫]

**ক** সংবিধানের কোন সংশোধনীর মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাতিল করা হয়? ১

**খ** প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল বলতে কী বুঝ? ২

**গ** উদ্দীপকের সাথে তোমার পঠিত কোনো সংবিধানের সাদৃশ্য আছে কি? ব্যাখ্যা কর। ৩

**ঘ** উদ্দীপকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ সংবিধান পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংবিধান— বিশ্লেষণ কর। ৪

### ১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাতিল করা হয়।

**খ** বাংলাদেশের বিচার বিভাগের একটি অভিনব ও গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হলো প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল।

প্রচলিত বিচার ব্যবস্থার বাইরে গঠিত বিশেষ বিচারব্যবস্থা হলো প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল। বাংলাদেশের সংবিধানে এ ধরনের বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার বিধান রয়েছে। সংবিধানের ১১৭ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "জাতীয় সংসদ আইনের দ্বারা এক বা একাধিক প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠা করতে পারবে।"

**গ** সৃজনশীল ৪ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

**ঘ** সৃজনশীল ৪ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।



**প্রশ্ন ১৬** টম্পা দ্বাদশ শ্রেণির মানবিক বিভাগের ছাত্রী। সে তার খাতায় একটি দেশের সংবিধানের কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য লিখে। তথ্যগুলো হলো— লিখিত সংবিধান, দুম্পরিবর্তনীয় সংবিধান, প্রজাতন্ত্র এবং মৌলিক অধিকার।

[যদি ক্রস কলেক্ট এন্স নং ৩]

- ক. বাংলাদেশ সংবিধানের চারটি মূলনীতির নাম লিখ। ১
- খ. মৌলিক অধিকার বলতে কী বুঝ? ২
- গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সংবিধানের তথ্যগুলো কোন দেশের সংবিধানে রয়েছে? ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দাও। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত টম্পার লেখা তথ্যে ১৯৭২ সালের সংবিধানের সকল বৈশিষ্ট্যগুলো ফুটে উঠেনি-বিশ্লেষণ করো। ৪

#### ১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** বাংলাদেশ সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার চারটি মূলনীতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলো হলো— জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতা।

**খ** সৃজনশীল ১ নং এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

**গ** উদ্দীপকে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রী টম্পা খাতায় একটি দেশের সংবিধানের কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য লেখে। যেমন i. লিখিত সংবিধান, ii. দুম্পরিবর্তনীয় সংবিধান, iii. প্রজাতন্ত্র, iv. মৌলিক অধিকার; যা বাংলাদেশের সংবিধানের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ এবং বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করে। ১৯৭২ সালের বাংলাদেশের সংবিধানের বৈশিষ্ট্য হলো—

লিখিত সংবিধান: বাংলাদেশের সংবিধান লিখিত। মোট ৮২ পৃষ্ঠার এ সংবিধানে আছে ১৫৩টি অনুচ্ছেদ, যা ১১টি ভাগে বিভক্ত এবং যাতে ১টি প্রস্তাবনা ও ৭টি তফসিল আছে।

দুম্পরিবর্তনীয় সংবিধান: বাংলাদেশের সংবিধান দুম্পরিবর্তনীয়। সংবিধানের কোনো ধারা বা অংশবিশেষ পরিবর্তন করতে হলে সংসদের মোট সদস্যের দুই-তৃতীয়াংশের ভোট প্রয়োজন হয়।

প্রজাতন্ত্র: বাংলাদেশ একটি প্রজাতন্ত্র। একজন নামমাত্র রাষ্ট্রপতি হবেন রাষ্ট্রপ্রধান। যার নামে রাষ্ট্রের শাসনকার্য পরিচালিত হবে এবং তিনি সংসদ সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হবেন।

মৌলিক অধিকার: বাংলাদেশের সংবিধানে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার জন্য একটি অধ্যায় রাখা হয়েছে। সেখানে নাগরিকদের রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত বিভিন্ন মৌলিক অধিকারের একটি দীর্ঘ তালিকা দেওয়া আছে।

**ঘ** টম্পার লেখা তথ্যে ১৯৭২ সালের সংবিধানের সকল বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠেনি।

টম্পার লেখা তথ্য ছাড়াও বাংলাদেশের সংবিধানের আরও বৈশিষ্ট্য রয়েছে। রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে সংবিধানকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। ১৯৭২ সালের সংবিধানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো এতে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিসমূহ সুস্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধানে জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাকে রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। ১৯৭২ সালের সংবিধানে সংসদীয় সরকার পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিপরিষদ হবে শাসনকার্য পরিচালনার মূল চালিকাশক্তি। এর মাধ্যমে জাতীয় সংসদকে সার্বভৌম ক্ষমতা প্রদান করা হয় এবং মন্ত্রিসভার সদস্যগণ একক ও যৌথভাবে জাতীয় সংসদের নিকট দায়ী থাকে।

এছাড়া ন্যায়পাল, এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, সর্বজনীন ভোটাধিকার, প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল, মালিকানা রীতি ১৯৭২ সালের সংবিধানের বৈশিষ্ট্য।

আলোচনার পরিশেষে বলা যায় যে, টম্পার লেখা তথ্যে ১৯৭২ সালের বাংলাদেশের সংবিধানের কয়েকটি বিষয় থাকলেও সকল বিষয় এতে ফুটে ওঠেনি।

**প্রশ্ন ১৭** শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে একটি রাষ্ট্রের সংবিধানের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলছিলেন। উক্ত রাষ্ট্রের সংবিধান লিখিত ও দুম্পরিবর্তনীয়। রাষ্ট্রটিতে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে।

[যদি ক্রস কলেক্ট এন্স নং ৮]

- ক. বাংলাদেশ সংবিধানে কতটি অনুচ্ছেদ রয়েছে? ১
- খ. সচিবালয় বলতে কী বোঝ? ২
- গ. উদ্দীপকে বর্ণিত রাষ্ট্রের সংবিধানের বৈশিষ্ট্যের সাথে বাংলাদেশ সংবিধানের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে— তা ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থার সাথে বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থার তুলনামূলক আলোচনা করো। ৪

#### ১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** বাংলাদেশ সংবিধানে ১৫৩টি অনুচ্ছেদ রয়েছে।

**খ** সচিবালয় বলতে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও তার বিভাগসমূহ নিয়ে গঠিত প্রশাসনিক সংস্থাকে বোঝায়।

সচিবালয় হলো একটি দেশের তথা প্রশাসন ব্যবস্থার প্রাণকেন্দ্র। সরকারি যাবতীয় কর্মসূচি ও সিদ্ধান্ত সর্বপ্রথম সচিবালয়ে গৃহীত হয়। সচিবালয় বিভিন্ন প্রকল্পও বাস্তবায়ন করে। সর্বোপরি দেশের প্রশাসন যন্ত্রকে পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় কার্য সম্পাদনকারী দপ্তরই হলো সচিবালয়।

**গ** উদ্দীপকে বর্ণিত রাষ্ট্রের সাথে অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বাংলাদেশের সংবিধানের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে তা নিচে আলোচনা করা হলো—

সরকার ব্যবস্থা: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থা বিদ্যমান। অপরদিকে বাংলাদেশ সংবিধানে সংসদীয় সরকার পদ্ধতি বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার ব্যবস্থা বিদ্যমান।

শাসন পদ্ধতি: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার পদ্ধতি বিদ্যমান। রাষ্ট্রপতিই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। তিনিই রাষ্ট্র পরিচালনার মূল কেন্দ্রবিন্দু। অন্যদিকে বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী সংসদীয় সরকার পদ্ধতি বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার পদ্ধতি বিদ্যমান। এক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী প্রজাতন্ত্রের সর্বময় নির্বাহী ক্ষমতার অধিকারী।

আইনসভা: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা বিদ্যমান। একটি হলো উচ্চকক্ষ বা সিনেট এবং আরেকটি হলো নিম্নকক্ষ। আর বাংলাদেশ সংবিধানে এককক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা বিদ্যমান। বাংলাদেশ আইন সভার নাম জাতীয় সংসদ।

**ঘ** উদ্দীপকের বর্ণিত রাষ্ট্র অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা হলো রাষ্ট্রপতি শাসিত এবং বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত। নিচে এই দুটি শাসনব্যবস্থার তুলনামূলক আলোচনা করা হলো—

রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারে যিনি রাষ্ট্রপ্রধান, তিনিই সরকার প্রধান। রাষ্ট্রপ্রধান প্রকৃত শাসক। কিন্তু সংসদীয় বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকার প্রধান ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি। মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারে রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপ্রধানের আনুষ্ঠানিক দায়িত্ব পালন করেন। প্রধানমন্ত্রী সরকার পরিচালনা করে থাকেন। প্রধানমন্ত্রী হলেন সরকার প্রধান। রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার পদ্ধতিতে রাষ্ট্রপতি সরাসরি জনগণের ভোটে নির্বাচিত হন। কিন্তু মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারে প্রধানমন্ত্রী প্রথমে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হন এবং পরবর্তীতে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের প্রধান হিসেবে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন। সংসদীয় সরকার পদ্ধতিতে আইনসভা আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী। আইনসভা ইচ্ছা করলে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করে সরকারকে অপসারণ করতে পারে। কিন্তু রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার পদ্ধতিতে আইনসভা নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী নয়। আইনসভা সংবিধানের নির্দিষ্ট পথে বিশেষ অভিযোগ উত্থাপন ছাড়া রাষ্ট্রপতিকে অভিশংসন ও অপসারণ করতে পারে না।



মন্ত্রিপরিষদ সরকারে মন্ত্রিসভা তাদের সকল নীতি, সিদ্ধান্ত ও কাজের জন্য আইনসভার নিকট দায়ী। কিন্তু রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারে শাসন বিভাগ সাধারণত আইনসভার নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য নয়। সংসদীয় সরকার পদ্ধতিতে ক্ষমতা একত্রীকরণ ঘটে। এখানে আইনসভা ও শাসন বিভাগ পৃথক সত্তা হিসেবে অবস্থান করে না। অন্যদিকে, আইনসভা ও শাসন বিভাগের মধ্যে ক্ষমতার পৃথকীকরণ নীতির ওপর ভিত্তি করে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারব্যবস্থার উদ্ভব ঘটে। মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারের শাসন বিভাগ তথা মন্ত্রিসভার স্থায়িত্ব আইনসভার আস্থার ওপর নির্ভরশীল। আইনসভার আস্থা হারালে প্রধানমন্ত্রীরসহ মন্ত্রিপরিষদকে পদত্যাগ করতে হয়। রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার পদ্ধতিতে আইনসভা সংবিধান লঙ্ঘনের মতো গুরুতর অপরাধের অভিযোগ ব্যতীত রাষ্ট্রপতিকে অপসারণ করতে পারে না। আলোচনা শেষে বলা যায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং বাংলাদেশের সরকার ব্যবস্থার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে।

**প্রশ্ন ১৮** রক্তাক্ত সংগ্রামের পর 'ক' রাষ্ট্র স্বাধীনতা লাভ করে। স্বাধীনতা লাভের এক বছরের মধ্যেই তারা পৃথিবীর একটি অন্যতম সেরা সংবিধান প্রণয়ন করতে সক্ষম হয়। যা গোটা বিশ্বে প্রশংসিত হয়।

(ঢাকা ইমপিগ্রিয়াল কলেজ / প্রশ্ন নং ৬/)

- ক. যুক্তফ্রন্ট এর নেতৃত্বে কে ছিলেন? ১
- খ. মৌলিক অধিকার বলতে কী বুঝায়? ২
- গ. উদ্দীপকে বর্ণিত সংবিধানের সাথে তোমার পঠিত কোন দেশের সংবিধানের সাদৃশ্য আছে? উক্ত দেশের সংবিধানের বৈশিষ্ট্যগুলো লিখ। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত সংবিধান অনুযায়ী "জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস"— বিশ্লেষণ কর। ৪

#### ১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** যুক্তফ্রন্টের নেতৃত্বে ছিলেন শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক।

**খ** মৌলিক অধিকার বলতে রাষ্ট্রপ্রদত্ত সর্বসম সুযোগ-সুবিধাকে বোঝায়, যা নাগরিকদের ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য একান্ত অপরিহার্য। মানুষের সুস্থ, সুন্দর ও স্বাভাবিক জীবনযাপন এবং ব্যক্তিত্ব ও মেধা বিকাশের জন্য যে সকল অধিকার রাষ্ট্র কর্তৃক বলবৎ করা হয়, সেগুলোই মৌলিক অধিকার বলে স্বীকৃত। বাংলাদেশ সংবিধানের ২৯ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদলাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকবে। কেবল ধর্ম, বর্ণ, গোষ্ঠী, লিঙ্গ বা জন্মস্থানের কারণে কোনো নাগরিক প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদলাভের অযোগ্য হবে না কিংবা সেক্ষেত্রে তার প্রতি কোনোরূপ বৈষম্য প্রদর্শন করা যাবে না।

**গ** উদ্দীপকের সংবিধানের সাথে আমার পঠিত বাংলাদেশের সংবিধানের সাদৃশ্য রয়েছে।

উদ্দীপকে রক্তাক্ত সংগ্রামের পর 'ক' রাষ্ট্র স্বাধীনতা লাভ করে। স্বাধীনতা লাভের পর এক বছরের মধ্যে রাষ্ট্রটি একটি সংবিধান প্রণয়ন করে। বাংলাদেশের সংবিধানের ক্ষেত্রেও এ বিষয়গুলো দৃষ্টিগোচর হয়। বাংলাদেশের সংবিধান রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন। এ সংবিধান লিখিত ও দুম্পরিবর্তনীয়। এ সংবিধানে সংসদীয় সরকার পদ্ধতি বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে। এককক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার বিধান রাখা হয়েছে এ সংবিধানে। জনগণকে সকল ক্ষমতার উৎস বলা হয়েছে। সংবিধানের ২৭ থেকে ৪৪ নং অনুচ্ছেদে জনগণের মৌলিক অধিকারসমূহ সন্নিবেশিত হয়েছে।

এই সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে ৪টি বিষয়কে নির্দিষ্ট করা হয়। এগুলো হলো বাঙালি জাতির ঐক্য ও সংহতির ভিত্তিতে গড়ে ওঠা বাঙালি জাতীয়তাবাদ। শোষণহীন সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা ও

অর্থনৈতিক ব্যবস্থার লক্ষ্যে সমাজতন্ত্র। মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা প্রদান এবং জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়ার লক্ষ্যে গণতন্ত্র। সকল প্রকার সাম্প্রদায়িকতা বিলোপ ও সকল ধর্মের মানুষের সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ধর্মনিরপেক্ষতা। আর এসব মূলনীতির প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের সংবিধান গোটা বিশ্বে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়।

**ঘ** সৃজনশীল ১ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

**প্রশ্ন ১৯** 'ক' দেশের নাগরিকগণ তাদের ইচ্ছামতো ধর্ম চর্চা করতে পারে। এছাড়াও সে দেশের সংবিধানে জনগণের চলাফেরার, বাক, স্বাধীনতার অধিকার সন্নিবেশিত হয়েছে। তবে সেদেশের নাগরিকগণ সরকারের বিরুদ্ধে কিছু লিখতে পারে না। (বি এন কলেজ, ঢাকা / প্রশ্ন নং ৪/)

- ক. বাংলাদেশের বিভাগ কয়টি ও কী কী? ১
- খ. বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের ২টি কাজ লিখ। ২
- গ. 'ক' দেশের সংবিধানের সাথে বাংলাদেশের সংবিধানের কতটুকু মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. বাংলাদেশের সংবিধান কোন অর্থে 'ক' দেশের সংবিধান থেকে অধিক গণতান্ত্রিক? বিশ্লেষণ কর। ৪

#### ১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** বাংলাদেশের বিভাগ ৮টি। এগুলো হলো— ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট ও ময়মনসিংহ।

**খ** বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের দুটি কাজ উল্লেখ করা হলো—

১. প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ দানের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিদেরকে মনোনয়নের উদ্দেশ্যে এ সংস্থা যাচাই ও পরীক্ষা গ্রহণ করে থাকে।
২. সুষ্ঠুভাবে সরকারি কর্ম পরিচালনার জন্য নিরপেক্ষ ও ন্যায়সংগতভাবে কর্মচারি মনোনয়ন ও নিয়োগ করার দায়িত্ব সরকারি কর্মকমিশনের ওপর ন্যস্ত।

**গ** 'ক' দেশের সংবিধানের সাথে বাংলাদেশের সংবিধানের পুরোপুরি সাদৃশ্য রয়েছে।

'ক' দেশের নাগরিকগণ ইচ্ছামতো ধর্মচর্চা করে। তার দেশের সংবিধানে মৌলিক অধিকার অর্থাৎ জনগণের চলাফেরার অধিকার, বাকস্বাধীনতার অধিকার ইত্যাদির কথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা আছে। পাঠ্যবইয়ের বর্ণনায় দেখা যায়, বাংলাদেশের সংবিধানেও মৌলিক অধিকারের উল্লেখ রয়েছে। ধর্ম, বর্ণ, গোষ্ঠী, নারী, পুরুষ ভেদে কোনো নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করবে না।

সকল নাগরিক সর্বত্র অবাধে চলাফেরা, এর যেকোনো স্থানে বসবাস ও বসতি স্থাপন এবং বাংলাদেশ ত্যাগ ও বাংলাদেশে পুনঃপ্রবেশ করতে পারে। তবে জনগণের স্বার্থে আইনের দ্বারা এই স্বাধীনতার ওপর যুক্তিসংগত বাধা নিষেধ আরোপ করা যাবে। অতএব বলা যায় যে, 'ক' দেশের সংবিধানের সাথে বাংলাদেশের সংবিধানের পুরোপুরি সাদৃশ্য রয়েছে।

**ঘ** 'ক' দেশের সংবিধানে জনগণের চলাফেরার অধিকার ও বাক স্বাধীনতার অধিকারের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। সে দেশের নাগরিকগণ ইচ্ছামতো ধর্ম চর্চা করতে পারেন কিন্তু তা সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত কি না সে বিষয়ে স্পষ্ট কিছু বলা হয় নি। তাছাড়া সে দেশের নাগরিকগণ সরকারের বিরুদ্ধে কিছু লিখতে পারেন না। অর্থাৎ সে দেশের নাগরিকদের মত প্রকাশের স্বাধীনতা নেই।

বিপরীত দিকে বাংলাদেশের সংবিধানের ২৭ থেকে ৪৪ অনুচ্ছেদে মৌলিক অধিকারের কথা বলা হয়েছে। বাংলাদেশ সংবিধানে উল্লিখিত প্রধান মৌলিক অধিকারগুলো হলো— আইনের দৃষ্টিতে সাম্য, ধর্ম-বর্ণ-গোষ্ঠী প্রভৃতি কারণে বৈষম্যহীনতা, সরকারি নিয়োগ লাভে সুযোগের সমতা, আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার, গ্রেফতার ও আটক সম্পর্কে



রক্ষাকবচ, জবরদস্তিমূলক শ্রম নিষিদ্ধকরণ, চলাফেরার স্বাধীনতা, সমাবেশের স্বাধীনতা, সংগঠনের স্বাধীনতা, চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা এবং বাক-স্বাধীনতা, পেশা বা বৃত্তির স্বাধীনতা, ধর্মীয় স্বাধীনতা, সম্পত্তির অধিকার, গৃহ নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা রক্ষার অধিকার।

অর্থাৎ 'ক' দেশের তুলনায় বাংলাদেশের সংবিধানে অধিক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। মৌলিক অধিকারগুলো মূলত ভোগ করে থাকে দেশের নাগরিকগণ। আর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থারও উদ্দেশ্য হলো নাগরিক সুযোগ সুবিধাকে নিশ্চিত করা। এ আলোচনার দ্বারা এটিই প্রমাণিত হয়, মৌলিক অধিকারের অর্থে 'ক' দেশের সংবিধান থেকে বাংলাদেশের সংবিধান অধিক গণতান্ত্রিক।

**প্রশ্ন ২০** সংবিধান রাষ্ট্রের দর্পণ। সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার সাথে সজ্ঞতি রেখে এতে সংশোধনী আনয়ন করা হয় এবং উপরাষ্ট্রপতির পদ বিলুপ্ত করা হয়। এই সংশোধনী অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী প্রকৃত নির্বাহী হয়ে উঠেন। আইন বিভাগের নিকট শাসন বিভাগের জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠিত হয়।

[বি এন কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নং ৫]

- ক. মৌলিক অধিকার কী? ১
- খ. ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. উদ্দীপকে বর্ণিত সংশোধনী সংবিধানের কততম সংশোধনী এবং তা কোন ধরনের শাসন ব্যবস্থা চালু করে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত সংশোধনীটি সংবিধানের কততম সংশোধনী এবং তা কোন ধরনের শাসন ব্যবস্থাকে আমূল পরিবর্তন সাধন করে? বিষয়টি বিশ্লেষণ কর। ৪

#### ২০ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** রাষ্ট্র প্রদত্ত যেসব সুযোগ-সুবিধা নাগরিকের ব্যক্তিত্ব ও মেধা বিকাশের জন্য একান্তভাবে অপরিহার্য সেগুলোই মৌলিক অধিকার।

**খ** ধর্মনিরপেক্ষতা হলো রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং ধর্ম পালনের যেকোনো প্রকার বৈষম্যের স্বীকার হতে রক্ষা পাওয়ার অধিকার।

ধর্মনিরপেক্ষতা নীতি অনুযায়ী রাষ্ট্র কোনো বিশেষ ধর্মকে রাষ্ট্র ধর্ম হিসেবে স্বীকৃতি দেবে না। এখানে জনগণের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ধর্মের অপব্যবহার বিলোপ করা হবে। রাষ্ট্রে বসবাসরত প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজস্ব পছন্দ অনুযায়ী ধর্মপালন, চর্চা ও প্রচার করতে পারবে। এ ক্ষেত্রে কোনো বিশেষ ধর্মাবলম্বীকে যেমন অতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধা দেওয়া যাবে না, তেমনি তার প্রতি কোনো প্রকার বৈষম্যমূলক আচরণও করা যাবে না। মোট কথা, সমাজ জীবন থেকে ধর্মনিরপেক্ষ সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করাই হবে রাষ্ট্রের মূল লক্ষ্য।

**গ** উদ্দীপকে বর্ণিত সংশোধনী সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনী এবং এ সংশোধনীর মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের পরিবর্তে সংসদীয় শাসন ব্যবস্থা চালু করে।

১৯৯১ সালের ২ জুলাই তৎকালীন আইনমন্ত্রী মীর্জা গোলাম হাফিজ সংবিধান সংশোধন বিল জাতীয় সংসদে উত্থাপন করেন। ১৯৯১ সালের ৬ আগস্ট দ্বাদশ সংশোধনী বিল গৃহীত হয়। এ সংশোধনীর মাধ্যমে বেশ কিছু বিষয় গৃহীত হয়। এর ফলে জনপ্রতিনিধিদের কার্যকর অংশগ্রহণ, রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা সংক্ষিপ্তকরণ, রাষ্ট্রপতির অবর্তমানে স্পিকারের দায়িত্ব পালন, উপরাষ্ট্রপতি উপপ্রধানমন্ত্রী পদ বিলোপ ইত্যাদি সংশোধনী কার্যকর হয়। সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভাকে প্রভূত ক্ষমতা প্রদান করা হয়। রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের পরিবর্তে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। প্রধানমন্ত্রী প্রকৃত নির্বাহী ক্ষমতার অধিকারী হয়ে উঠেন। আইন বিভাগের নিকট শাসন বিভাগের জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠিত হয়।

পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপকে বর্ণিত সংশোধনী দ্বাদশ সংশোধনী ফলে প্রধানমন্ত্রী শাসিত সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

**ঘ** উদ্দীপকে বর্ণিত সংশোধনীটি সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনী এবং এটি বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসন ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করে সংসদীয় শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে।

বাংলাদেশের সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনী বিল ১৯৯১ সালের ৬ আগস্ট জাতীয় সংসদে গৃহীত হয়েছিল। ১৯৭২ সালের সংবিধানে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা ছিল। ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি বাংলাদেশ সংবিধানের ৪র্থ সংশোধনীর মাধ্যমে তা বাতিল করা হয়েছিল। এরপর দীর্ঘ ১৬ বছর পর দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তন করা হয়। দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে দায়িত্বশীল সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। সংসদীয় রীতি অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী সকল নির্বাহী ক্ষমতার অধিকারী হয়ে ওঠেন। তিনিই হন সরকার প্রধান। রাষ্ট্রপতির পদকে নিয়মতান্ত্রিক করা হয়। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের দায়িত্ব জাতীয় সংসদের উপর ন্যস্ত করা হয় এবং উপরাষ্ট্রপতি পদ বিলুপ্ত করা হয়। রাষ্ট্রপতির অভিগমনের মাধ্যমে অপসারণের ব্যবস্থা রাখা হয়। আইনানুযায়ী নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে প্রজাতন্ত্রের জাতীয় সংসদ পরিচালনার বিধান রাখা হয়। উপপ্রধানমন্ত্রীর পদ বিলোপ করার মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীকে একক ক্ষমতার অধিকারী করা হয়। আলোচনা শেষে বলা যায়, উদ্দীপকে বর্ণিত বিধানাবলী এবং সংশোধনীর সাথে ১৯৯১ সালের দ্বাদশ সংশোধনী সাদৃশ্যপূর্ণ। প্রকৃতপক্ষে এ সংশোধনী দেশের প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি, মন্ত্রিপরিষদ এবং স্থানীয় শাসনের গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলির ক্ষেত্রে ব্যাপক সংশোধন ও পরিবর্তন আনয়ন করে সমগ্র সরকার ও শাসনব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন সাধন করেছে।

**প্রশ্ন ২১** সংবিধান রাষ্ট্রের দর্পণ। সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার সাথে সজ্ঞতি রেখে এতে সংশোধনী আনয়ন করা হয়। বাংলাদেশের সংবিধানের একটি সংশোধনীর মাধ্যমে রাষ্ট্রপতির পদকে নিয়মতান্ত্রিক করা হয় এবং উপ-রাষ্ট্রপতির পদ বিলুপ্ত করা হয়। এ সংশোধনী অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী প্রকৃত নির্বাহী হয়ে উঠেন এবং আইন বিভাগের নিকট শাসন বিভাগের জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠিত হয়।

[গাজীপুর সিটি কলেজ। প্রশ্ন নং ৫]

- ক. বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন কমিটির প্রধান ছিলেন কে? ১
- খ. মৌলিক অধিকার কী? ২
- গ. উদ্দীপকে বর্ণিত সংশোধনীটি সংবিধানের কততম সংশোধনী এবং তা কোন ধরনের শাসনব্যবস্থা চালু করে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. "উক্ত সংশোধনীটি বাংলাদেশের সরকার ও শাসন ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন সাধন করেছে"— মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

#### ২১ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** বাংলাদেশ সংবিধান প্রণয়ন কমিটির প্রধান ছিলেন ড. কামাল হোসেন।

**খ** মৌলিক অধিকার বলতে রাষ্ট্রপ্রদত্ত সেসব সুযোগ-সুবিধাকে বোঝায়, যা নাগরিকদের ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য একান্ত অপরিহার্য।

মানুষের সুস্থ, সুন্দর ও স্বাভাবিক জীবনযাপন এবং ব্যক্তিত্ব ও মেধা বিকাশের জন্য যে সকল অধিকার রাষ্ট্র কর্তৃক বলবৎ করা হয়, সেগুলোই মৌলিক অধিকার বলে স্বীকৃত। বাংলাদেশ সংবিধানের ২৯ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদলাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকবে। কেবল ধর্ম, বর্ণ, গোষ্ঠী, লিঙ্গ বা জন্মস্থানের কারণে কোনো নাগরিক প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদলাভের অযোগ্য হবে না কিংবা সেক্ষেত্রে তার প্রতি কোনোরূপ বৈষম্য প্রদর্শন করা যাবে না।

**গ** উদ্দীপকে বর্ণিত সংশোধনীটি বাংলাদেশ সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনী এবং তা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত শাসনব্যবস্থা চালু করে। উদ্দীপকে উল্লিখিত সংবিধান সংশোধনীর ফলে রাষ্ট্রপতির পদকে নিয়মতান্ত্রিক, উপ-রাষ্ট্রপতির পদ বিলুপ্ত এবং প্রধানমন্ত্রী প্রকৃত নির্বাহী হয়ে উঠেন। পাঠ্য বইয়ের বর্ণনায় দেখা যায়, দ্বাদশ সংশোধনীর ফলে রাষ্ট্রপতি পদকে নিয়মতান্ত্রিক, উপরাষ্ট্রপতির পদ বিলুপ্ত এবং প্রধানমন্ত্রী প্রকৃত নির্বাহী হয়ে ওঠে এবং পুনরায় সংসদীয় ব্যবস্থা চালু হয়। অতএব উদ্দীপকের সাথে পাঠ্য বইয়ের দ্বাদশ সংশোধনীর হুবহু মিল রয়েছে।



১৯৭২ সালের সংবিধানে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা ছিল। ১৯৭৫ সালের ২৫ শে জানুয়ারি তা বাতিল করা হয়। এরপর দীর্ঘ ১৬ বছর পর ১৯৯১ সালে দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংসদীয় ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তন হয়। এ সংশোধনীর ফলে রাষ্ট্রপতি বা প্রেসিডেন্ট নামমাত্র প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা রাষ্ট্রপতির নামে যাবতীয় নির্বাহী ক্ষমতা প্রয়োগ করে থাকে।

**৭** প্রগ্রে উল্লিখিত উক্ত সংশোধনী বলতে বাংলাদেশ সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীকে বোঝানো হয়েছে। এ সংশোধনী দ্বারা বাংলাদেশের সরকার ও শাসনব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। উক্ত সংশোধনীর মাধ্যমে যে সকল পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল তা হলো—

১. জনপ্রতিনিধিদের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ: বাংলাদেশ সংবিধানের ১১ অনুচ্ছেদে প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হবে শব্দগুলো সন্নিবেশিত হয়।

২. রাষ্ট্রপতি সম্পর্কিত: দ্বাদশ সংশোধনী আইনে সংবিধানের চতুর্থ ভাগের ১ম ও ২য় পরিচ্ছেদ সংশোধন করে বলা হয়েছে যে, বাংলাদেশের একজন রাষ্ট্রপতি থাকবেন যিনি সংসদ সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত হবেন। প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী তিনি সকল কাজ করবেন। তার কার্যকাল হবে পাঁচ বছর। তাছাড়া সংবিধান লঙ্ঘন বা গুরুতর অসদাচরণের জন্যে তিনি জাতীয় সংসদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যদের ভোটে অভিশংসিত হয়ে অপসারিত হবেন।

৩. উপরাষ্ট্রপতি পদ বিলোপ: দ্বাদশ সংশোধনী (১৫২ অনুচ্ছেদের সংশোধন) আইন দ্বারা উপরাষ্ট্রপতির পদ বিলুপ্ত করা হয়। এক্ষেত্রে বিধান করা হয় কোনো কারণে রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হলে বা তিনি দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হলে জাতীয় সংসদের স্পিকার অস্থায়ীভাবে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করবেন।

৪. প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভা সম্পর্কিত: দ্বাদশ সংশোধনী অনুযায়ী সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রের প্রকৃত শাসক ও সরকার প্রধানের পরিণত হন। জাতীয় সংসদের অধিকাংশ সদস্যদের আস্থাভাজন ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দান করেন। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে দেশে একটি মন্ত্রিসভা গঠিত হবে। প্রধানমন্ত্রীর মাধ্যমে দেশের সকল নির্বাহী ক্ষমতা পরিচালিত হবে।

৫. উপপ্রধানমন্ত্রীর পদ বিলোপ: দ্বাদশ সংশোধনী দ্বারা উপপ্রধানমন্ত্রীর পদ বিলোপ ঘোষণা করা হয়।

৬. জাতীয় সংসদ সম্পর্কিত: সংবিধানের ৭২ নং অনুচ্ছেদ সংশোধন করে বলা হয় জাতীয় সংসদের অধিবেশনের সমাপ্তি ও পরবর্তী অধিবেশনের প্রথম বৈঠকের মধ্যে ষাট দিনের অতিরিক্ত বিরতি থাকবে না। এছাড়া ৭০ নং এবং ১৪৫ এর (ক) অনুচ্ছেদ সংশোধন করা হয়।

দ্বাদশ সংশোধনীর বৈশিষ্ট্যের আলোকে বলা যায়, এ সংশোধনী বাংলাদেশের সরকার ও শাসনব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন সাধন করেছিল।

**প্রশ্ন ২২** বব ডিলানের দেশের সংবিধান একটি 'সংবিধান প্রণয়ন কমিটির' মাধ্যমে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে প্রণীত হয়। এ সংবিধান লিখিত এবং সংসদীয় সরকার, দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতা উল্লেখ আছে। কিন্তু এটি অনেকবার সংশোধন হয়েছে এবং আইনসভার তিন-চতুর্থাংশ সদস্য সমর্থনে তা সংশোধন হয়।

*[মক্কাপুর শহীদ স্মৃতি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, টাঙ্গাইল। প্রশ্ন নং ৬/]*

- ক. বাংলাদেশের রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি কয়টি ও কী কী? ১  
খ. রাষ্ট্রপতির অপসারণ পদ্ধতি ব্যাখ্যা করো। ২  
গ. বব ডিলানের দেশের সংবিধানের সাথে বাংলাদেশের সংবিধানের সাদৃশ্য ব্যাখ্যা করো। ৩  
ঘ. 'বাংলাদেশের সংবিধান বব ডিলানের দেশের সংবিধানের চেয়ে উত্তম'—তুমি কি বক্তব্যটি সমর্থন কর? এর সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

## ২২ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** বাংলাদেশের রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি ৪টি। যথা— জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা।

**খ** রাষ্ট্রপতিকে অপসারণ করার পদ্ধতিকে বলা হয় অভিশংসন। সংবিধান লঙ্ঘন বা গুরুতর অসদাচরণের অভিযোগে রাষ্ট্রপতিকে সংবিধানের ৫২নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী অভিশংসিত করা যায়। জাতীয় সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের স্বাক্ষরযুক্ত লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে অভিশংসনের প্রস্তাব স্পিকারের নিকট প্রদান করতে হয়। নোটিশ প্রদানের চৌদ্দ থেকে ত্রিশ দিনের মধ্যে সংসদে এ প্রস্তাব আলোচিত হতে হয়। তারপর সদস্য সংখ্যার অন্যান্য দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে অভিযোগ যথার্থ বলে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে সংসদ কোনো প্রস্তাব গ্রহণ করলে ঐ তারিখ থেকে রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হবে।

**গ** উদ্দীপকের সংবিধানের সাথে আমার পঠিত বাংলাদেশের সংবিধানের সাদৃশ্য রয়েছে।

প্রতিটি স্বাধীন রাষ্ট্রেরই একটি সংবিধান থাকে। কারণ সংবিধানের ভিত্তিতেই একটি রাষ্ট্রের সকল কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। এ কারণেই স্বাধীনতার পর পরই বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে একটি কমিটি গঠন করা হয়। এই বিষয়টি উদ্দীপকের বব ডিলানের দেশের সংবিধানের ক্ষেত্রে লক্ষণীয়।

বাংলাদেশের সংবিধান লিখিত ও দুম্পরিবর্তনীয়। এতে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতার কথা উল্লেখ রয়েছে। বব ডিলানের দেশের সংবিধানও লিখিত এবং এতে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতার কথা উল্লেখ আছে। বাংলাদেশের সংবিধান এ পর্যন্ত ১৬ বার সংশোধন করা হয়েছে। ডিলানের দেশের সংবিধানও অনেক বার সংশোধন করা হয়েছে।

**ঘ** বাংলাদেশের সংবিধান বব ডিলানের দেশের সংবিধান অপেক্ষা উত্তম— বক্তব্যটির সাথে আমি একমত।

উদ্দীপকে বব ডিলানের দেশের সংবিধানের সাথে বাংলাদেশের সংবিধানের যেসব বিষয়ে সাদৃশ্য রয়েছে তা হলো— আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে প্রণয়ন, লিখিত সংবিধান, সংসদীয় সরকার ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতা। তথাপি উদ্দীপকের বব ডিলানের দেশের সংবিধান অপেক্ষা বাংলাদেশের সংবিধান উত্তম। কেননা বাংলাদেশের সংবিধানে রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতিসমূহ সন্নিবেশিত আছে; যা বব ডিলানের দেশের সংবিধানে নেই। এই দিক থেকে বাংলাদেশের সংবিধান উত্তম। বাংলাদেশের সংবিধানের ২য় ভাগে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিসমূহ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। বাংলাদেশের রাষ্ট্র পরিচালনার চারটি মূলনীতি হলো— জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা।

বাংলাদেশের আইনসভা এককক্ষ বিশিষ্ট এবং বাংলাদেশের সংবিধান সংশোধন পদ্ধতিও সামঞ্জস্যপূর্ণ। সহজও নয়, আবার কঠিনও নয়। যা বব ডিলানের দেশের সংবিধান সংশোধন পদ্ধতি অপেক্ষা শ্রেয়। এই দিক থেকেও বাংলাদেশের সংবিধান উত্তম।

উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, বাংলাদেশের সংবিধান উদ্দীপকের বব ডিলানের দেশের সংবিধান অপেক্ষা উত্তম।

**প্রশ্ন ২৩** দীর্ঘ নয় মাস সংগ্রাম করে 'ক' রাষ্ট্র স্বাধীনতা অর্জন করে। তারপর কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিবৃন্দের সমন্বয়ে একটি সংবিধান প্রণয়ন কমিটি গঠিত হয়। উক্ত কমিটি ব্রিটেন ও ভারতের সংবিধানের উত্তম বিষয়সমূহের অনুকরণে একটি সংবিধান রচনার উদ্যোগ গ্রহণ করে। এতে জনগণের মৌলিক অধিকারসহ রাষ্ট্রীয় কার্যাবলির সকল বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়। উক্ত সংবিধান সংসদীয় ব্যবস্থার উত্তম বৈশিষ্ট্যসমূহও প্রতিফলিত হয়। এ সংবিধান দুই তৃতীয়াংশ সংসদ সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে সংশোধন করা যায়।

*[পুলিশ লাইন স্কুল আত কলকাতা, বগুড়া। প্রশ্ন নং ৭/]*



- ক. বাংলাদেশ সংবিধান কবে হতে কার্যকর হয়? ১  
খ. বাংলাদেশের সংবিধানের যেকোনো একটি মূলনীতি ব্যাখ্যা কর। ২  
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত দেশটির সংবিধানের সাথে বাংলাদেশের সংবিধানের সাদৃশ্যসমূহ আলোচনা কর। ৩  
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত সংবিধানটি কি উত্তম সংবিধান? যুক্তি দাও। ৪

### ২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** বাংলাদেশের সংবিধান ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর থেকে কার্যকর হয়।

**খ** বাংলাদেশের অন্যতম মূলনীতি হলো জাতীয়তাবাদ। বাংলাদেশের সংবিধানের ৯ম অনুচ্ছেদে জাতীয়তাবাদের ধারণা পাওয়া যায়। এখানে বলা আছে যে, ভাষাগত ও সংস্কৃতিগত একক সম্ভাবিশিষ্ট যে বাঙালি জাতি ঐক্যবন্ধ হয়ে জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অর্জন করেছে; বাঙালি জাতির সেই ঐক্য ও সংহতিই হবে বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তি। আমরা বাঙালি, আমাদের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ভাষা অন্যান্য সম্প্রদায় থেকে স্বতন্ত্র।

**গ** সৃজনশীল ৮ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

**ঘ** সৃজনশীল ৮ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

**প্রশ্ন ২৪** রক্তাক্ত সংগ্রামের পর 'ক' রাষ্ট্র স্বাধীনতা লাভ করে। স্বাধীনতা লাভের এক বছরের মধ্যে তারা পৃথিবীর একটি অন্যতম সেরা সংবিধান প্রণয়ন করতে সক্ষম হয়। এ সংবিধানের উল্লেখ আছে যে, 'জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস।' /পুলিশ লাইন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, বগুড়া। প্রশ্ন নং ৮/

- ক. সংবিধান কী? ১  
খ. সংসদীয় গণতন্ত্র বলতে কী বোঝ? ২  
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সংবিধানের সাথে কোন দেশের সংবিধানের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩  
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত উক্তিটি বাংলাদেশের সংবিধানের বৈশিষ্ট্যের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

### ২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** সৃজনশীল ৭ নং এর 'ক' প্রশ্নোত্তর দেখো।

**খ** সৃজনশীল ৭ নং এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

**গ** সৃজনশীল ১ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

**ঘ** সৃজনশীল ১ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

**প্রশ্ন ২৫** সংবিধান রাষ্ট্রের দর্পণ। সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার সাথে সংগতি রেখে এতে সংশোধনী আনয়ন করা হয়। বাংলাদেশের সংবিধানের একটি সংশোধনীর মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি সমস্ত ক্ষমতার উৎস এবং উপরাষ্ট্রপতির পদ সৃষ্টি করা হয়। এ সংশোধনীর মাধ্যমে আইন বিভাগের ক্ষমতা লোপ পায়। /আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন পাবলিক স্কুল ও কলেজ, বগুড়া। প্রশ্ন নং ৫/

- ক. বাংলাদেশ সংবিধানের অনুচ্ছেদ কয়টি? ১  
খ. সংবিধান রাষ্ট্রপরিচালনার মূল দলিল— ব্যাখ্যা করো। ২  
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত সংশোধনী সংবিধানের কততম সংশোধনী এবং তা কোন ধরনের শাসনব্যবস্থা চালু করে? ব্যাখ্যা করো। ৩  
ঘ. উক্ত সংশোধনীটি বাংলাদেশে সরকার ও শাসনব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধন করেছে— মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো। ৪

### ২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৫৩টি।

**খ** একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন হলো সংবিধান। সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার সার্বিক বিধি-বিধান তথা একটি জাতির সমগ্র জীবন পন্থা প্রতিফলিত হয়। তাই একে রাষ্ট্রের দর্পণও বলা হয়। সংবিধান রাষ্ট্রের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব রক্ষা করে রাষ্ট্র পরিচালনার দিক নির্দেশনা প্রদান করে। প্রকৃতপক্ষে এটি কতগুলো লিখিত বা অলিখিত মৌলিক বিধিমালা, যা কোনো রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ব্যবহার ও বন্টনের নীতি নির্ধারণ করে।

**গ** উদ্দীপকে বর্ণিত সংশোধনীটি সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীকে নির্দেশনা করে এবং এ সংশোধনীর মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়।

বাংলাদেশ সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীতে মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারের পরিবর্তে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার প্রবর্তন করা হয়। রাষ্ট্রপতি সকল নির্বাহী ক্ষমতার অধিকারী হন। রাষ্ট্রপতিকে তার যাবতীয় কাজে সাহায্য করার জন্য একজন উপরাষ্ট্রপতির পদ প্রবর্তন করা হয়। জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করার বিধান করা হয়। মন্ত্রিপরিষদকে রাষ্ট্রপতির আজ্ঞাবহ করা হয়। যেকোনো মন্ত্রীকে নিয়োগ ও বরখাস্ত করার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতিকে দেওয়া হয়। এমনকি মন্ত্রীগণের দায়িত্বশীলতা রাষ্ট্রপতির ওপর ন্যস্ত হয়। এ সংশোধনীতে বাংলাদেশে একটি মাত্র জাতীয় দল গঠনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এ দলটি গঠিত হবার সাথে অন্যান্য দলগুলো বাতিল হয়ে যাবে বলেও ঘোষণা করা হয়। সংসদ সদস্যদের ওপর দলীয় নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি করা হয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, বাংলাদেশের সংবিধানের একটি সংশোধনীর মাধ্যমে রাষ্ট্রপতিকে সকল ক্ষমতার উৎস করা হয়। এ সংশোধনীতে উপরাষ্ট্রপতির পদ সৃষ্টি করা হয় এবং আইন বিভাগের ক্ষমতা লোপ পায়। এ সবকিছুই বাংলাদেশের সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীতে দেখা যায়। তাই বলা যায় উদ্দীপকের সংবিধানের সংশোধনীটি চতুর্থ সংশোধনী এবং তা রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা চালু করে।

**ঘ** উক্ত সংশোধনীটি অর্থাৎ চতুর্থ সংশোধনীটি বাংলাদেশে সরকার ও শাসনব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন সাধন করেছে— মন্তব্যটি যথার্থ।

বাংলাদেশের সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীতে মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারের পরিবর্তে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তন করা হয়। এ সংশোধনীতে রাষ্ট্রপতিকে সকল নির্বাহী ক্ষমতার অধিকারী করা হয়। জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করার বিধান করা হয়। মন্ত্রিপরিষদকে রাষ্ট্রপতির আজ্ঞাবহ করা হয়। যেকোনো মন্ত্রীকে নিয়োগ ও বরখাস্ত করার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতিকে দেওয়া হয়। এমনকি মন্ত্রীগণের দায়িত্বশীলতা রাষ্ট্রপতির ওপর ন্যস্ত হয়। রাষ্ট্রপতিকে যাবতীয় কাজে সহযোগিতার জন্য একজন উপ-রাষ্ট্রপতির পদ সৃষ্টি করা হয়।

এ সংশোধনীতে বাংলাদেশে একটি মাত্র জাতীয় দল গঠনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এ দলটি গঠিত হবার সাথে অন্যান্য দলগুলো বাতিল হয়ে যাবে বলেও ঘোষণা করা হয়। সংসদ সদস্যদের ওপর দলীয় নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি করা হয়। এ সংশোধনীর মাধ্যমে ১৯৭৩ সালে নির্বাচিত সংসদের মেয়াদ ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি থেকে ৫ বছরের জন্য বৃদ্ধি করা হয় এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সংশোধিত সংবিধানের অধীনে পূর্ণ ৫ বছর মেয়াদের জন্য নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করা হয়।

পরিশেষে বলা যায়, চতুর্থ সংশোধনী বাংলাদেশে সরকার ও শাসনব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন সাধন করেছে।

**প্রশ্ন ২৬** 'ক' দেশটি জনগণের শাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একটি নতুন সংবিধান প্রণয়ন করে তা আইনসভায় পাস করে। উক্ত সংবিধান অনুসারে দেশটির জাতীয় ও স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা জনপ্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত হবে। সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে জনপ্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যবস্থা রাখা হয় এবং বিচার বিভাগের জনবল শাসন বিভাগের মাধ্যমে নিয়োগের বিধান রাখা হয়। /দিউ গভা ত্রিণী কলেজ, রাজশাহী। প্রশ্ন নং-৫/



- ক. বাংলাদেশের সংবিধানের প্রথম সংশোধনী আইনের উদ্দেশ্য কী ছিল? ১
- খ. বাংলাদেশের সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে প্রবর্তিত সরকার ব্যবস্থা সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. 'ক' দেশটির সংবিধানের সাথে বাংলাদেশের সংবিধানের মূল সাদৃশ্যটি ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. 'ক' দেশটির তুলনায় বাংলাদেশের সংবিধান কী উত্তম? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

#### ২৬ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** বাংলাদেশের সংবিধানের প্রথম সংশোধনী আইনের উদ্দেশ্য ছিল যুস্মাপরাধীসহ অন্যান্য মানবতাবিরোধী অপরাধীদের বিচার নিশ্চিত করা।

**খ** বাংলাদেশের সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংসদীয় সরকারব্যবস্থার পুনঃপ্রবর্তন করা হয়।

সংসদীয় সরকারব্যবস্থার মূল বৈশিষ্ট্য হলো এতে প্রধানমন্ত্রী প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী হন। তার নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিপরিষদ শাসনকার্য পরিচালনার মূল চালিকাশক্তি হিসেবে গণ্য হয়। তবে এ ব্যবস্থায় জাতীয় সংসদকে সার্বভৌম ক্ষমতা দেয়া হয় এবং মন্ত্রিসভার সদস্যগণ একক বা যৌথভাবে জাতীয় সংসদের নিকট দায়ী থাকেন।

**গ** উদ্দীপকে বর্ণিত 'ক' দেশটির সংবিধানের সাথে বাংলাদেশের সংবিধানের মূল সাদৃশ্য হলো সর্বজনীন ভোটাধিকার।

উদ্দীপকে দেখা যায় 'ক' দেশে জনগণের শাসন প্রতিষ্ঠায় যে নতুন সংবিধান প্রণয়ন করে তাতে সর্বজনীন ভোটাধিকারের উল্লেখ আছে। সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে জাতীয় ও স্থানীয় সরকারব্যবস্থার জনপ্রতিনিধিদের নির্বাচিত করার জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশের সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগের ১১ নং অনুচ্ছেদে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হবে। এছাড়া সংবিধানের সপ্তম ভাগের ১২১-১২২ নং অনুচ্ছেদে ভোটার হওয়ার নিয়ম ও যোগ্যতা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সর্বোপরি বলা যায়, সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে উদ্দীপকের 'ক' দেশের সাথে বাংলাদেশের সংবিধানের সাদৃশ্য রয়েছে।

**ঘ** সৃজনশীল ৫ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

**প্রশ্ন ২৭** বাংলাদেশের সংবিধান দুম্পরিবর্তনীয় প্রকৃতির। যখন তখন সংবিধান সংশোধনের নিয়ম নেই। সংবিধানের পরিবর্তন ও সংশোধনের জন্য দশম ভাগে এক বিশেষ পদ্ধতি অনুসরণের কথা বলা হয়েছে। বলা হয় যে, সংবিধান সংশোধনের অধিকার কেবল জাতীয় সংসদের।

*[স্মরণ করুন: সূত্র ও কনজ, রংপুর। প্রশ্ন নং ৫]*

- ক. জাতীয় সংসদের বর্তমান আসন সংখ্যা কত? ১
- খ. মৌলিক অধিকার কাকে বলে? বুঝিয়ে লেখ। ২
- গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সংবিধান সংশোধনের বিশেষ পদ্ধতি ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সর্বশেষ উক্তিটির যথার্থতা বিশ্লেষণ করো। ৪

#### ২৭ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** জাতীয় সংসদের সর্বমোট আসন সংখ্যা ৩৫০টি।

**খ** সৃজনশীল ১ নং এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

**গ** উদ্দীপকে বাংলাদেশ সংবিধান সংশোধনে গৃহীত বিশেষ পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে।

একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশের শাসনকাজ সম্পাদনের মূল উৎস হলো সংবিধান। তবে বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পট পরিবর্তনের সাথে সংবিধান পরিবর্তনও অপরিহার্য হয়ে পড়ে। বাংলাদেশের সংবিধান দুম্পরিবর্তনীয় প্রকৃতির। এ সংবিধানকে বিশেষ পদ্ধতির সাহায্যে পরিবর্তন করা যায়।

বাংলাদেশ সংবিধানের ১৪২ নং অনুচ্ছেদে সংবিধান সংশোধনের নির্দিষ্ট নিয়ম রয়েছে। জাতীয় সংসদ আইনের দ্বারা সংবিধানের যেকোনো বিধান সংশোধন বা রহিতকরণ করতে পারেন। এক্ষেত্রে সংবিধান সংশোধনের কোনো বিলই সংসদের বিবেচনার জন্য গ্রহণ করা হবে না, যদি না উক্ত বিলের দীর্ঘ শিরোনামে সংবিধানের কোনো বিধান সংশোধন করার কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়। এছাড়া অনুরূপ বিল সংসদের মোট সদস্য সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যদের ভোটে গৃহীত হলে তাতে সম্মতিদানের জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে পেশ করতে হয়। বিলটি রাষ্ট্রপতির কাছে প্রেরণের সাত দিনের মধ্যে তিনি তাতে সম্মতি প্রদান করবেন। সম্মতিদানে অসমর্থ হলে উক্ত সাত দিন মেয়াদের অবসানে তিনি বিলে সম্মতি দিয়েছেন বলে গণ্য হবে।

**ঘ** উদ্দীপকে উল্লিখিত 'সংবিধান সংশোধনের অধিকার কেবল জাতীয় সংসদের সর্বশেষ উক্তিটি যথার্থ।

বাংলাদেশ সংবিধান দুম্পরিবর্তনীয়। সংবিধানে লিখিত আছে যে, জাতীয় সংসদ সংবিধানের যেকোনো বিধানকে সংশোধন করতে পারে। সংবিধান সংশোধনের বিল সংসদের মোট সদস্যের অন্তত দুই-তৃতীয়াংশ বা সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে গৃহীত হতে হবে। এভাবে কোনো বিল গৃহীত হলে সেই বিল রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য তাঁর নিকট পেশ করা হবে। সংবিধানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, "এরূপ কোনো বিলই সম্মতির জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হবে না, যদি না এটি সংসদের মোট সদস্যের অন্তত দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের ভোটে গৃহীত হয়।" এভাবে সংসদে গৃহীত কোনো সংশোধনী বিল যখন রাষ্ট্রপতির নিকট পাঠানো হয়, তখন তিনি সাত দিনের মধ্যে বিলটিতে সম্মতি দান করবেন। তিনি তা করতে অসমর্থ হলে উক্ত সময় অতিবাহিত হওয়ার পর তিনি বিলটিতে সম্মতি দান করেছেন বলে গণ্য করা হবে। বিলটি বিধিবদ্ধ ও কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির ১৫তম সংশোধন আদেশে (১৯৭৮) বলা হয়, "সংবিধান প্রস্তাবনা, রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি, রাষ্ট্রপতির নির্বাচন ও ক্ষমতা সম্পর্কে কোনো সংশোধন প্রস্তাব সংসদ কর্তৃক গৃহীত হয়ে রাষ্ট্রপতির নিকট সম্মতির জন্য উপস্থাপিত হলে রাষ্ট্রপতি এক গণভোটের আয়োজন করবেন। গণভোটে ওই প্রস্তাব সংখ্যাগরিষ্ঠের দ্বারা সমর্থিত হলে রাষ্ট্রপতি সম্মতি দিয়েছেন বলে ধরতে হবে। অন্যথায়, তা রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করবে না।" দ্বাদশ সংশোধন আইনের ক্ষেত্রে এভাবে গণভোট অনুষ্ঠিত হয় ১৯৯১ সালের ১৫ অক্টোবর। তবে ২০১১ সালে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে 'গণভোট' ব্যবস্থা বাতিল করা হয়। পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত উক্তিটি যথার্থ ও যথোপযুক্ত।

**প্রশ্ন ২৮** সংবিধান রাষ্ট্রের দর্পণ হওয়ায় সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার সাথে সংগতি রেখে এতে সংশোধনী আনয়ন করা হয়। বাংলাদেশের সংবিধানের একটি সংশোধনীর মাধ্যমে রাষ্ট্রপতির পদকে নিয়মতান্ত্রিক করে উপ-রাষ্ট্রপতির পদকে বিলুপ্ত করা হয়। এ সংশোধনী অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী প্রকৃত নির্বাহী হয়ে উঠেন এবং আইন বিভাগের নিকট শাসন বিভাগের জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠিত হয়।

*[ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কনজ, রংপুর। প্রশ্ন নং ৫]*



- ক. বাংলাদেশ সংবিধান প্রণয়ন কমিটির সভাপতি কে ছিলেন? ১  
খ. তত্ত্বাবধায়ক সরকার বলতে কী বোঝায়? ২  
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত সংশোধনী সংবিধানের কততম সংশোধনীকে ইঙ্গিত করছে? উক্ত সংশোধনীর বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করো। ৩  
ঘ. "উক্ত সংশোধনীটি বাংলাদেশের সরকার ও শাসনব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধন করেছে"-মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো। ৪

### ২৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. বাংলাদেশ সংবিধান প্রণয়ন কমিটির সভাপতি ছিলেন ড. কামাল হোসেন।

খ. তত্ত্বাবধায়ক সরকার বলতে বুঝায় একটি সরকারের কার্যকালের মেয়াদ শেষ হওয়ার সময় থেকে নতুন একটি সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পূর্ববর্তী সময়ে রাষ্ট্রের প্রশাসন পরিচালনায় নিয়োজিত অন্তর্বর্তীকালীন সরকার।

সাধারণত যেকোনো প্রতিষ্ঠিত সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের পূর্ব পর্যন্ত বিদ্যায়ী সরকারের নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকার হিসেবে দায়িত্ব পালনের প্রথা লক্ষণীয়। এ স্বল্পস্থায়ী সরকার দৈনন্দিন প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করে এবং নীতি নির্ধারণী কার্যক্রম থেকে বিরত থাকে, যাতে এ সরকারের কার্যাবলি নির্বাচনের ফলাফলে কোনো প্রভাব সৃষ্টি না করে। এ সরকার একটি অবাধ ও স্বচ্ছ নির্বাচন অনুষ্ঠান নিশ্চিত করার জন্য নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে সচেষ্ট থাকে।

গ. প্রশ্নে উল্লিখিত উক্ত সংশোধনী বলতে বাংলাদেশ সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীকে বোঝানো হয়েছে। এ সংশোধনীর প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো হলো-

প্রথমত, বাংলাদেশ সংবিধানের ১১ অনুচ্ছেদে প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হবে শব্দগুলো সন্নিবেশিত হয়।

দ্বিতীয়ত, দ্বাদশ সংশোধনী আইনে সংবিধানের চতুর্থ ভাগের ১ম ও ২য় পরিচ্ছেদ সংশোধন করে বলা হয়েছে যে, বাংলাদেশের একজন রাষ্ট্রপতি থাকবেন যিনি সংসদ সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত হবেন। প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী তিনি সকল কাজ করবেন। তার কার্যকাল হবে পাঁচ বছর। তাছাড়া সংবিধান লঙ্ঘন বা গুরুতর অসদাচরণের জন্য তিনি জাতীয় সংসদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যদের ভোটে অভিযুক্ত হয়ে অপসারিত হবেন।

তৃতীয়ত, দ্বাদশ সংশোধনী (১৫২ অনুচ্ছেদের সংশোধন) আইন দ্বারা উপরাষ্ট্রপতির পদ বিলুপ্ত করা হয়। এক্ষেত্রে বিধান করা হয় কোনো কারণে রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হলে বা তিনি দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হলে জাতীয় সংসদের স্পিকার অস্থায়ীভাবে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করবেন।

চতুর্থত, দ্বাদশ সংশোধনী অনুযায়ী সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রের প্রকৃত শাসক ও সরকার প্রধানের পরিণত হন। জাতীয় সংসদের অধিকাংশ সদস্যদের আস্থাভাজন ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দান করেন। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে দেশে একটি মন্ত্রিসভা গঠিত হবে। প্রধানমন্ত্রীর মাধ্যমে দেশের সকল নির্বাহী ক্ষমতা পরিচালিত হবে।

পঞ্চমত, দ্বাদশ সংশোধনী দ্বারা উপপ্রধানমন্ত্রীর পদ বিলোপ ঘোষণা করা হয়।

ষষ্ঠত, সংবিধানের ৭২ নং অনুচ্ছেদ সংশোধন করে বলা হয় জাতীয় সংসদের অধিবেশনের সমাপ্তি ও পরবর্তী অধিবেশনের প্রথম বৈঠকের মধ্যে ষাট দিনের অতিরিক্ত বিরতি থাকবে না। এছাড়া ৭০ নং এবং ১৪৫ এর (ক) অনুচ্ছেদ সংশোধন করা হয়।

ঘ. 'উক্ত সংশোধনীটি অর্থাৎ দ্বাদশ সংশোধনী বাংলাদেশের সরকার ও শাসনব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন সাধন করেছিল' মন্তব্যটি যথার্থ।

বাংলাদেশে সংসদীয় গণতান্ত্রিক রাজনীতির বিকাশে সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনী একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এ সংশোধনীর ফলে দেশে ১৭ বছর পর আবার সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। দ্বাদশ

সংশোধনী আইনের মাধ্যমে বাংলাদেশে পুনরায় সংসদীয় ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। এ সংশোধনীর মাধ্যমে সংসদীয় রীতি অনুসারে প্রকৃতপক্ষে প্রধানমন্ত্রী সকল নির্বাহী ক্ষমতার অধিকারী হয়ে ওঠেন। তিনিই হন সরকার প্রধান। এ সংশোধনীর মাধ্যমে রাষ্ট্রপতির পদকে নিয়মতান্ত্রিক করা হয়। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের দায়িত্ব জাতীয় সংসদের ওপর ন্যস্ত করা হয় এবং উপ-রাষ্ট্রপতি পদ বিলুপ্ত করা হয়।

সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনী আইনের ৫৯ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয় যে, আইনানুযায়ী নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহের ওপর প্রজাতন্ত্রের প্রতিটি প্রশাসনিক একাংশের স্থানীয় শাসনের ভার প্রদান করা হবে। ৬০ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়, জাতীয় সংসদ স্থানীয় শাসনসংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রয়োজনে কর আরোপ করার ক্ষমতাসহ বাজেট প্রস্তুতকরণ ও নিজস্ব তহবিল রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষমতা প্রদান করবে।

আলোচনা শেষে বলা যায়, প্রকৃতপক্ষে সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনী দেশের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রিপরিষদ এবং স্থানীয় শাসনের গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলির ক্ষেত্রে ব্যাপক সংশোধন ও পরিবর্তন আনয়ন করে সমগ্র সরকার ও শাসনব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন সাধন করেছে।

প্রশ্ন-২৯ রক্তাক্ত সংগ্রামের পর 'ক' রাষ্ট্র স্বাধীনতা লাভ করে। স্বাধীনতা লাভের এক বছরের মধ্যেই তারা পৃথিবীর একটি অন্যতম সেরা সংবিধান প্রণয় করতে সক্ষম হয়। যা গোটা বিশ্বে প্রশংসিত হয়।

[অধ্যাপক আবদুল মজিদ কলেজ, কুমিল্লা। প্রশ্ন নং ৫।]

- ক. বাংলাদেশ সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি কয়টি? ১  
খ. মৌলিক অধিকার বলতে কী বোঝায়? ২  
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত সংবিধানের সাথে তোমার পঠিত কোনো দেশের সংবিধানের সাদৃশ্য আছে কি? ব্যাখ্যা করো। ৩  
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত সংবিধানের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করো। ৪

### ২৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. বাংলাদেশ সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হলো চারটি।

খ. সৃজনশীল ১ নং এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ. সৃজনশীল ১ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত সংবিধান অর্থাৎ বাংলাদেশের সংবিধানের বৈশিষ্ট্যাবলি একটি উত্তম সংবিধানের দৃষ্টান্ত বহন করে। এ সংবিধানের মাধ্যমে মূলত অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক ও শোষণহীন একটি রাষ্ট্র বিনির্মাণের পথনির্দেশনা দেয়ার প্রয়াস গ্রহণ করা হয়।

১৯৭২ সালে রচিত বাংলাদেশের সংবিধানের প্রধান দুটি বৈশিষ্ট্য হলো এটি লিখিত ও দুম্পরিবর্তনীয়। এ সংবিধানের কোনো ধারা বা অংশবিশেষ পরিবর্তন করতে হলে জাতীয় সংসদের মোট সদস্যের দুই-তৃতীয়াংশ ভোট প্রয়োজন হয়। বাংলাদেশের সংবিধান জনগণের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করেছে। এ সংবিধানের ২৭ থেকে ৪৪ নম্বর অনুচ্ছেদ পর্যন্ত মোট ১৮টি মৌলিক অধিকার সন্নিবেশ করা হয়েছে। এছাড়া এ সংবিধান রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন। সংবিধানের ধারার সাথে রাষ্ট্রের প্রচলিত কোনো আইনের সংঘাত হলে সেক্ষেত্রে সংবিধান প্রাধান্য পায়।

১৯৭২ সালের সংবিধানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো— এতে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিসমূহ সুস্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। সংবিধানের ২য় ভাগের ৮নং অনুচ্ছেদে জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাকে রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। এছাড়া এ সংবিধানের মাধ্যমে সংসদীয় গণতন্ত্র এককক্ষবিশিষ্ট আইনসভা, ন্যায়পাল নিয়োগের বিধান, প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল গঠনের ব্যবস্থা ও মালিকানা নীতি স্বীকার করা হয়েছে। এ সংবিধানের আরও একটি বৈশিষ্ট্য হলো এতে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়েছে এবং নাগরিকদের সর্বজনীন ভোটাধিকার প্রদান করা হয়েছে।



স্বাধীন বাংলাদেশের জন্য ১৯৭২ সালে যে সংবিধান প্রণয়ন করা হয়েছিল, তা ছিল মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় প্রতিষ্ঠিত নতুন বাংলাদেশের প্রতিচ্ছবি। ১৯৭২ সালে প্রণীত এ সংবিধান রচনার ক্ষেত্রে সংবিধান প্রণয়ন কমিটি প্রজ্ঞা ও পরিশ্রমের মাধ্যমে স্বাধীন দেশের জন্য একটি বাস্তবধর্মী এবং যুগোপযোগী সংবিধান প্রণয়ন করেছিলেন।

**প্রশ্ন ৩০** একটি রাষ্ট্রকে সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনার জন্য কতগুলো নিয়মকানুনের প্রয়োজন হয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর এই প্রয়োজনের নিরিখেই ১৯৭২ সালে একটি সংবিধান প্রণয়ন করা হয়।

(বাংলাদেশ মহিলা সমিতি কলেজ, চট্টগ্রাম। প্রশ্ন নং ১০/)

- ক. বাংলাদেশ সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি কয়টি? ১
- খ. আগরতলা মামলা কেন করা হয়? ২
- গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সংবিধানের বৈশিষ্ট্য লিখ। ৩
- ঘ. উক্ত সংবিধানে বর্ণিত মৌলিক অধিকারগুলো জনগণের ব্যক্তিত্ব বিকাশে কতটুকু সহায়ক ব্যাখ্যা কর। ৪

#### ৩০ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** বাংলাদেশ সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি ৪টি।

**খ** বঙ্গবন্ধুর ছয় দফা কর্মসূচিকে নস্যাৎ করার উদ্দেশ্যেই আগরতলা মামলা দায়ের করা হয়।

আগরতলা মামলা বাঙালি জনগণ ও নেতৃত্বের বিরুদ্ধে তৎকালীন পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠীর ধারাবাহিক ষড়যন্ত্র ও দমননীতির বহিঃপ্রকাশ মাত্র। স্বৈরাচারী আইয়ুব সরকার শেখ মুজিবুর রহমান এবং আওয়ামী লীগকে জনবিচ্ছিন্ন করার জন্য এই মামলার নীলনকশা তৈরি করেন। তারই ফলশ্রুতিতে ১৯৬৮ সালের জানুয়ারি মাসে শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রধান আসামি করে আরও ৩৪ জন সামরিক, বেসামরিক ব্যক্তির বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ আনে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী।

**গ** উদ্দীপকে উল্লিখিত সংবিধানের বৈশিষ্ট্য অন্য যেকোনো দেশের সংবিধান থেকে আলাদা।

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীনতা অর্জনের পর বাংলাদেশের জন্য একটি সংবিধান প্রণয়নের প্রয়োজন অনুভূত হয়। এ লক্ষ্যে ১৯৭২ সালের ১১ জানুয়ারি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান 'অস্থায়ী সংবিধান আদেশ' জারি করেন। প্রণীত হয় ৩৪ সদস্যবিশিষ্ট খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটি। বিভিন্ন ধাপে সংবিধান প্রণয়নের কার্যক্রম শেষ করার পর ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর সংবিধান গৃহীত হয় এবং ১৬ ডিসেম্বর থেকে তা কার্যকর হয়।

বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে বাংলাদেশের সংবিধান লিখিত ও দুম্পরিবর্তনীয়। ১৫৩টি অনুচ্ছেদবিশিষ্ট ৮২ পৃষ্ঠার এ সংবিধান ১১টি ভাগে বিভক্ত এবং এর একটি প্রস্তাবনাসহ ৪টি তফসিল আছে। সংবিধানের ২য় ভাগে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিগুলো উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া এ সংবিধানে জনগণের মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে। সেই সাথে উল্লেখ করা হয়েছে বাংলাদেশ হবে একটি এককেন্দ্রিক ও প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র। রাষ্ট্রপতি হবেন রাষ্ট্রের প্রধান এবং তার নামে রাষ্ট্রের সকল কাজ পরিচালিত হবে। তবে প্রধানমন্ত্রী হবেন দেশের প্রধান নির্বাহী এবং শাসনব্যবস্থার মূল কেন্দ্রবিন্দু। তার নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিসভার হাতে দেশের শাসনকাজ পরিচালনার ভার অর্পিত হবে। তবে এগুলো ছাড়াও উদ্দীপকের উল্লিখিত দেশটির সংবিধানের আরো বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

**ঘ** উদ্দীপকের সংবিধানে যে মৌলিক অধিকারগুলো বর্ণিত হয়েছে তা জনগণের ব্যক্তিত্ব বিকাশে সহায়ক।

মৌলিক অধিকার হলো রাষ্ট্রপ্রদত্ত সেসব সুযোগ-সুবিধার সমষ্টি যা নাগরিকের ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য অপরিহার্য। পৃথিবীর সব গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই জনগণের মৌলিক অধিকারগুলো সংবিধানে উল্লিখিত থাকে। বাংলাদেশের সংবিধানের তৃতীয় ভাগের ২৬ থেকে ৪৭ নম্বর অনুচ্ছেদে মৌলিক অধিকারের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।

বাংলাদেশের সংবিধানে উল্লিখিত মৌলিক অধিকারের মাঝে উল্লেখযোগ্য হল আইনের দৃষ্টিতে সাম্য, ধর্মীয়, সরকারি নিয়োগে সমতা, আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার, জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা রক্ষার অধিকার, চলাফেরার স্বাধীনতা, সমাবেশের অধিকার, সংগঠনের অধিকার, চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা ও বাক-স্বাধীনতা, পেশাগত স্বাধীনতা প্রভৃতি। এ মৌলিক অধিকারগুলো জনগণের ব্যক্তিত্ব বিকাশে সহায়ক। কেননা, যেকোনো দেশের সাধারণ জনগণের জন্য এ অধিকারগুলো ন্যায্য অধিকার হিসেবে বিবেচিত হয়। সরকার যদি এগুলো প্রাপ্তির নিশ্চয়তা দেয় তবে নাগরিকের বিচার, বৃন্দ্বি, বিবেক ইতিবাচকভাবে বিকশিত হয়। অর্থাৎ সে সুনাগরিক হয়ে উঠবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বাংলাদেশ সংবিধানের ২৯নং অনুচ্ছেদে সরকারি নিয়োগে সমতার কথা বলা হয়েছে। এটি নাগরিকের মৌলিক অধিকার। এ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদলাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকবে। ধর্ম-বর্ণ, গোষ্ঠী, লিঙ্গ বা জন্মস্থানের কারণে কোনো নাগরিক বৈষম্যের শিকার হবে না। অর্থাৎ নাগরিকের এ অধিকার যদি পূর্ণাঙ্গরূপে বাস্তবায়ন করা যায় তাহলে সে জ্ঞান, দক্ষতা ও প্রশিক্ষণের দিক থেকে ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও যোগ্য হয়ে ওঠার প্রচেষ্টা চালাবে। এছাড়া মৌলিক অধিকারগুলো নাগরিকদের জীবনের যেকোনো অনিশ্চয়তার থেকে মুক্তি দেয়। এর ফলে নাগরিকরাও রাষ্ট্রের প্রতি নিজেদের কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হয়। উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে তাই বলা যায়, সংবিধানে বর্ণিত মৌলিক অধিকারগুলো জনগণের ব্যক্তিত্ব বিকাশে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

**প্রশ্ন ৩১** মানুষ মানুষে সকল প্রকার বৈষম্য দূর করে একটি সুখী দেশ গঠনের জন্যই মুক্তিযুদ্ধে এত মানুষ প্রাণ দিয়েছিল। তাই স্বাধীনতার ১ম বছরেই সংবিধান প্রণয়নের কাজ শুরু হয়। এক বছরের মধ্যেই প্রণীত হয় সংবিধান।

(আখ্যান মহিলা কলেজ, চট্টগ্রাম। প্রশ্ন নং ৫/)

- ক. বাংলাদেশের সংবিধানে অনুচ্ছেদ কয়টি? ১
- খ. ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে কী বুঝ? ২
- গ. উদ্দীপকে যে সংবিধানের কথা বলা হয়েছে তার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর। ৩
- ঘ. যেই স্বপ্নে মুক্তিযোদ্ধারা ত্যাগ স্বীকার করেছিল সংবিধানে তার কিরূপ প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়— ব্যাখ্যা কর। ৪

#### ৩১ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** বাংলাদেশের সংবিধানে ১৫৩টি অনুচ্ছেদ আছে।

**খ** ধর্মনিরপেক্ষতা অর্থ ধর্মহীনতা নয়, বরং সকল ধর্মের ধর্মীয় বিশ্বাস সংরক্ষণ করা।

ধর্মনিরপেক্ষতা নীতির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সংবিধানে বলা হয়েছে যে, রাষ্ট্র কর্তৃক কোনো বিশেষ ধর্মকে উৎসাহ প্রদান, সাম্প্রদায়িকতা এবং ধর্মকে রাজনীতিতে ব্যবহার করা যাবে না এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের হাতিয়ার হিসেবেও ধর্মকে ব্যবহার করা যাবে না। কেউ যাতে কারো ধর্ম পালনে বাধা দিতে না পারে সেজন্য ধর্ম নিরপেক্ষতা রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করা হয়।

**গ** উদ্দীপকে উল্লিখিত সংবিধানের বৈশিষ্ট্য অন্য যেকোনো দেশের সংবিধান থেকে আলাদা।

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীনতা অর্জনের পর বাংলাদেশের জন্য একটি সংবিধান প্রণয়নের প্রয়োজন অনুভূত হয়। এ লক্ষ্যে ১৯৭২ সালের ১১ জানুয়ারি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান 'অস্থায়ী সংবিধান আদেশ' জারি করেন। প্রণীত হয় ৩৪ সদস্যবিশিষ্ট খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটি। বিভিন্ন ধাপে সংবিধান প্রণয়নের কার্যক্রম শেষ করার পর ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর সংবিধান গৃহীত হয় এবং ১৬ ডিসেম্বর থেকে তা কার্যকর হয়।



বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে বাংলাদেশের সংবিধান লিখিত ও দুম্পরিবর্তনীয়। ১৫৩টি অনুচ্ছেদবিশিষ্ট ৮২ পৃষ্ঠার এ সংবিধান ১১টি ভাগে বিভক্ত এবং এর একটি প্রস্তাবনাসহ ৪টি তফসিল আছে। সংবিধানের ২য় ভাগে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিগুলো উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া এ সংবিধানে জনগণের মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে। সেই সাথে উল্লেখ করা হয়েছে বাংলাদেশ হবে একটি এককেন্দ্রিক ও প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র। রাষ্ট্রপতি হবেন রাষ্ট্রের প্রধান এবং তার নামে রাষ্ট্রের সকল কাজ পরিচালিত হবে। তবে প্রধানমন্ত্রী হবেন দেশের প্রধান নির্বাহী এবং শাসনব্যবস্থার মূল কেন্দ্রবিন্দু। তার নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিসভার হাতে দেশের শাসনকাজ পরিচালনার ভার অর্পিত হবে। তবে এগুলো ছাড়াও উদ্দীপকের উল্লিখিত দেশটির সংবিধানের আরো বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

**ঘ** মুক্তিযোদ্ধার যে স্বপ্নে ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন সংবিধানে তার আশানুরূপ প্রতিফলন ঘটেছে।

মৌলিক অধিকার হলো রাষ্ট্রপ্রদত্ত সেসব সুযোগ-সুবিধার সমষ্টি যা নাগরিকের ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য অপরিহার্য। পৃথিবীর সব গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই জনগণের মৌলিক অধিকারগুলো সংবিধানে উল্লিখিত থাকে। বাংলাদেশের সংবিধানের তৃতীয় ভাগের ২৬ থেকে ৪৭ নম্বর অনুচ্ছেদে মৌলিক অধিকারের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।

বাংলাদেশের সংবিধানে উল্লিখিত মৌলিক অধিকারের মাঝে উল্লেখযোগ্য হল আইনের দৃষ্টিতে সাম্য, ধর্মীয়, সরকারি নিয়োগে সমতা, আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার, জীবন ও ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষার অধিকার, চলাফেরার স্বাধীনতা, সমাবেশের অধিকার, সংগঠনের অধিকার, চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা ও বাক-স্বাধীনতা, পেশাগত স্বাধীনতা প্রভৃতি। এ মৌলিক অধিকারগুলোই মুক্তিযোদ্ধাদের স্বাধীন দেশের স্বপ্নের বাস্তবায়ন। কেননা, যেকোনো দেশের সাধারণ জনগণের জন্য এ অধিকারগুলো ন্যায্য অধিকার হিসেবে বিবেচিত হয়। সরকার যদি এগুলো প্রাপ্তির নিশ্চয়তা দেয় তবে নাগরিকের বিচার, বৃদ্ধি, বিবেক ইতিবাচকভাবে বিকশিত হয়। অর্থাৎ সে সুনাগরিক হয়ে উঠবে। সংবিধানের ২৯নং অনুচ্ছেদে সরকারি নিয়োগ সমতার কথা বলা হয়েছে। এ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদলাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকবে। ধর্ম-বর্ণ, গোষ্ঠী, লিঙ্গ বা জন্মস্থানের কারণে কোনো নাগরিক বৈষম্যের শিকার হবে না। অর্থাৎ নাগরিকের এ অধিকার যদি পূর্ণাঙ্গরূপে বাস্তবায়ন করা যায় তাহলে সে জ্ঞান, দক্ষতা ও প্রশিক্ষণের দিক থেকে ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও যোগ্য হয়ে ওঠার প্রচেষ্টা চালাবে। এছাড়া মৌলিক অধিকারগুলো নাগরিকদের জীবনের যেকোনো অনিশ্চয়তা থেকে মুক্তি দেয়। এর ফলে নাগরিকরাও রাষ্ট্রের প্রতি নিজেদের কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হয়।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে তাই বলা যায়, সংবিধানে বর্ণিত মৌলিক অধিকারগুলো জনগণের ব্যক্তিত্ব বিকাশে সহায়ক ভূমিকা রাখে।

**প্রশ্ন ৩২** রক্তাক্ত সংগ্রামের পর 'ক' রাষ্ট্র স্বাধীনতা লাভ করে। স্বাধীনতা লাভের এক বছরের মধ্যে তারা পৃথিবীর একটি অন্যতম সেরা সংবিধান প্রণয়ন করতে সক্ষম হয়। এই সংবিধানে উল্লেখ আছে যে, 'জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস'।

(স্কলারসহোম, সিলেট) প্রশ্ন নং ৬/

- ক. সংবিধান কী? ১
- খ. সংসদীয় গণতন্ত্র বলতে কী বুঝ? ২
- গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সংবিধানের সাথে কোন দেশের সংবিধানের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত উক্তিটি বাংলাদেশের সংবিধানের বৈশিষ্ট্যের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

## ৩২ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য লিখিত ও অলিখিত কিছু মৌলিক নিয়ম-নীতি হলো সংবিধান।

**খ** সংসদীয় গণতন্ত্র এমন এক ধরনের শাসন ব্যবস্থা যেখানে প্রধানমন্ত্রী প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী ক্ষমতার অধিকারী।

শাসন বিভাগ বা নির্বাহী বিভাগ তাদের গৃহীত নীতি ও সিদ্ধান্ত বা কাজকর্মের জন্য আইন বিভাগের নিকট দায়বদ্ধ থাকে। কারণ তারা একই সাথে শাসন বিভাগের এবং আইন বিভাগের সদস্য। এছাড়া সংসদীয় গণতন্ত্রে রাষ্ট্রপতি নামমাত্র রাষ্ট্রপ্রধান এবং প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী মন্ত্রিপরিষদ।

**গ** সৃজনশীল ১ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

**ঘ** সৃজনশীল ১ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

**প্রশ্ন ৩৩** 'ক' নামক রাষ্ট্র দীর্ঘদিন ঔপনিবেশিক শাসনের অধীনে ছিল। স্বাধীনতা লাভের পূর্বে উক্ত অঞ্চলটিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। স্বাধীনতা লাভের পর নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে সংবিধান প্রণয়নের লক্ষ্যে গণপরিষদ গঠন করা হয়। গণপরিষদ দীর্ঘসময় ব্যয় করে সংবিধান তৈরি করলেও তা জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে ব্যর্থ হয়। কারণ, সংবিধানে জনগণের মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা ছিল না এবং নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে পৃথক করা হয়নি। তা ছাড়া সংবিধানে একটি বিশেষ ধর্মকে বিশেষ মর্যাদা প্রদান জনমনে হতাশা সৃষ্টি করে।

(জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট) প্রশ্ন নং ৪/

- ক. বাংলাদেশের রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিগুলো কী কী? ১
- খ. সংবিধান স্বীকৃত নাগরিক অধিকার বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. 'ক' রাষ্ট্রের সংবিধান প্রণয়ন প্রক্রিয়ার সঙ্গে বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন প্রক্রিয়ার কি কোনো মিল আছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. 'ক' রাষ্ট্রের সংবিধান অপেক্ষা বাংলাদেশের সংবিধান উত্তম'-উক্তিটির পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

## ৩৩ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** বাংলাদেশের রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিগুলো হলো— ১. জাতীয়তাবাদ, ২. গণতন্ত্র, ৩. সমাজতন্ত্র ও ৪. ধর্মনিরপেক্ষতা।

**খ** সংবিধান স্বীকৃত নাগরিক অধিকার বলতে রাষ্ট্রপ্রদত্ত সেসব সুযোগ-সুবিধাকে বোঝায় যা ব্যতীত নাগরিকদের ব্যক্তিত্বের বিকাশ সম্ভব নয়। মানুষের ব্যক্তিত্ব ও মেধা বিকাশের জন্য একান্তভাবে অপরিহার্য যে সকল অধিকার রাষ্ট্র কর্তৃক বলবৎ হয় সেইগুলোই নাগরিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত। নাগরিক অধিকার ব্যতীত সভ্য জীবনযাপন করা সম্ভব নয়। সকল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই জনগণের নাগরিক অধিকারসমূহ তাদের শাসনতন্ত্রে সন্নিবেশিত থাকে। গণতান্ত্রিক সমাজের মূলভিত্তি হলো নাগরিক অধিকার।

**গ** না, উদ্দীপকে উল্লিখিত 'ক' রাষ্ট্রের সংবিধান প্রণয়ন প্রক্রিয়ার সাথে বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন প্রক্রিয়ার কোনো মিল নেই।

বাংলাদেশ অতি দ্রুততার সাথে একটি অনন্য প্রকৃতির সংবিধান রচনা করে। বাংলাদেশের সংবিধান রচনা করতে মাত্র নয় মাস সময় লাগে এবং সেখানে জনগণের অধিকারসমূহ সম্পূর্ণরূপে সংরক্ষণ করা হয়েছে। এ সংবিধান জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে সমর্থ হয়েছে। কেননা এটিতে অর্থনৈতিক মুক্তি ও সামাজিক ন্যায়বিচারের বিষয়টি ফুটে উঠেছে। এছাড়া সর্বজনীন ভোটাধিকার প্রদান করা হয়েছে। বিচার বিভাগকে জনগণের মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষায় একমাত্র রক্ষাকবচ হিসেবে বিবেচনা করে, সংবিধানের মাধ্যমে নির্বাহী বিভাগ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক করা হয়েছে। আবার বাংলাদেশ সংবিধানে



ধর্মনিরপেক্ষতার বিষয়টিও অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে উল্লেখ করা হয়েছে। সকল প্রকার সাম্প্রদায়িকতা বিলোপ ও সকল ধর্মের মানুষের সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সংবিধানে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, 'ক' নামক রাষ্ট্র স্বাধীনতা লাভের পর দীর্ঘসময় ব্যয় করে একটি সংবিধান তৈরি করলেও তা জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে ব্যর্থ হয়। কেননা, সংবিধানে জনগণের মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা ছিল না এবং নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে পৃথক করা হয়নি। এছাড়া সংবিধানে একটি ধর্মকে বিশেষ মর্যাদা প্রদান করা হয়। সুতরাং উক্ত রাষ্ট্রের সংবিধান প্রণয়ন প্রক্রিয়ার সাথে বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন প্রক্রিয়ার কোনো মিল নেই।

**ঘ** উদ্দীপকের 'ক' রাষ্ট্রের সংবিধান অপেক্ষা বাংলাদেশের সংবিধান উত্তম।

সংবিধান হলো রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি সংবলিত সর্বোচ্চ দলিল। এর মাধ্যমেই জনগণের দাবি পূরণ, রাষ্ট্রের উন্নয়ন তথা রাষ্ট্রের সার্বিক কার্য সম্পাদিত হয়। তাই সংবিধান এমন হওয়া প্রয়োজন যাতে জনগণের স্বার্থ রক্ষা হয়। বাংলাদেশের সংবিধানের ক্ষেত্রে জনগণের স্বার্থ রক্ষার বিষয়টিই পরিলক্ষিত হয়।

বাংলাদেশের সংবিধানে গণতন্ত্রকে রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতি করা হয়েছে। এতে জনগণের মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা রয়েছে। এ সংবিধানে প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধানে বাঙালি জাতীয়তাবাদ অর্থাৎ বাঙালি জাতির ঐক্য ও সংহিতিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। এছাড়া শোষণমুক্ত, ন্যায়ানুগ ও সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠার নিশ্চয়তা পাওয়া যায় বাংলাদেশের সংবিধান থেকে। এছাড়া এ সংবিধানে সাম্প্রদায়িকতা পরিহার তথা সকল প্রকার ধর্মীয় বৈষম্য বিলোপের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। সংবিধানে জনগণের জীবনযাত্রার বস্তুগত ও সংস্কৃতিগত উন্নতি সাধনের কথা বলা হয়েছে। এতে জনগণের সব ধরনের অধিকার রক্ষার নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে।

উদ্দীপকের 'ক' রাষ্ট্রের সংবিধানে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে ব্যর্থ হয়। কেননা, এ সংবিধানে জনগণের মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা ছিল না এবং নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে পৃথক করা হয়নি। এছাড়া সংবিধানে একটি বিশেষ ধর্মকে বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হয়। তাই বলা যায় যে, 'ক' রাষ্ট্রের সংবিধান অপেক্ষা বাংলাদেশের সংবিধান উত্তম।

**প্রশ্ন ৩৪** 'ক' দেশের নাগরিকগণ তাদের ইচ্ছামতো ধর্ম চর্চা করতে পারে। এছাড়াও সে দেশের সংবিধানে জনগণের সরকারি নিয়োগ লাভের সমতা, আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার, আইনের দৃষ্টিতে সমতা, চলাফেরা ইত্যাদিও অধিকার সন্নিবেশিত হয়েছে। তবে সে দেশের নাগরিকগণ সরকারের বিরুদ্ধে কিছু লিখতে পারে না।

*[সাতক্ষীরা সরকারি মহিলা কলেজ | প্রশ্ন নং ৪]*

- |  |   |
|--|---|
| ক. বাংলাদেশের সরকারের বিভাগ কয়টি ও কী কী?   | ১ |
| খ. বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশনের দুটি কাজ লেখো।  | ২ |
| গ. 'ক' দেশের সংবিধানের সাথে বাংলাদেশের সংবিধানের কতটুকু মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো।      | ৩ |
| ঘ. বাংলাদেশের সংবিধান কোন অর্থে 'ক' দেশের সংবিধান থেকে অধিক গণতান্ত্রিক— বিশ্লেষণ করো। | ৪ |

#### ৩৪ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** বাংলাদেশ সরকারের বিভাগ ৩টি— আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগ।

**খ** বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন একটি স্বাধীন সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান। সংবিধানের ১১৯ (১) নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নির্বাচন কমিশনের প্রধান

দুটি কাজ হলো— ১. সংসদ নির্বাচনের জন্য নির্বাচনি এলাকার সীমানা নির্ধারণ ও ২. রাষ্ট্রপতি পদের এবং সংসদের নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা প্রস্তুতকরণ।

**গ** উদ্দীপকে উল্লিখিত 'ক' দেশের সংবিধানের সাথে বাংলাদেশের সংবিধানের অনেকাংশেই মিল রয়েছে।

উদ্দীপকের 'ক' দেশের সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতাসহ বেশ কিছু মৌলিক অধিকারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যা বাংলাদেশের সংবিধানেও রয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষতা বাংলাদেশের সংবিধানের চারটি মূলনীতির অন্যতম। এছাড়া বাংলাদেশের সংবিধানের উল্লিখিত ১৮টি মৌলিক অধিকারের মধ্যে জনগণের সরকারি নিয়োগ লাভের সমতা, আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার, আইনের দৃষ্টিতে সমতা, চলাফেরার স্বাধীনতা ইত্যাদি অধিকার উল্লেখ করা হয়েছে যা উদ্দীপকের 'ক' দেশের সংবিধানেও রয়েছে।

তবে একটি বিষয়ে 'ক' দেশের সংবিধানের সাথে বাংলাদেশের সংবিধানের অমিল লক্ষ্য করা যায়। তা হলো গণমাধ্যমের স্বাধীনতা বা চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা। বাংলাদেশের সংবিধানে ৩৯নং অনুচ্ছেদে এ মৌলিক অধিকারটি থাকলেও 'ক' দেশের সংবিধানে সেটা নেই।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, উদ্দীপকে আলোচিত 'ক' দেশের সংবিধানের সাথে বাংলাদেশের সংবিধানের সামান্য অমিল থাকলেও বেশ কিছু মিল পরিলক্ষিত হয়।

**ঘ** বাংলাদেশের সংবিধানের সাথে উদ্দীপকের 'ক' দেশের সংবিধানের মৌলিক পার্থক্য হলো চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা ও বাক স্বাধীনতা। এ পার্থক্যের কারণেই মূলত বাংলাদেশের সংবিধান 'ক' দেশের সংবিধান থেকে অধিক গণতান্ত্রিক।

উদ্দীপকে 'ক' দেশের সংবিধানে ধর্ম নিরপেক্ষতার কথা বলা হয়েছে। তবে বাংলাদেশের সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতাসহ মোট চারটি মূলনীতি রয়েছে। আর তা হলো— জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা। নিঃসন্দেহে এগুলো 'ক' দেশের সংবিধান অপেক্ষা বাংলাদেশের সংবিধানকে অধিক গণতান্ত্রিক করে তুলেছে। এছাড়া বাংলাদেশের সংবিধানে মোট ১৮টি মৌলিক অধিকারের কথা বলা হয়েছে, যা উদ্দীপকের 'ক' দেশের সংবিধানের উল্লিখিত মৌলিক অধিকারসমূহের চেয়ে অধিক গণতান্ত্রিক অধিকার দেয়। যথা— চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা, পেশা ও বৃন্দ্রের স্বাধীনতা, সমাবেশের স্বাধীনতা ইত্যাদি।

সুতরাং উপরোক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতির স্পষ্ট উল্লেখ থাকায় এবং বাক স্বাধীনতাসহ মৌলিক অধিকারের বিবেচনায় বাংলাদেশের সংবিধান উদ্দীপকের 'ক' দেশের সংবিধান অপেক্ষা অধিক গণতান্ত্রিক ও উত্তম।

**প্রশ্ন ৩৫** পলাশ ও শিমুল দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী। তারা দুজন 'ক' রাষ্ট্রের সংবিধান সংশোধন সম্পর্কে আলোচনা করছিল। পলাশ 'X' সংশোধনীর মাধ্যমে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তনকে প্রশংসা করেন। শিমুল 'Y' সংশোধনী সম্পর্কে বলেন যে, প্রায় ৪০ বছর পর এ সংশোধনীর মাধ্যমে মূল সংবিধানে ফিরে যাওয়ার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়।

*[কালকারি সরকারি মহিলা কলেজ | প্রশ্ন নং ৫]*

- |  |   |
|--|---|
| ক. বাংলাদেশের সংবিধানে কয়টি অনুচ্ছেদ রয়েছে?  | ১ |
| খ. বাংলাদেশ সংবিধানের রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি ব্যাখ্যা করো।  | ২ |
| গ. উদ্দীপকে 'X' সংশোধনীর সাথে বাংলাদেশ সংবিধানের কোন সংশোধনীর মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো।  | ৩ |
| ঘ. উদ্দীপকে শিমুলের মন্তব্যটি 'Y' সংশোধনীর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বাংলাদেশ সংবিধানের অনুরূপ সংশোধনীটির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। মতামত দাও। | ৪ |



ক. বাংলাদেশ সংবিধানের ১৫৩টি অনুচ্ছেদ রয়েছে।

খ. রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতির সংযোজন বাংলাদেশের সংবিধানের এক অনন্য বৈশিষ্ট্য।

সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি লিপিবদ্ধ করা হয়। জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাকে মূলনীতি হিসেবে ঘোষণা করা হয়। সংবিধানের প্রস্তাবনা অংশেও বলা হয়েছে, আমরা অঙ্গীকার করছি যে, যে সকল মহান আদর্শ আমাদের বীর জনগণকে জাতীয় মুক্তিসংগ্রামে আত্মনিয়োগ ও প্রাণোৎসর্গ করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল- জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার সেই সকল আদর্শ এ সংবিধানের মূলনীতি হবে।

গ. উদ্দীপকের 'X' সংশোধনীর সাথে বাংলাদেশ সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীর সাদৃশ্য আছে।

উদ্দীপকে উল্লিখিত 'X' সংশোধনীর মাধ্যমে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তনের কথা বলা হয়েছে। বাংলাদেশে সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তন করা হয়েছিল। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের উল্লিখিত 'X' সংশোধনীর সাথে বাংলাদেশ সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীর মিল রয়েছে।

বাংলাদেশ সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনী বিল ১৯৯১ সালের ৬ আগস্ট জাতীয় সংসদে গৃহীত হয়েছিল। ১৯৭২ সালের সংবিধানে সংসদীয় সরকারব্যবস্থা ছিল। ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি বাংলাদেশ সংবিধানের ৪র্থ সংশোধনীর মাধ্যমে তা বাতিল করা হয়েছিল। এরপর দীর্ঘ ১৭ বছর পর দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংসদীয় সরকারব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তন করা হয়। এ সংশোধনীর মাধ্যমেই দায়িত্বশীল সরকারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সংশোধনীর মাধ্যমেই বাংলাদেশের নির্বাহী ক্ষমতার অধিকারী হন প্রধানমন্ত্রী, আর রাষ্ট্রপতি নিয়মতান্ত্রিক প্রধানের পরিণত হন।

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত 'ক' রাষ্ট্রের 'Y' সংশোধনীটির ক্ষেত্রে বলা হয়েছে, এ সংশোধনীর মাধ্যমে প্রায় ৪০ বছর পূর্বের সংবিধানে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করা হয়। এ সংশোধনীর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বাংলাদেশের সংশোধনী হলো পঞ্চদশ সংশোধনী।

বাংলাদেশ সংবিধান প্রণীত হওয়ার পর প্রায় ৪০ বছর পরে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী প্রণীত হয়। ২০১১ সালের ৩০ জুন সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী পাস হয়। সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর ফলে ১৯৭২ সালের মূল সংবিধানের বেশির ভাগ ধারা ফিরে আসে এবং সংবিধানে আমূল পরিবর্তন সূচিত হয়। ১৯৭২ সালে প্রণীত সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনার ৪টি মূলনীতির কথা বলা হয়েছে। এগুলো হলো- জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতা। কিন্তু সংবিধানের ৫ম সংশোধনীর মাধ্যমে সমাজতন্ত্র-এর পরিবর্তে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায়বিচার অর্থে সমাজতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতা-এর পরিবর্তে 'সর্বশক্তিমান আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপন করা' নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল। সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে তা পুনরায় সংবিধান প্রণয়নকালীন সময়ের মূলনীতিতে ফিরিয়ে নেওয়া হয়। ১৯৭২ সালের সংবিধানে নির্বাচনের ক্ষেত্রে আলাদা কোনো সরকার ব্যবস্থা উল্লেখ ছিল না। সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংসদ ভেঙ্গে যাওয়ার পর নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের বিধান যুক্ত করা হয়েছিল। একটি শান্তিপূর্ণ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে নির্বাচন কমিশনের সর্বতোভাবে সহযোগিতা করার কথা বলা হয়েছিল। সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে এ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল করে পুনরায় ১৯৭২ সালের সংবিধানের অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

আলোচনার শেষে বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত 'Y' সংশোধনীর সাথে বাংলাদেশ সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর যথেষ্ট পরিমাণ সামঞ্জস্য রয়েছে।

প্রশ্ন-৩৬ একটি রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য প্রয়োজন মৌলিক দলিল। 'ক' রাষ্ট্রটি স্বাধীন হওয়ার এক বছরের মধ্যে উক্ত দলিলটি রচিত হয়। দলিলটিতে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য বেশকিছু বৈশিষ্ট্য উল্লেখ আছে। রাষ্ট্রটির মৌলিক দলিলটি জাতীয় প্রয়োজনে কয়েকবার সংশোধন করা হয়েছে।

[সরকারি শাহ সুলতান কলেজ, কুষ্টিয়া। প্রশ্ন নং ২/]

- ক. বাংলাদেশের সংবিধান কত তারিখে কার্যকর হয়? ১
- খ. বাংলাদেশের সংবিধানের একটি মূলনীতি ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. উদ্দীপকে 'ক' রাষ্ট্র বলতে কোন রাষ্ট্রের ইঙ্গিত করা হয়েছে? উক্ত রাষ্ট্রটির মৌলিক দলিলের দুটি বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে উক্ত রাষ্ট্রটির মৌলিক দলিল সংশোধনের যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ কর। ৪

### ৩৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. বাংলাদেশের সংবিধান ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর থেকে কার্যকর হয়।

খ. গণতন্ত্রের প্রতি অদম্য স্পৃহাই বাঙালি জাতিকে স্বাধীনতা সংগ্রামে অনুপ্রাণিত করেছিল। তাই সংবিধানে গণতন্ত্রকে রাষ্ট্রের অন্যতম মূল স্তম্ভ হিসেবে ঘোষণা করা হয়। সংবিধানের ১১ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'প্রজাতন্ত্র হবে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকবে।' প্রশাসনের সর্বস্তরে জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ নিশ্চিত করা হবে। প্রাপ্ত বয়স্কদের সর্বজনীন ভোটাধিকারের মাধ্যমে সরকার নির্বাচিত হবে।

গ. উদ্দীপকে 'ক' রাষ্ট্র বলতে বাংলাদেশকে বোঝানো হয়েছে। কারণ বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার এক বছর পর ১৯৭২ সালে সংবিধান প্রণয়ন করা হয় এবং প্রণয়নের পর থেকে জাতীয় প্রয়োজনে ১৬ বার তা সংশোধনও করা হয়।

উদ্দীপকে উল্লেখ রয়েছে 'ক' রাষ্ট্রটি স্বাধীন হওয়ার এক বছরের মধ্যে মৌলিক দলিল রচনা করে। জাতীয় প্রয়োজনে মৌলিক দলিলটি কয়েকবার সংশোধন করা হয়। সুতরাং 'ক' রাষ্ট্রের মৌলিক দলিল বলতে এখানে বাংলাদেশের সংবিধান বোঝানো রয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধানের দুটি বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করা হলো-

- লিখিত সংবিধান: বাংলাদেশ সংবিধান লিখিত। এ সংবিধানে ১৫৩টি অনুচ্ছেদ, ৮২ পৃষ্ঠা ও ১১টি ভাগে বিভক্ত এবং এর একটি প্রস্তাবনাসহ ৪টি তফসিল রয়েছে।
- দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান: বাংলাদেশের সংবিধান দুষ্পরিবর্তনীয়। সাধারণত সংসদের দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে সংবিধানে প্রয়োজনীয় সংশোধনী প্রস্তাব পাস করানো যায়।

ঘ. উদ্দীপকে উক্ত রাষ্ট্রটি অর্থাৎ বাংলাদেশের মৌলিক দলিল সংশোধনের যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করা হলো-

সংবিধান হলো একটি রাষ্ট্রের দর্পণ। এতে একটি জাতির জীবন পন্থতি মূর্ত হয়ে ওঠে। এরিস্টটল বলেছেন, 'সংবিধান হলো এমন একটি জীবন পন্থতি, যা রাষ্ট্র স্বয়ং বেছে নিয়েছে'। জীবন যেমন গতিশীল, রাষ্ট্রও তেমনি গতিশীল। মানব সমাজের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনধারায় যে পরিবর্তন সূচিত হয়, তা থেকে রাষ্ট্রীয় জীবনধারা বিচ্ছিন্ন হয় না। ফলে সংবিধান সংশোধনের প্রয়োজন হয়। বাংলাদেশের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার সাথে সজাতি রেখে ১৬ বার সংবিধান সংশোধন করার মাধ্যমে রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হয়েছে।

১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে যারা বিরোধিতা করেছিল এবং মানবতাবিরোধী অপরাধে অপরাধী তাদের বিচারের প্রয়োজনীয়তা থেকে প্রথম সংশোধনী পাস করা হয়। নতুন যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে



আনতে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতিকে জরুরি অবস্থা জারির ক্ষমতা দেওয়া হয় দ্বিতীয় সংশোধনীতে। সংসদীয় ঐতিহ্যের অভাব, অর্থনৈতিক সংকট, সম্মানস্বাদী কার্যকলাপ, আন্তর্জাতিক চক্রান্ত ও শোষণমূলক সমাজের জন্য চতুর্থ সংশোধনী পাস করার মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়।

দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংসদীয় সরকারব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তন করা হয়। যা সুশাসনের জন্য উল্লেখযোগ্য হয়ে আছে। সবচেয়ে বড় সংশোধনী হলো পঞ্চদশ সংশোধনী। এই সংশোধনীর সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো এই সংশোধনী দ্বারা নির্বাচিত ব্যক্তি ছাড়া সরকার পরিচালনা করার অধিকার কারো নেই- সংবিধানের এই মর্মবাণীকে সমুল্য রাখা হয়। এর ফলে সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত হয়েছে।

উপরোক্ত আলোচনা শেষে বলা যায়, বাংলাদেশের মৌলিক দর্শন তথা সংবিধান সংশোধন করা ছিল সময়ের চাহিদানুযায়ী যৌক্তিক সিদ্ধান্ত।

**প্রশ্ন ৩৭** 'বিজয়' একটি সামাজিক সংগঠন। সংগঠনটি একটি আলোচনা সভার আয়োজন করেছে। উক্ত সভায় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ বিভিন্ন রাষ্ট্রের সংবিধান নিয়ে বক্তব্য উপস্থাপন করেন। জনাব একাক্ষর বাংলাদেশের সংবিধানে বর্ণিত মৌলিক অধিকারসমূহ বিশেষ করে গ্রেপ্তার ও আটক, বিচার ও দণ্ড এবং চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা বিয়ের ওপর ব্যাখ্যা দিলেন।

(নীলফামারী সরকারি মহিলা কলেজ, প্রশ্ন নং ৬/)

- ক. কবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান রচিত হয়? ১
- খ. সুপ্রিম জুডিসিয়াল কাউন্সিল বলতে কী বুঝ? ২
- গ. জনাব একাক্ষর যে বিষয়সমূহের উপর ব্যাখ্যা দিয়েছেন সেগুলো ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. জনাব একাক্ষর কর্তৃক বর্ণিত মৌলিক অধিকারসমূহ রক্ষার উপায় কী কী? ৪

#### ৩৭ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক.** গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান রচিত হয় ১৯৭২ সালে।

**খ.** বিচারকরা যদি সংবিধান লঙ্ঘন কিংবা অসদাচরণের দায়ে অভিযুক্ত হন, সে ক্ষেত্রে তাদের অপরাধ তদন্ত এবং অপসারণের জন্য যে কমিশন গঠন করা হয় তাকে জুডিসিয়াল কাউন্সিল বলা হয়।

প্রধান বিচারপতি এবং জ্যেষ্ঠ দুজন বিচারকদের সমন্বয়ে মোট ৩ জন সদস্য নিয়ে সুপ্রিম জুডিসিয়াল কাউন্সিল গঠিত হয়। প্রধান বিচারপতি যদি কোনো ব্যক্তি বা অন্যকোনো সূত্রে কোনো বিচারকের আচরণের বিষয়ে অভিযোগ গ্রহণ করেন তাহলে প্রধান বিচারপতি আপিল বিভাগের পরবর্তী দুই জ্যেষ্ঠ বিচারকে নিয়ে তদন্ত করবেন। তদন্তে যদি প্রাথমিকভাবে দেখা যায় অভিযোগের প্রাথমিক ভিত্তি রয়েছে, তখন প্রধান বিচারপতি রাষ্ট্রপতির উক্ত অভিযোগ কাছে প্রেরণ করবেন।

**গ.** জনাব একাক্ষর যে বিষয়সমূহের ওপর ব্যাখ্যা দিয়েছে সেগুলো হলো মৌলিক অধিকার।

মৌলিক অধিকার বলতে রাষ্ট্রপ্রদত্ত সেসব সুযোগ-সুবিধাকে বোঝায়, যা নাগরিকদের ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য একান্ত অপরিহার্য। মানুষের সুস্থ, সুন্দর ও স্বাভাবিক জীবনযাপন এবং ব্যক্তিত্ব ও মেধা বিকাশের জন্য মৌলিক অধিকার অপরিহার্য বিষয়। সকল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই জনগণের মৌলিক অধিকারসমূহ তাদের শাসনতন্ত্রে সন্নিবেশিত থাকে। মূলত গণতান্ত্রিক সমাজের ভিত্তিমূল হলো মৌলিক অধিকার। নাগরিকের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত হলে নাগরিকগণও রাষ্ট্রের প্রতি নিজেদের কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনে উৎসাহ বোধ করে। আইনের দৃষ্টিতে সাম্য, আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার, বিচার ও দণ্ড সম্পর্কে রক্ষাকবচ, চলাফেরার স্বাধীনতা, চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা এবং বাক-স্বাধীনতা, ধর্মীয় স্বাধীনতা, সম্পত্তির অধিকার প্রভৃতি মৌলিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত।

সংবিধান অনুযায়ী একজন নাগরিক আইনের আশ্রয় লাভ এবং আইনানুযায়ী অধিকার লাভ করতে পারবে। গ্রেফতারকৃত কোনো ব্যক্তিকে গ্রেফতারের কারণ জ্ঞাপন না করে প্রহরায় আটক রাখা যাবে না। আইন ভঙ্গ করার অপরাধ ছাড়া কোনো ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করা যাবে না। এক অপরাধের জন্য কোনো ব্যক্তিকে একাধিকবার ফৌজদারিতে সোপর্দ ও দণ্ডিত করা যাবে না। ফৌজদারি অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তি আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ আদালত বা ট্রাইব্যুনালে দ্রুত ও প্রকাশ্য বিচার লাভের অধিকারী হবেন। সংবিধানের ৩৯ নম্বর ধারা অনুযায়ী ১৯৭২ সালের সংবিধানে বাকস্বাধীনতা বিষয়ে সুস্পষ্ট বিধান রয়েছে। প্রত্যেক নাগরিকের বাক ও ভাব প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকার সংরক্ষণ করা হয়েছে।

**ঘ.** উদ্দীপকের জনাব একাক্ষর কর্তৃক বর্ণিত মৌলিক অধিকারসমূহ রক্ষার উপায় হলো আইনের শাসন।

মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আইনের শাসন অত্যাাবশ্যক। আইনের শাসন না থাকলে সমাজে অনাচার, অরাজকতা সৃষ্টি হয়। আইনের শাসন অনুপস্থিত থাকলে নাগরিক স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, সামাজিক মূল্যবোধ, সাম্য কিছুই থাকে না। আইনের শাসনের অর্থ হচ্ছে— কেউ আইনের উর্ধ্বে নয়, সবাই আইনের অধীন। আইনের চোখে সবাই সমান। রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে ধনী-দরিদ্র, সবল-দুর্বল সকলে সমান অধিকার লাভ করবে।

আইনের শাসনের প্রাধান্য থাকলে সরকার ক্ষমতার অপব্যবহার থেকে বিরত থাকবে এবং জনগণ আইনের বিধান মেনে চলবে। আইনের শাসন দ্বারা শাসক ও শাসিতের সুসম্পর্ক সৃষ্টি হয়। সরকার স্থায়িত্ব লাভ করে এবং রাষ্ট্রে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। এর অভাবে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ণ হয় এবং দেশে নানা রকম অনিয়ম, অপরাধ, বিশৃঙ্খলা, প্রভৃতি বিরাজ করে। আর বিশৃঙ্খলা, অশান্তি ও হানাহানি সমাজের শক্ত ভিতকে দুর্বল করে দেবে। সুতরাং জনগণের মৌলিক অধিকার এবং সমাজকে অনাচার ও অরাজকতা হতে রক্ষায় আইনের শাসন অপরিহার্য। আইনের শাসন একটি সভ্য সমাজের মানদণ্ড। আলোচনা শেষে বলা যায়, মৌলিক অধিকার রক্ষার উপায় হলো ন্যায় বিচার তথা আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা।

**প্রশ্ন ৩৮** সুমাইয়ার দেশের সংবিধান একটি লিখিত সংবিধান। সংসদীয় পদ্ধতির সরকার, দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভা, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ইত্যাদি এ সংবিধানের মূল বৈশিষ্ট্য। এ সংবিধান সংশোধনের জন্য আইনসভার তিন-চতুর্থাংশের সদস্যদের সমর্থন প্রয়োজন। সংবিধানটিতে জনগণের মৌলিক অধিকারের উল্লেখ থাকলেও রাষ্ট্র চালনার 'মূলনীতির' কোনো উল্লেখ নেই।

(নিজামাবাদ হাবিবুল্লাহ মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, উত্তরা, ঢাকা। প্রশ্ন নং ৪/)

- ক. কত সালের কত তারিখে বাংলাদেশ সংবিধান কার্যকর হয়েছে? ১
- খ. বাংলাদেশ সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীর মূল বিষয়বস্তু কী ছিল ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. সুমাইয়ার দেশের সংবিধানের সাথে বাংলাদেশ সংবিধানের সাদৃশ্য দেখাও। ৩
- ঘ. বাংলাদেশের সংবিধান সুমাইয়ার দেশের সংবিধান অপেক্ষা উত্তম— তুমি কী একমত? যুক্তি দিয়ে লেখ। ৪

#### ৩৮ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক.** ১৯৭২ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশের সংবিধান কার্যকর হয়েছে।

**খ.** বাংলাদেশ সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীর মূল বিষয়বস্তু হলো রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের পরিবর্তে মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন।



মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতির পরিবর্তে প্রধানমন্ত্রী সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকার লাভ করেন। এ ব্যবস্থা অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশে একটি মন্ত্রিসভা থাকবে বলে বলা হয়। মন্ত্রী পরিষদ তার কাজের জন্য আইন সভার নিকট দায়ী থাকবে। মোট কথা, দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা সংকুচিত করে প্রধানমন্ত্রীকে অসীম ক্ষমতালী করা হয়।

গ. সুমাইয়ার দেশের সংবিধানের সাথে বাংলাদেশের সংবিধানের বেশ কিছু মিল রয়েছে।

বাংলাদেশের সংবিধান একটি লিখিত সংবিধান। সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা চালু আছে। সংবিধানের ২২ নং অনুচ্ছেদে বিচার বিভাগের স্বাধীনতার স্বীকৃতি দেয়া আছে। বাংলাদেশের সংবিধানে মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে ২৬ থেকে ৪৭ নং অনুচ্ছেদে।

সুমাইয়ার দেশের সংবিধানের মূল বৈশিষ্ট্যের মধ্যে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও জনগণের মৌলিক অধিকারের উল্লেখ রয়েছে। যেগুলোর সাথে বাংলাদেশের সংবিধানের মিল রয়েছে। তবে কিছু অমিলও রয়েছে। যেমন— সুমাইয়ার দেশে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভা, কিন্তু বাংলাদেশের আইনসভা এককক্ষবিশিষ্ট। এতদসত্ত্বেও সাদৃশ্যই বেশি দেখা যাচ্ছে।

ঘ. বাংলাদেশের সংবিধান সুমাইয়ার দেশের সংবিধান অপেক্ষা উত্তম—বস্তৃত্বের সাথে আমি একমত।

উদ্দীপকে সুমাইয়ার দেশের সংবিধানের সাথে বাংলাদেশের সংবিধানের যেসব মিল রয়েছে তা হলো— লিখিত সংবিধান, সংসদীয় সরকার, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, মৌলিক অধিকার। এরপরও সুমাইয়ার দেশের সংবিধান অপেক্ষা বাংলাদেশের সংবিধান উত্তম। কারণ বাংলাদেশের সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি উল্লেখ আছে। যা সুমাইয়ার দেশের সংবিধান নেই। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশের সংবিধান উত্তম।

বাংলাদেশের সংবিধানের ২য় ভাগে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি লিপিবদ্ধ করা আছে। বাংলাদেশের রাষ্ট্র পরিচালনার চারটি মূলনীতি হল— জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা। বাংলাদেশের আইনসভা এক কক্ষ বিশিষ্ট। বাংলাদেশের সংবিধান সংশোধন পদ্ধতিও সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই দিক থেকে সুমাইয়ার দেশের সংবিধান অপেক্ষা বাংলাদেশের সংবিধান শ্রেয়। উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি এবং এককক্ষবিশিষ্ট আইন সভার উল্লেখ থাকায় বাংলাদেশের সংবিধান সুমাইয়ার দেশের সংবিধান অপেক্ষা উত্তম।

প্রশ্ন ৩৯ ফারিয়া একজন প্রতিবন্ধী। তার দুটি হাতই তিনি দুর্ঘটনায় হারিয়েছেন। তারপরও তিনি লিখতে পারেন, অনেক কাজও করতে পারেন। তিনি একটি সরকারি চাকরির ভাইভা দিতে গেলে তাকে চাকরি দেওয়া হবে না বলে ভাইভা বোর্ডে জানিয়ে দেওয়া হয়।

[যদিও সরকারি মহিলা কলেজ। প্রশ্ন নং ৪]

ক. কত তারিখে বাংলাদেশ সংবিধান কার্যকর হয়? ১

খ. সংবিধানের মূলনীতি কয়টি? ২

গ. উদ্দীপকে ফারিয়া বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী কোন ধরনের অধিকার থেকে বঞ্চিত? তা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ফারিয়ার উক্ত অধিকারগুলো কীভাবে রক্ষা করা যাবে বলে তুমি মনে কর? বাংলাদেশের সংবিধানের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

ক. বাংলাদেশের সংবিধান ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর কার্যকর হয়।

খ. রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতির সংযোজন বাংলাদেশের সংবিধানের এক অনন্য বৈশিষ্ট্য।

বাংলাদেশ সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি লিপিবদ্ধ করা হয়। বাংলাদেশের সংবিধানের মূলনীতি চারটি। জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাকে মূলনীতি হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

গ. উদ্দীপকে ফারিয়া বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী পেশাগত স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন।

ফারিয়া একজন প্রতিবন্ধী। দুর্ঘটনায় তিনি দুটি হাত হারিয়ে ফেললেও তার লিখতে কোন অসুবিধা হয় না। ফারিয়া লিখতে ও অন্যান্য কাজও করতে পারেন। তবুও ভাইভা বোর্ড তাকে চাকরিদানে অস্বীকৃতি জানায়। এতে করে তাকে তার পেশাগত অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। সংবিধানের ৪০ নম্বর ধারা অনুসারে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসংগত বাধা নিষেধ সাপেক্ষে কোন পেশা বা বৃত্তি গ্রহণের কিংবা কারবার বা ব্যবসা পরিচালনার জন্য আইনের দ্বারা কোন যোগ্যতা নির্ধারিত হয়ে থাকলে অনুরূপ যোগ্যতা সম্পন্ন প্রত্যেক নাগরিকের যেকোন আইনগত পেশা বা বৃত্তি গ্রহণের অধিকার থাকবে। সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রের যেকোন নাগরিক আইনানুগ পেশা অবলম্বন ও আইনসংগত ব্যবসা পরিচালনা বা চাকরি করতে পারেন।

বাংলাদেশের সংবিধানে প্রদত্ত অধিকারগুলো মূলত রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকার। তাই বলা যায় উদ্দীপকে ফারিয়াকে চাকরীর সুযোগ না দেওয়ায় তার পেশাগত স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করা হয়েছে।

ঘ. আলোচ্য উদ্দীপকে ফারিয়ার উক্ত অধিকারগুলো রক্ষা করার জন্য মৌলিক অধিকার, পেশা ও বৃত্তির স্বাধীনতা রক্ষা করতে হবে।

ফারিয়াকে চাকরি না দিয়ে তার মৌলিক অধিকারগুলো খর্ব করা হয়েছে। এখানে ফারিয়ার অধিকার ফিরিয়ে দেবার জন্য মৌলিক অধিকার সমূহ অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে। মৌলিক অধিকার নাগরিকের পবিত্র অধিকার। রাষ্ট্রের নাগরিকদের স্বাধীনতার প্রয়োজনে অনেক সময় মৌলিক অধিকার সমূহের উপর সরাসরি হস্তক্ষেপ অত্যাৱশ্যক হয়ে পড়ে। ফারিয়া একজন প্রতিবন্ধী বলে তাকে চাকরি দানে অস্বীকৃতি জানানো যাবে না। চাকরি করার জন্য যেমন গুণ বা যোগ্যতা থাকা দরকার ফারিয়ার মধ্যে তার সবই বিদ্যমান ছিল। তাই তার চাকরি লাভের জন্য সংবিধান অনুযায়ী যেসব অধিকার রয়েছে তা বলবৎ করতে হবে। তাছাড়া প্রয়োজনে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

রাষ্ট্রের সর্বস্তরের এই বিশেষ চাহিদার জনগোষ্ঠী বা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতি সদয় হতে হবে এবং দৃষ্টিভঙ্গি থাকতে হবে ইতিবাচক। সংবিধানের ১৫ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে— পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশের মাধ্যমে অবহেলিত জনগণের জীবনযাত্রার বহুগত ও সংস্কৃতিগত মানের উন্নতি সাধন করা হবে রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব।

পরিশেষে বলা যায়, ফারিয়ার চাকরি লাভের জন্য যেসব অধিকার খর্ব করা হয়েছে, সেসব অধিকারগুলো সংবিধানের মাধ্যমে যথাযথ প্রয়োগের ব্যবস্থা নিতে হবে এবং আইনী ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে অধিকার রক্ষা করতে হবে।



## চতুর্থ অধ্যায়: বাংলাদেশের সংবিধান

★★ বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নের ইতিহাস

১. কত তারিখে 'বাংলাদেশ গণপরিষদ আদেশ' জারি হয়? [জান]
- ক) ২১ মার্চ ৭২      খ) ২২ মার্চ ৭২
- গ) ২৩ মার্চ ৭২      ঘ) ২৪ মার্চ ৭২
২. নূরুল আমিন ও রাজা জিদিব রায় বাংলাদেশ গণপরিষদ সদস্য হতে পারেন নি। কেননা— [অনুধারন]
- ক) তারা বিরোধী দলীয় সংসদ সদস্য ছিলেন
- খ) তারা আওয়ামী লীগ দলীয় সংসদ সদস্য ছিলেন না
- গ) তারা পাকিস্তানের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করেছিলেন
- ঘ) তারা মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন না
৩. সংবিধান প্রণয়ন কমিটির প্রধান কে ছিলেন? [জান]
- ক) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
- খ) ড. কামাল হোসেন
- গ) সৈয়দ নজরুল ইসলাম
- ঘ) তাজউদ্দিন আহমেদ
৪. "রাষ্ট্রের পছন্দকৃত জীবন পদ্ধতিই হচ্ছে সংবিধান"- উক্তিটি কার? [জান]
- ক) প্রেটো      খ) এরিস্টটল
- গ) জে. লাম্বিক      ঘ) স্যাকিয়াভেলি
৫. সংবিধান প্রণয়ন কমিটির প্রধান কে ছিলেন? [জান]
- [সরকারি পত্নী সোহরাওয়ার্দী উল্লেখ, ঢাকা]
- ক) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
- খ) ড. কামাল হোসেন
- গ) সৈয়দ নজরুল ইসলাম
- ঘ) তাজউদ্দিন আহমেদ
৬. স্বাধীনতা লাভের পর কোন রাষ্ট্রটি সবচেয়ে দ্রুততার সাথে সংবিধান রচনা করে? [আজিযপুর গজ পানিস স্কুল এক ক্রমিক, ঢাকা]
- ক) পাকিস্তান      খ) বাংলাদেশ
- গ) ভারত      ঘ) নেপাল
৭. পাকিস্তানি কারাগার থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কত তারিখে মুক্তি লাভ করেছিলেন? [জান]
- ক) ৮ জানু. ১৯৭২      খ) ৯ জানু. ১৯৭২
- গ) ১০ জানু. ১৯৭২      ঘ) ১২ জানু. ১৯৭২
৮. খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটির একমাত্র মহিলা সদস্য কে ছিলেন? [জান]
- ক) রাজিয়া বানু      খ) আনোয়ারা বেগম
- গ) নূরজাহান মোরশেদ
- ঘ) বদরুন্নেসা আহমেদ
৯. স্বাধীন বাংলাদেশে মুজিবনগর সরকার ঢাকায় এসে কত তারিখে শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করে? [জান]
- ক) ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১
- খ) ১৮ ডিসেম্বর ১৯৭১
- গ) ২০ ডিসেম্বর ১৯৭১
- ঘ) ২২ ডিসেম্বর ১৯৭১
১০. 'বাংলাদেশ অস্থায়ী সংবিধান আদেশ' অনুযায়ী বাংলাদেশে কী ধরনের সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল? [অনুধারন]
- ক) রাষ্ট্রপতি শাসিত      খ) যুক্তরাষ্ট্রীয়
- গ) মন্ত্রিপরিষদ শাসিত      ঘ) একনায়কতান্ত্রিক

১১. ১৯৭২ সালের গণপরিষদের ডেপুটি স্পিকার নির্বাচিত হয়েছিলেন কে? [জান]

- ক) শাহ আব্দুল হামিদ
- খ) মোহাম্মদ উল্লাহ
- গ) ক্যাপ্টেন মনসুর আলী
- ঘ) রফিক উদ্দিন ভূঁইয়া

১২. 'বাংলাদেশ অস্থায়ী সংবিধান আদেশ ১৯৭২' এ বর্তমান সুপ্রিম কোর্টকে কী নামে আখ্যায়িত করা হয়েছিল? [জান]

- ক) সর্বোচ্চ আদালত      খ) হাইকোর্ট
- গ) ট্রাইব্যুনাল      ঘ) আন্তর্জাতিক আদালত

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১৩ ও ১৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

সোহেল তাজের বাবা মুজিবনগর সরকারের মন্ত্রিপরিষদ প্রধান ছিলেন। তিনি এবং আরও কয়েকজন দেশপ্রেমিকের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জনের পথে এগিয়ে যায়।

১৩. সোহেল তাজের বাবার নাম কী? [প্রয়োগ]

- ক) সৈয়দ নজরুল ইসলাম
- খ) তাজউদ্দীন আহমেদ
- গ) খন্দকার মোশতাক আহমেদ
- ঘ) এম মনসুর আলী

১৪. উদ্দীপকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সাথে সম্পৃক্ত কয়েকজন ব্যক্তির কথা বলা হয়েছে। তারা হলেন— [উদ্ধৃতির দৃষ্টান্ত]

- i. খন্দকার মোশতাক আহমেদ
- ii. এম মনসুর আলী
- iii. সৈয়দ নজরুল ইসলাম

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii      খ) i ও iii
- গ) ii ও iii      ঘ) i, ii ও iii

★ ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ সংবিধানের বৈশিষ্ট্য

১৫. বাংলাদেশ সংবিধানে মোট কতটি অনুচ্ছেদ আছে? [জান]

- ক) ১৫৩টি      খ) ১৫৪টি
- গ) ১৫৫টি      ঘ) ১৫৬টি

১৬. কোনটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের বৈশিষ্ট্য নয়? [সি. বে. ১০/]

- ক) রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি
- খ) সাংবিধানিক প্রাধান্য
- গ) সংসদীয় গণতন্ত্র
- ঘ) অলিখিত সংবিধান

১৭. বাংলাদেশের সংবিধান অনুসারে সকল ক্ষমতার মালিক কে? [সি. বে. ১০/]

- ক) সরকার      খ) জনগণ
- গ) রাষ্ট্র      ঘ) রাজনৈতিক দল

১৮. ন্যায়পাল কীরূপ ক্ষমতার অধিকারী? [সি. বে. ১০/]

- ক) প্রধান মন্ত্রীর ন্যায়
- খ) সংসদ সদস্যের ন্যায়
- গ) সুপ্রিম কোর্টের বিচারকের ন্যায়
- ঘ) আইনমন্ত্রীর ন্যায়



১৯. সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে “ন্যায়পাল” প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে? /৪ কে ১০/

- (ক) ৬৫ (খ) ৭০  
(গ) ৭৭ (ঘ) ৮১

২০. রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি বাংলাদেশ সংবিধানের কত ভাগে উল্লেখ আছে? [জান]

- (ক) প্রথম (খ) দ্বিতীয়  
(গ) তৃতীয় (ঘ) চতুর্থ

২১. বাংলাদেশ সংবিধানে সংবিধানের প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রাখা এবং ইহার রক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তাবিধান নাগরিকের কী ধরনের কর্তব্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে? [জান]

- (ক) অন্যতম কর্তব্য (খ) পবিত্র কর্তব্য  
(গ) অবশ্য কর্তব্য (ঘ) নিয়মিত কর্তব্য

২২. বর্তমান সংবিধান অনুযায়ী ইসলাম ধর্ম ব্যতীত অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের সমমর্যাদা ও সমঅধিকার নিশ্চিত করার দায়িত্ব কার ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে? [অনুধাবন]

- (ক) সরকার (খ) রাষ্ট্র  
(গ) সুপ্রিমকোর্ট (ঘ) জাতীয় সংসদ

২৩. বাংলাদেশ সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদ বলে মৌলিক বিধান সংশোধন অযোগ্য বলা হয়েছে? [জান]

- (ক) ৫(খ) (খ) ৬(খ)  
(গ) ৭(খ) (ঘ) ৮(খ)

২৪. জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত মহিলা আসন সংখ্যা ৪৫ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৫০ করা হয়েছে। এটি কোন সংসদ থেকে কার্যকর করা হয়েছে? [অনুধাবন]

- (ক) ৭ম জাতীয় সংসদ (খ) ৮ম জাতীয় সংসদ  
(গ) ৯ম জাতীয় সংসদ (ঘ) ১০ম জাতীয় সংসদ

২৫. বাংলাদেশের বর্তমান সংবিধানে বলা হয়েছে বাংলাদেশের— [অনুধাবন]

- i. জনগণ জাতি হিসেবে বাঙালি  
ii. নাগরিকগণ বাংলাদেশি  
iii. নাগরিকগণের জাতীয়তা হবে বাঙালি  
নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) ii ও iii  
(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২৬. বাংলাদেশের সংবিধানের বৈশিষ্ট্য হলো— /৪ কে ১০/

- i. ন্যায়পাল পদ সৃষ্টি করা  
ii. জনগণের সার্বভৌমত্ব রক্ষা  
iii. দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইন সভা  
নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii  
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

★★ বাংলাদেশ সংবিধানের রাষ্ট্রীয় মূলনীতিসমূহ ২৭. বাঙালি জাতীয়তাবাদের মূল উৎস কোনটি? /৪ কে ১০/

- (ক) ভাষা (খ) ধর্ম  
(গ) একই সংবিধান (ঘ) ঐতিহ্যগত ঐক্য

২৮. বাংলাদেশ সংবিধানের তফসিল কয়টি? [অনুধাবন]  
[সরকারি আজিকার ইক, কলকাতা, ৭৭৩৮]

- (ক) ৩টি (খ) ৪টি  
(গ) ৫টি (ঘ) ৭টি

২৯. বাংলাদেশ সংবিধানের কত ভাগে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে? [জান]

- (ক) প্রথম ভাগে (খ) দ্বিতীয় ভাগে  
(গ) তৃতীয় ভাগে (ঘ) চতুর্থ ভাগে

৩০. বাংলাদেশ সংবিধানের ১০ নং অনুচ্ছেদে রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে সমাজতন্ত্রকে কী নামে অভিহিত করা হয়েছে? [জান]

- (ক) সামাজিক ন্যায়বিচার  
(খ) অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার  
(গ) সমাজতন্ত্র ও শোষণমুক্তি  
(ঘ) শোষণমুক্তি

৩১. বাংলাদেশ সংবিধানের কত নং অনুচ্ছেদে ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলা হয়েছে? [জান]

- (ক) ১০ নং (খ) ১১ নং  
(গ) ১২ নং (ঘ) ১৩ নং

৩২. বাংলাদেশের সংবিধানের প্রস্তাবনা অনুযায়ী রাষ্ট্র নাগরিকদের জন্যে যে বিষয়গুলো নিশ্চিত করবে তন্মধ্যে অন্যতম হলো— [অনুধাবন]

- i. আইনের শাসন  
ii. মৌলিক মানবাধিকার  
iii. স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত করা  
নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) ii ও iii  
(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৩৩-৩৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:  
পৌরনীতি ও সুশাসন ক্লাসে রেখা ম্যাডাম বললেন, আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার গঠন কাঠামো ও কর্মপরিসর জটিল ও ব্যাপক। এ কারণে রাষ্ট্র পরিচালনার দলিল ও নীতিগুলি সুস্পষ্ট ও লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। বীমা দাঁড়িয়ে বলল, ম্যাডাম বাংলাদেশে কি এ রকম লিখিত সুস্পষ্ট নীতি রয়েছে যা দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালিত হয়। ম্যাডাম বললেন হ্যাঁ। /৪ কে ১০/

৩৩. বাংলাদেশের সংবিধান গৃহীত হয়—

- (ক) গণপরিষদের মাধ্যমে  
(খ) ডিগ্রি জারীর মাধ্যমে  
(গ) প্রথার ভিত্তিতে  
(ঘ) নির্বাহী আদেশে

৩৪. বাংলাদেশ রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হলো—

- i. গণতন্ত্র  
ii. বাঙালি জাতীয়তাবাদ  
iii. ধর্ম নিরপেক্ষতা  
নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) ii ও iii  
(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

★★ বাংলাদেশের সংবিধানে মৌলিক অধিকারসমূহ

৩৫. বাংলাদেশ সংবিধানে বর্ণিত “আইনের দৃষ্টিতে সমতা” একটি— /৪ কে ১০/

- (ক) সামাজিক অধিকার (খ) মৌলিক অধিকার  
(গ) ধর্মীয় অধিকার (ঘ) অর্থনৈতিক অধিকার



৩৬. নাগরিকদের ব্যক্তিগত বিকাশের জন্যে অপরিহার্য সুযোগ-সুবিধা যা রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত হয় তাকে কী বলে? [জান]

- ক) মানবাধিকার      খ) মৌলিক অধিকার  
গ) নাগরিক অধিকার      ঘ) নাগরিক স্বার্থ

৩৭. বাংলাদেশ সংবিধানের ২৭ অনুচ্ছেদ থেকে কত নং অনুচ্ছেদ পর্যন্ত মৌলিক অধিকারসমূহ বর্ণিত হয়েছে? [জান]

- ক) ৪৪ নং      খ) ৪৫ নং  
গ) ৪৬ নং      ঘ) ৪৭ নং

৩৮. বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী কোনো নাগরিক কোনো বিদেশি রাষ্ট্রের নিকট হতে উপাধি, খেতাব, সম্মান গ্রহণে কোনটি প্রয়োজন? [অনুধাবন]

- ক) প্রধানমন্ত্রীর পূর্বানুমোদন  
খ) পররাষ্ট্র মন্ত্রীর পূর্বানুমোদন  
গ) রাষ্ট্রপতির পূর্বানুমোদন  
ঘ) স্থানীয় প্রশাসনের পূর্বানুমোদন

৩৯. মৌলিক অধিকার পরিপন্থি যেকোনো পদক্ষেপকে বাতিল ঘোষণা করতে পারবে কোন বিভাগ?

- ক) জজকোর্ট      খ) আপিল বিভাগ  
গ) হাইকোর্ট      ঘ) দায়রা জজ আদালত

৪০. মৌলিক অধিকারের বৈশিষ্ট্য হলো— [অনুধাবন]

- i. নাগরিক জীবনের বিকাশ ও ব্যাপ্তির জন্যে অপরিহার্য শর্ত  
ii. সংবিধান হতে প্রাপ্ত  
iii. আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য নয়  
নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii      খ) ii ও iii  
গ) i ও iii      ঘ) i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ে ৪১ ও ৪২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:  
সৌখিন 'ক' নামক একটি রাষ্ট্রের নাগরিক। নাগরিক হিসেবে সে তার রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসাসহ নানা প্রকার সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে। আর এ সুবিধাগুলো তাকে ব্যক্তিত্ববান নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে সহায়তা করে। [ঢাকা কলেজ, ঢাকা]

৪১. উদ্দীপকে সৌখিন তার রাষ্ট্র কর্তৃক যে সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে তা কোন অধিকারের অন্তর্ভুক্ত?

- ক) ব্যক্তিগত অধিকার  
খ) মৌলিক অধিকার  
গ) সামাজিক অধিকার  
ঘ) রাজনৈতিক অধিকার

৪২. উক্ত অধিকার ক্ষুণ্ণ করা যায় না—

- i. সরকারের ইচ্ছা ছাড়া  
ii. সংবিধান সংশোধন ছাড়া  
iii. জরুরি অবস্থা জারি ছাড়া  
নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii      খ) ii ও iii  
গ) i ও iii      ঘ) i, ii ও iii

★★ বাংলাদেশ সংবিধানের সংশোধনীসমূহ

৪৩. সংবিধানের দ্বিতীয় সংশোধনী করার যৌক্তিক কারণ নিচের কোনটি? [সরকারি মহিলা কলেজ, বরিশাল]

- ক) রাষ্ট্রপতিকে জরুরি অবস্থা জারির ক্ষমতা প্রদান  
খ) প্রধানমন্ত্রীকে জরুরি অবস্থা জারির ক্ষমতা প্রদান  
গ) স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে জরুরি অবস্থা জারির ক্ষমতা প্রদান  
ঘ) আইনমন্ত্রীকে জরুরি অবস্থা জারির ক্ষমতা প্রদান

৪৪. সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার প্রবর্তন ঘটে সংবিধানের কোন সংশোধনী দ্বারা? [আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা; সুখিমল্লিকা সরকারি মহিলা কলেজ, ময়মনসিংহ]

- ক) দ্বাদশ      খ) ত্রয়োদশ  
গ) চতুর্দশ      ঘ) পঞ্চদশ

৪৫. সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীর মূল বিষয়বস্তু হলো— [ঢাকা কলেজ, ঢাকা]

- ক) গণভোট      খ) ন্যায়পাল প্রতিষ্ঠা  
গ) উপজেলা পরিষদ বিল  
ঘ) সংসদীয় পদ্ধতির সরকার

৪৬. এ পর্যন্ত বাংলাদেশ সংবিধানের কয়টি সংশোধনী আনা হয়েছে? [আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা]

- ক) ১২টি      খ) ১৩টি  
গ) ১৪টি      ঘ) ১৬টি

৪৭. বাংলাদেশে মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তিত হয় কবে? [হলি ক্রস কলেজ, ঢাকা]

- ক) ১৯৯০ সালে      খ) ১৯৯১ সালে  
গ) ১৯৯২ সালে      ঘ) ১৯৯৩ সালে

৪৮. মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার পুনঃপ্রবর্তিত হয় কোন সংশোধনীর মাধ্যমে? [শহীদ বীর উত্তম প্লে, আনোয়ার গার্লস কলেজ, ঢাকা]

- ক) দশম সংশোধনী      খ) দ্বাদশ সংশোধনী  
গ) চতুর্দশ সংশোধনী      ঘ) ষোড়শ সংশোধনী

৪৯. বাংলাদেশ সংবিধানের কোন সংশোধনী দ্বারা ১৯৭২ সালের রাষ্ট্রীয় মূলনীতিগুলোকে পুনঃপ্রবর্তন করা হয়েছে? [জান]

- ক) পঞ্চম      খ) ত্রয়োদশ  
গ) চতুর্দশ      ঘ) পঞ্চদশ

৫০. সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীতে জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসনের সংখ্যা বাড়িয়ে কত করা হয়েছে? [জান]

- ক) ৪৬      খ) ৪৭  
গ) ৫০      ঘ) ৬০

৫১. দ্বাদশ সংশোধনীর মূল বৈশিষ্ট্য হলো— [অনুধাবন]

- ক) রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থার প্রবর্তন  
খ) রাষ্ট্রীয় মূলনীতির পরিবর্তন  
গ) সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তন  
ঘ) তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বিলুপ্তকরণ

৫২. বাংলাদেশ সংবিধানের প্রথম সংশোধনী কত সালে গৃহীত হয়? [ক. বো. ১৪]

- ক) ১৯৭৩      খ) ১৯৭৪  
গ) ১৯৭৫      ঘ) ১৯৭৬

৫৩. কোন সংশোধনীর মাধ্যমে বাংলাদেশে রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসন ব্যবস্থা চালু করা হয়? [ক. বো. ১৪]

- ক) তৃতীয়      খ) চতুর্থ  
গ) পঞ্চম      ঘ) দশম

৫৪. বাংলাদেশে মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তিত হয় কবে? [ক. বো. ১৪]

- ক) ১৯৯০ সালে      খ) ১৯৯১ সালে  
গ) ১৯৯২ সালে      ঘ) ১৯৯৩ সালে

৫৫. কার শাসনামলে সংবিধানের ৫ম সংশোধনী আনয়ন করা হয়? [জান]

- ক) জেনারেল জিয়াউর রহমান  
খ) জেনারেল এইচ.এম. এরশাদ  
গ) বেগম খালেদা জিয়া  
ঘ) খন্দকার মোশতাক আহমদ



৫৬. সংবিধানের কততম সংশোধনীতে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়? [জান]
- ক) দশম                      খ) একাদশ  
গ) দ্বাদশ                    ঘ) ত্রয়োদশ
৫৭. সংবিধানের কোন সংশোধনীর মাধ্যমে বাঙালি জাতীয়তাবাদ পরিবর্তন করে 'বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ' প্রবর্তন করা হয়? [অনুধাবন]
- ক) চতুর্থ                    খ) পঞ্চম  
গ) একাদশ                ঘ) দ্বাদশ
৫৮. যুগ্মপরাধীদের বিচারের জন্যে প্রয়োজনীয় আইন সংবিধানের কত তম সংশোধন? [জান]
- ক) তৃতীয়                    খ) পঞ্চম  
গ) সপ্তম                    ঘ) প্রথম
৫৯. পঞ্চম সংশোধন আইনে জাতীয় সংসদ যদি অর্থ বরাদ্দে ব্যর্থ হয় তবে কত দিনের জন্যে রাষ্ট্রপতি অর্থের মঞ্জুরি দান করবেন? [জান]
- ক) ৯০ দিন                  খ) ১০০ দিন  
গ) ১১০ দিন                ঘ) ১২০ দিন
৬০. বিরোধীদলীয় নেতৃবর্গের কাছে ক্ষমতাসীন সরকারের স্থায়ীকরণের পন্থা হিসেবে বর্ণিত হয়েছে কোন সংশোধনীটি? [জান]
- ক) সপ্তম                    খ) অষ্টম  
গ) নবম                    ঘ) দশম
৬১. দ্বাদশ সংশোধন আইনে কোন পদের বিলুপ্তি ঘটে? [জান]
- ক) রাষ্ট্রপতির            খ) উপমন্ত্রী  
গ) উপ-রাষ্ট্রপতির      ঘ) প্রতিমন্ত্রী
৬২. কখন রাষ্ট্রপতি মো. জিহুর রহমান সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধন সম্মতি দান করেন? [জান]
- ক) ২ জুন ২০১১ তারিখে  
খ) ২৮ জুন ২০১১ তারিখে  
গ) ৩ জুলাই ২০১১ তারিখে  
ঘ) ১৮ জুলাই ২০১১ তারিখে
৬৩. বাংলাদেশ সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনী আইন কখন জাতীয় সংসদে পাস হয়? [জান]
- ক) ৬ আগস্ট ১৯৯১      খ) ২৭ মার্চ ১৯৯৬  
গ) ১৬ মে ২০০৪          ঘ) ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৪
৬৪. ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে যে সীমান্ত নিয়ে চুক্তি সম্পাদিত হয়— [অনুধাবন]
- i. হিলি-বেবুবাড়ি      ii. সিলেট-ত্রিপুরা  
iii. ফেনী নদী সীমান্ত
- নিচের কোনটি সঠিক?
- ক) i ও ii                    খ) ii ও iii  
গ) i ও iii                    ঘ) i, ii ও iii
৬৫. ত্রয়োদশ সংশোধন অনুযায়ী অন্যান্য উপদেষ্টাগণ মন্ত্রী— [অনুধাবন]
- i. পদমর্যাদা পাবেন  
ii. পারিশ্রমিক পাবেন  
iii. সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবেন
- নিচের কোনটি সঠিক?
- ক) i ও ii                    খ) i ও iii  
গ) ii ও iii                    ঘ) i, ii ও iii
৬৬. বাংলাদেশে পনেরবার সংবিধান সংশোধনী হয়েছে। পনেরতম সংশোধনীর ক্ষেত্রে যেটি করা হয়েছে— [সি. কে. ১০, ধ. কে. ১০]
- i. তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বিলুপ্ত করা  
ii. সংরক্ষিত মহিলা আসন ৪৫টি করা  
iii. সংরক্ষিত মহিলা আসন ৫০টি করা
- নিচের কোনটি সঠিক?
- ক) i ও ii                    খ) i ও iii

- গ) ii ও iii                    ঘ) i, ii ও iii
- ★ ★ বাংলাদেশের সংবিধান সংশোধনী ও সুশাসন
৬৭. সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী বিল পাস হয় কত সালে? [জান]
- ক) ১৯৭২ সালে            খ) ১৯৭৩ সালে  
গ) ১৯৭৪ সালে            ঘ) ১৯৭৫ সালে
৬৮. জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত মহিলা আসন সংখ্যা ৪৫ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৫০ করা হয়েছে। এটি কোন সংসদ থেকে কার্যকর করা হয়েছে? [জান]
- ক) ৭ম জাতীয় সংসদ      খ) ৮ম জাতীয় সংসদ  
গ) ৯ম জাতীয় সংসদ      ঘ) ১০ম জাতীয় সংসদ
৬৯. বাংলাদেশ সংবিধানের কত অনুচ্ছেদে স্থানীয় শাসনের কথা বলা হয়েছে? [আমত পুন্ডিত রাষ্ট্রবিদ্যম শুলক এড কলেজ, বগুড়া]
- ক) প্রথম                    খ) দ্বিতীয়  
গ) তৃতীয়                    ঘ) চতুর্থ
৭০. একটি সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ভূমির ক্ষতিপূরণ অপরিণত হয়েছে বলে কোনো আদালতে প্রশ্ন করা যাবে না মর্মে বিধান করা হয়। এ বিষয়টিকে কী হিসেবে চিহ্নিত করা যায়? [অনুধাবন]
- ক) উন্নয়নের গতিশীলতা  
খ) রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বৃদ্ধি  
গ) সুশাসনের অন্তরায়  
ঘ) অনুরণন
৭১. সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠার পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচনা করা যায়— [অনুধাবন]
- i. সাম্প্রদায়িকতার বিলোপ  
ii. রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মের অপব্যবহার রোধ  
iii. বিশেষ ধর্ম পালনকারী ব্যক্তির প্রতি বৈষম্য সৃষ্টি
- নিচের কোনটি সঠিক?
- ক) i ও ii                    খ) ii ও iii  
গ) i ও iii                    ঘ) i, ii ও iii
৭২. বর্তমান সংবিধান অনুযায়ী পরিবেশ ও জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়নে রাষ্ট্রের দায়িত্বের মধ্যে অন্যতম হলো — [ঢাকা কলেজ, ঢাকা]
- i. পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন  
ii. কার্বন নিঃসরণ বন্ধ করা  
iii. প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধান
- নিচের কোনটি সঠিক?
- ক) i ও ii                    খ) ii ও iii  
গ) i ও iii                    ঘ) i, ii ও iii
- অনুচ্ছেদটি পড়ে ৭৩ ও ৭৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
- একজন রাজনীতি বিশ্লেষক বলেছিলেন, বাংলাদেশের অধিকাংশ সংবিধান সংশোধনী দলীয় স্বার্থে, ব্যক্তি স্বার্থে, গোষ্ঠী স্বার্থে সম্পন্ন হয়েছে।
৭৩. অনুচ্ছেদে উল্লিখিত ব্যক্তি স্বার্থে আনীত সংবিধান সংশোধনী কোনটি? [প্রয়োগ]
- ক) পঞ্চদশ                    খ) ত্রয়োদশ  
গ) দ্বাদশ                    ঘ) ষষ্ঠ
৭৪. অনুচ্ছেদে উল্লিখিত বস্তার বস্তব্য ভুল প্রমাণিত হয় যে সকল সংশোধনীর ক্ষেত্রে— [উচ্চতর দক্ষতা]
- i. পঞ্চদশ  
ii. দ্বাদশ  
iii. সপ্তম
- নিচের কোনটি সঠিক?
- ক) i ও ii                    খ) ii ও iii  
গ) i ও iii                    ঘ) i, ii ও iii